CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 73 Years ■ Issue-76 ■ 16 December, 2025 ■ আগরতলা ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

শীত পড়তেই খেঁজুর গাছে হাড়ি...

সোমবার আগরতলার সন্নিকটে এক ব্যক্তি গাছে চড়ে খেজুরের রস সংগ্রহ করছেন। নিজস্ব ছবি।

ঠিকেদারি বাণিজ্যের বিবাদে কৈলাসহরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৫ ডিসেম্বর।। ঠিকাদারি সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে আবারও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা সামনে এসেছে। সোমবার বিকেলে কৈলাসহর ইরানি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় সংঘর্ষে এক ঠিকাদার গুরুতরভাবে আহত হন। আহত ঠিকাদারের নাম মিজানুর রহমান সাগর বলে জানা গেছে।

ঘটনার বিবরণে আহত মিজানুর রহমান সাগরের দাবি, তিনি ইরানি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাশে নিজের কাজের স্থানে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় হঠাৎ করেই একদল দুষ্কৃতী অতর্কিতভাবে তাঁর উপর হামলা চালায়। হামলার ফলে তাঁর মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে এবং রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন বলে অভিযোগ। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, আহত ঠিকাদারের মাথায় মোট আটটি সেলাই দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁর অবস্থার দিকে চিকিৎসকেরা নজর রাখছেন। এই ঘটনায় গোটা কৈলাসহর জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। মিজানুর রহমান সাগরের আরও অভিযোগ, ইরানি থানা ঘটনাস্থল থেকে খুব কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও তাঁর উপর হামলার ঘটনা সংঘটিত হয়। তবে পরবর্তী সময়ে ইরানি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে উদ্ধার করে উনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং সেখানে ভর্তি করায়।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। যে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল স্থানে পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে পুলিশ প্রশাসন। এ বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং হামলায় জড়িতদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

নয় বছরের শিশুকে ধর্ষণ ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর।। নয় বছরের নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষণের দায়ে রাসেল মিয়া(২১) নামে এক যুবক গ্রেফতার করেছে কমলাসাগর থানার পুলিশ। ঘটনা মধুপুর থানাধীন কমলাসাগর মিয়াপাড়া এলাকায়।

মধুপুর থানাধীন কমলাসাগর মিয়াপাড়া এলাকার রিজিক মিয়ার ছেলে রাসেল মিয়া তার বাড়ির পাশের এক নয় বছরের নাবালিকা মেয়েকে বাড়িতে এনে ধর্ষণ করে। প্রথম দিকে মেয়েটি কিছু বলতে না পারলেও পরবর্তী সময়ে সেই মেয়েটির যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তার মা-বাবাকে ঘটনা খুলে বলে। পরবর্তী সময়ে নাবালিকা মেয়ের মা বাবা রবিবার বিকাল চারটা নাগাদ মধুপুর থানায় এসে রাসেল মিয়ার বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা দায়ের করে।

পরবর্তী সময়ে মধুপুর থানার সেকেন্ড অফিসার চিত্তরঞ্জন রিয়াং এর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে রাসেল মিয়াকে তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে। জানা যায় রাসেল মিয়া বিবাহিত পুরুষ। তারপরেও ওই এলাকার নয় বছরের এক নাবালিকা মেয়েকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণ করে।

এদিকে মধুপুর থানার সেকেন্ড অফিসার চিত্তরঞ্জন রিয়াং জানান রাসেল মিয়ার বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা হাতে নিয়ে পকসো আইনে সেই যুবককে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। আজ তাকে মহকুমা আদালতে প্রেরন করা হয়। এদিকে অভিযুক্ত যুবকের মা সরাসরি দাবি করেন তার ছেলেকে উদ্দেশ্যে প্রণোদিতভাবে ফাঁসিয়ে দিয়েছে। তবে তার ছেলে এই কাজে যুক্ত নয়। এখন দেখার বিষয় পুলিশ মামলা হাতে নিয়ে ডাক্তারি পরীক্ষার পরে সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কতটুকু সত্য পায়।

চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন বিশ্ববন্ধু সেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর।। গুরুতর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের পর দীর্ঘ চিকিৎসা ও একাধিক অস্ত্রোপচারের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে উন্নতির পথে এগোচ্ছেন বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন। বেঙ্গালুরুর অ্যাস্টার সিএমআই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। চিকিৎসকরা

☛৫ এর পাতায় দেখুন

স্কুল মাঠ নির্মাণ কাজের বিরোধীতাকে ঘিরে খোয়াইয়ে

সংখ্যালঘু মোর্চার নেতার বাড়িতে ভাঙচুরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৫ ডিসেম্বর।। খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া এলাকায় স্কুল মাঠে নির্মাণকাজের বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ, ওই প্রতিবাদের রেশ ধরেই রবিবার গভীর রাতে তেলিয়ামুড়া থানাধীন চাকমাঘাট বেরেজ সংলগ্ন তুই মধু এলাকায় বিজেপি খোয়াই জেলা সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি রশিদ মিয়ার বাড়িতে হামলা চালানো হয়।

রশিদ মিয়ার অভিযোগ, মুখে কালো কাপড় বাঁধা একদল দুষ্কৃতী আচমকাই তাঁর বাড়িতে ঢুকে পড়ে। হামলাকারীরা বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি পরিবারের একাধিক সদস্যকে মারধর করে। আহতদের তৎক্ষণাৎ তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

তিনি জানান, তুই মধু বিদ্যালয়ের মাঠে নতুন বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের উদ্যোগের তিনি প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেছিলেন।

তাঁর দাবি, ওই মাঠেই প্রতিদিন ছাত্রছাত্রীরা প্রার্থনা ও খেলাধুলা করে।

মাঠে নির্মাণ হলে পড়ুয়াদের স্বাভাবিক ও শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ ব্যাহত হবে। এই অবস্থান নেওয়ার জেরেই পরিকল্পিতভাবে তাঁর বাড়িতে হামলা চালানো হয়েছে বলে তিনি মনে করছেন।

রশিদ মিয়ার আরও অভিযোগ, মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মনের নির্দেশে তিপ্রা মথার কর্মী-সমর্থকরা এডিসি ভিলেজ এলাকায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের অবস্থান করতে দেবে নাএই বার্তাই এই হামলার মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, পুলিশের তরফে জানা গেছে, তিপ্রা মথার এক কর্মীকে মারধরের অভিযোগে ঘটনার রাতেই রশিদ মিয়াকে তেলিয়ামুড়া থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। তবে তাঁকে ঠিক কোন অভিযোগে থানায় আনা হয়েছে এবং তাঁর বাড়িতে ভাঙচুরের ঘটনায় কী ধরনের আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছেএই বিষয়ে জানতে চাইলে তেলিয়ামুড়া থানার সেকেন্ড অফিসার অজিত দেববর্মা কোনও নির্দিষ্ট তথ্য দিতে চাননি বলে অভিযোগ।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তেলিয়ামুড়া ও আশপাশের এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রশাসন সতর্ক অবস্থানে রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

ডেলিভারি কর্মীর মৃত্যুর প্রতিবাদে মৌন মিছিল, দোষীদের গ্রেফতারের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৫ ডিসেম্বর।। অনলাইন ডেলিভারি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে অপমান ও মারধরের ঘটনার পর ডেলিভারি কর্মী প্রসেনজিৎ সরকারের রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে উঠেছে ধর্মনগর। ঘটনার সঙ্গে যুক্ত দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে সোমবার সন্ধ্যায় কামেশ্বর এলাকায় আয়োজন করা হয় এক মৌন মিছিল ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের।

মিছিলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এলাকার বহু মানুষ অংশগ্রহণ করেন। হাতে মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালিয়ে নীরবে প্রতিবাদ জানান তাঁরা। মৌন মিছিলটি কামেশ্বর বাজার থেকে শুরু হয়ে ধর্মনগর আইএসবিটি পর্যন্ত গিয়ে পুনরায় কামেশ্বর বাজারে এসে শেষ হয়। শ্রদ্ধাঞ্জলি সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এলাকার যুবক নিতিশ দে বলেন, "কামেশ্বর গ্রামের প্রতিবাদের একটি ইতিহাস রয়েছে। অতীতেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা রাস্তায় নেমেছি, এবারও নেমেছি। যদি পুলিশ দোষীদের গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হয়, তবে

ধর্মনগর

আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে আমরা বাধ্য হব।"

তিনি আরও বলেন, প্রসেনজিৎ সরকারের পরিবার যদি সুষ্ঠু বিচার না পায়, তাহলে কামেশ্বর এলাকার আপামর জনসাধারণ আরও কঠোর আন্দোলনের পথে যাবে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোক ও ক্ষোভের আবহ তৈরি হয়েছে। প্রশাসনের তরফে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানাচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

লরির ধাক্কায় পথচারীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৫ ডিসেম্বর ।। বিলোনিয়া থানাধীন মনুরমুখ স্কুল সংলগ্ন সড়কে আজ রাত আনুমানিক ৮টা ৩০ মিনিট নাগাদ এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ঘটে। একটি অজ্ঞাত পরিচয় ট্রাক মনুরমুখ এলাকার বাসিন্দা অমর দাসের পুত্র টুটন দাস (৩০) নামক এক পথচারীকে ধাক্কা মেরে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ট্রাকের ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়ে টুটন দাস ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন। খবর পেয়ে বিলোনিয়া ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে উদ্ধার করে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে চিকিৎসকরা সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।বর্তমানে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে রাখা হয়েছে। ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং ঘাতক ট্রাকটির সন্ধানে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

জিরানিয়া বোধজংনগর নতুন রেল লাইন সমীক্ষায় অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর ।। ত্রিপুরার রেল পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল রেল মন্ত্রক। জিরানিয়া থেকে বোধজংনগর পর্যন্ত নতুন রেললাইন নির্মাণের জন্য 'ফাইনাল লোকেশন সার্ভে' (চূড়ান্ত অবস্থান সমীক্ষা) চালানোর অনুমোদন দিয়েছে রেল মন্ত্রক। প্রস্তাবিত এই রেলপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪ কিলোমিটার এবং সমীক্ষার আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ৪২ লক্ষ টাকা।

নতুন প্রস্তাবিত জিরানিয়া --- বোধজংনগর রেললাইনটি ত্রিপুরা রাজ্যের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় অবস্থিত। এই অনুমোদন রাজ্যের রেল পরিকাঠামো মজবুত করা এবং শিল্প কার্যকলাপকে আরও গতিশীল করার পথে এক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি বলে মনে করা হচ্ছে।

বোধজংনগর পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র। এই অঞ্চলটি মূলত রাবার, বাঁশ ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণভিত্তিক শিল্পের জন্য পরিচিত। প্রস্তাবিত এই নতুন রেললাইন শিল্পজাত পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ রেল করিডোর হিসেবে কাজ করবে। এর ফলে রাজ্যের ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

রেল কর্তৃপক্ষের মতে, এই সমীক্ষা সম্পন্ন হলে পার্শ্ববর্তী

☛৫ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে ৪৪ হাজার ইয়াবা সহ তিন মহিলা গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৫ ডিসেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে মাদক পাচার চক্রের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ প্রশাসন। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জয়ন্ত কর্মকার এবং ধর্মনগর থানার ওসি মিনা দেববর্মার নেতৃত্বে গঠিত বিশেষ দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তিন কুখ্যাত মহিলা মাদক পাচারকারীকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করেছে।

অভিযানে ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৪৪ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধারকৃত ইয়াবার কালোবাজারি মূল্য আড়াই কোটি টাকারও বেশি বলে অনুমান করা হচ্ছে। ধৃতরা দীর্ঘদিন ধরে আন্তঃরাজ্য মাদক পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে।

গ্রেপ্তারকৃত মহিলারা হলেন,

☛৫ এর পাতায় দেখুন

মথার যুব সংগঠনের বিক্ষোভ মিছিলে মহারাণীতে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর।। মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের অন্তর্গত উত্তর মহারানী এলাকায় তিপ্রা মথার যুব সংগঠন ওয়াইটিএফ-এর বিক্ষোভ মিছিলকে কেন্দ্র করে তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। জানা গেছে, পুলিশের অনুমোদন নিয়েই এই বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। তবে পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় বলে অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় সূত্রের দাবি, পরিকল্পিতভাবেই বিক্ষোভ মিছিলটি জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার নবনির্মীয়মান বাড়ির দিকে অগ্রসর হয়। অভিযোগ, বিক্ষোভকারীদের একাংশ মিছিল চলাকালীন মন্ত্রীর বাড়ির চত্বরে প্রবেশ করে নির্মাণকাজ বন্ধ করার চেষ্টা চালায়। এর ফলে সেখানে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, আচমকা এই ঘটনায় নির্মাণস্থলে কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। প্রাণ বাঁচাতে তাঁরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। এর জেরে মন্ত্রীর বাড়ির নির্মাণকাজ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

অন্যদিকে, ওয়াইটিএফ সমর্থকদের পাল্টা অভিযোগ, চাকমাঘাট এলাকায় তিপ্রা মথার এক সমর্থক শংকর দেববর্মা বিজেপি কর্মীদের আক্রমণে আহত হন। ওই ঘটনার প্রতিবাদেই বিক্ষোভ মিছিল আরও তীব্র আকার ধারণ করে বলে তাঁদের দাবি। পাশাপাশি, বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার সম্পত্তি সংক্রান্ত অভিযোগকে সামনে রেখেই এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

যদিও পুলিশের অনুমোদন নিয়েই বিক্ষোভ মিছিলটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তবু প্রশ্ন উঠছেঅনুমতি থাকা সত্ত্বেও কীভাবে বিক্ষোভকারীরা মন্ত্রীর বাড়ির চত্বরে প্রবেশ করে এমন উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করল। পুলিশের উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে এই ঘটনা ঘটায় প্রশাসনিক নজরদারি ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও জোর আলোচনা শুরু হয়েছে।

এই ঘটনাকে ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে তীব্র জল্পনা ছড়িয়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনায় প্রশাসন পরবর্তী সময়ে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেদিকেই এখন তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ।

শিশুর হার ছিনতাইয়ের অভিযোগে রিক্সা চালককে গণধোলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর।। রাজধানীর কৃষ্ণনগর এলাকায় এক শিশুর গলার সোনার চেইন ছিনতাইয়ের অভিযোগে এক রিকশাচালককে আটক করে গণধোলাই দিল জনতা। ঘটনাটি ঘটেছে কৃষ্ণনগরে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও শিশুর মায়ের অভিযোগ অনুযায়ী, তিনি পোস্ট অফিস চৌমুহনি থেকে রিকশায় করে শিশুকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণনগরে আসেন। গন্তব্যে পৌঁছে রিকশাচালক শিশুটিকে কোলে নেওয়ার প্রস্তাব দেয় এবং ওই সময় শিশুর মাকে ভাড়া বের করতে বলেন। সেই সুযোগেই অভিযুক্ত রিকশাচালক শিশুর গলার সোনার চেইন খুলে নেয় বলে অভিযোগ। ঘটনার পরপরই শিশুটি তার মাকে জানায় যে রিকশাচালক তার গলার চেইন খুলে নিয়েছে। যদিও প্রথমে রিকশাচালক অভিযোগ অস্বীকার করে। বিষয়টি জানাজানি হতেই আশপাশের লোকজন ছুটে এসে রিকশাচালককে আটক করে। সে

☛৫ এর পাতায় দেখুন

দেড় মাস ধরে বিদ্যুৎহীন তকমাছড়া, ক্ষুব্ধ জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর।। বিদ্যুৎ ট্রান্সফরমার বিকল হয়ে পড়ায় দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজার মহকুমার তাকমা ছড়া ভিলেজ ও তাকমা বাজার এলাকায় প্রায় দেড় মাস ধরে বিদ্যুৎ পরিষেবা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রয়েছে। এর ফলে প্রায় ২০০টি পরিবার চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

এলাকাবাসীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যুৎ না থাকায় পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। বৈদ্যুতিক মোটর চালিত পানির ব্যবস্থা বন্ধ থাকায় সাধারণ মানুষকে

☛৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

Page 1.pmd 1 16-12-2025, 01:01

জাগরণ আগরতলা,১৬ ডিসেম্বর,২০২৫ ইং
২৯ অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশের দাবি খারিজ

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ভারত সরকারের কাছে আনুষ্ঠানিক উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছে এবং বেশ কিছু গুরুতর অভিযোগ আনিয়াছে। বাংলাদেশ সরকার অভিযোগ করিয়াছে যে, ভারতে অবস্থানরত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ”উসকানিমূলক” মন্তব্য করিয়া বাংলাদেশে অস্থিরতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে তাহার সমর্থকদের যোগ দিতে উৎসাহিত করিতেছেন। ঢাকা অভিযোগ করিয়াছে যে, ভারতের মাটি ব্যবহার করিয়া শেখ হাসিনা এবং তাহার আওয়ামী লীগের সদস্যরা বাংলাদেশের স্বার্থের বিরোধী কার্যকলাপ চালাইতেছে।শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বাংলাদেশ সরকার ভারতের কাছে আনুষ্ঠানিক দাবি জানাইয়াছে। গত বছর আগস্টে গণবিক্ষোভের মুখে শেখ হাসিনার সরকারের পতন ঘটে এবং তিনি ভারতে আশ্রয় নেন। নভেম্বর ২০২৫-এ, একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল তাঁহাকে ”মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধে” অনুপস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ড দেয়। গত ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ সরকার ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাকে তলব করিয়া এবং তাহাদের উদ্বেগের কথা জানায়।এই অভিযোগগুলোর মূল কারণ হইলোআগামী ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচনের আগে শেখ হাসিনার বক্তব্য ও কার্যক্রম দেশের অভ্যন্তরে অশান্তি সৃষ্টি করিতেছে বলিয়া ঢাকা মনে করিতেছে।বাংলাদেশ সরকারের অভিযোগের প্রেক্ষিতে ভারত সরকার দৃঢ়ভাবে প্রতিক্রিয়া জানাইয়াছে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের অভিযোগগুলোকে ”শ্রেণিগতভাবে প্রত্যাখ্যান” করিয়াছে।ভারত পুনরায় জোর দিয়া বলিয়াছে যে, তাহারা কখনোই তাহাদের ভূখণ্ডকে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের স্বার্থের পরিপন্থী কার্যকলাপে ব্যবহার করিতে দেয়নি।ভারত বাংলাদেশে একটি ”শান্তিপূর্ণ পরিবেশে”, ”অবাধ, সুষ্ঠু, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বিশ্বাসযোগ্য” নির্বাচনের পক্ষে তাহাদের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করিয়াছে।নয়াদিল্লি ঢাকার অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে আবেদন জানাইয়াছে যে, তাহারা যেন নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ”অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা” বজায় রাখিতে সব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়।শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের দাবি প্রসঙ্গে ভারত জানাইয়াছে যে তাহারা বিষয়টি ”পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে”। কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করেনি।ভারত এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করিয়াছে যে তাহারা বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী কোনো কার্যকলাপে তাহাদের মাটি ব্যবহার করিতে দিতেছে না।তবে একই সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী হিসেবে বাংলাদেশে স্থিতিশীলতা ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি সমর্থন জানাইয়াছে।

দিল্লির বক্তব্য, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ ভারতের কাছে বন্ধুবৎসল এবং তাঁহাদের স্বার্থের পরিপন্থী কোনও কাজের জন্য ভারতীয় ভূখণ্ড ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় না। কার্য্যত ঢাকার অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে দিল্লি।প্রসঙ্গত, রবিবার ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় বর্মাকে তলব করিয়া বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রক। পরে অন্তর্বর্তী সরকারের তরফে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়, যাহা সমাজমাধ্যমে ভাগ করিয়া নেন বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। ওই বিবৃতিতে দাবি করা হয়, ভারতে অবস্থান করিয়া বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিয়মিত উস্কানিমূলক মন্তব্য করিতেছেন এবং তাঁহার দলের কর্মী-সমর্থকদের সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডে জড়াইতে নির্দেশ দিতছেন।এই অভিযোগের প্রেক্ষিতেই পাল্টা বিবৃতি দিয়াছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। জানানো হইয়াছে, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার যে সব অভিযোগ তুলিয়াছে, সেগুলি ভিত্তিহীন এবং ভারত সরকার তাহা স্পষ্টভাবে খারিজ করিতেছে। দিল্লির বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, ভারত বরাবরই বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন চায় এবং এই অবস্থান আগেও একাধিকবার স্পষ্ট করা হইয়াছে।ভারতের বক্তব্যে আরও বলা হইয়াছে, ‘বাংলাদেশের বন্ধুবৎসল জনতার স্বার্থবিরোধী কোনও কাজের জন্য কখনওই ভারতীয় ভূখণ্ডকে ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় না। আমরা আশা করি, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার দেশের অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখিবে এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ করিবে।’

অন্যদিকে, ঢাকার বিবৃতিতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সাজাপ্রাপ্ত শেখ হাসিনা ও বাংলাদেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে দ্রুত প্রত্যর্পণের দাবি পুনর্ব্যক্ত করা হইয়াছে।

তিন দেশ সফরের শুরুতে জর্ডানে পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি, ৩৭ বছর পর পূর্ণাঙ্গ দ্বিপাক্ষিক সফর

আম্মান, ১৫ ডিসেম্বর :প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ কিছুক্ষণ আগে জর্ডানের রাজধানী আম্মানে পৌঁছেছেন। জর্ডানের প্রধানমন্ত্রী ড. জাফার হাসান তাঁকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানান এবং প্রধানমন্ত্রী মোদিকে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা প্রদান করা হয়।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ‘এক্স’-এ করা এক পোস্টে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, বিমানবন্দরে উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী জাফার হাসানের প্রতি কৃতজ্ঞ। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই সফরের মাধ্যমে ভারত ও জর্ডানের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত হবে।

জর্ডানের রাজা আব্দুল্লাহ দ্বিতীয় বিন আল হুসেইন—এর আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী মোদি একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বিপাক্ষিক সফরে জর্ডানে এসেছেন। উল্লেখ্য, ৩৭ বছর পর কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী জর্ডান সফরে এলেন। এই সফরের মধ্য দিয়ে দুই দেশ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ৭৫ বছর পূর্তি উদযাপন করছে। জর্ডান সফরটি প্রধানমন্ত্রী মোদির তিন দেশ সফরের প্রথম পর্ব, যার পরবর্তী গন্তব্য ইথিওপিয়া ও ওমান।

সফরের আগে দেওয়া বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী জানান, জর্ডানে থাকাকালীন তিনি রাজা আব্দুল্লাহ এবং প্রধানমন্ত্রী জাফার হাসানের সঙ্গে বিস্তারিত দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করবেন। পাশাপাশি আম্মানে বসবাসকারী প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গেও তিনি সাক্ষাৎ করবেন, যাঁরা ভারত—জর্ডান সম্পর্ককে মজবুত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

আম্মান সফর শেষে প্রধানমন্ত্রী আগামীকাল ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবা পৌঁছবেন। সেখানে তিনি ইথিওপিয়ার প্রধানমন্ত্রী ড. আবি আহমেদ আলি—র সঙ্গে বৈঠক করবেন। সফরকালে তিনি প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন এবং ইথিওপিয়ার সংসদের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ারও কথা রয়েছে।

সফরের শেষ পর্যায়ে বুধবার প্রধানমন্ত্রী মোদি পৌঁছবেন ওমানের মাস্কাটে। এই সফরটি ভারত—ওমান কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মাস্কাটে তিনি ওমানের সুলতানের সঙ্গে আলোচনা করবেন এবং সেখানকার ভারতীয় প্রবাসীদের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন।

লেজেন্ডের মাঝে বিশ্ব পরিভ্রমণ

কয়েক বছর আগের এক ফিল্ম ফেস্ট; একটি বিখ্যাত সিনেমা দেখানো হচ্ছে নন্দন ওয়ানের লাস্ট শোয়ে। রাত বাড়ছে তখন। ভিড়ের মধ্যে হাতাহাতি লেগে গেছে। নন্দিতা আচার্য

নন্দনের পর্দায় বিস্তীর্ণ জলাভূমি, ওড়িশার চিল্কার মতো, আবার নয়ও, এ যেন উত্তর চব্বিশ পরগনার হাড়োয়া। জলজ গাছে ভর্তি এই হাওরে এপাশ ওপাশ দেখা যায় না। মধ্যবয়সী এক পুরুষ, মুখে তার এত কাটাকুটি যে, বৃদ্ধই বলা যায়। কাঠের বিবর্ণ নৌকাটি নিয়ে জল ভেঙে এগোচ্ছে সে; হাতে লম্বা ছিপ, ছিপের মাথাটা একটু অন্যরকম। কিউবার ছবি ‘টু দ্য ওয়েস্ট জাপাটা’, পরিচালক ডেভিড বীম। ছবির মানুষটা ছিপ নিয়ে কী ভয়ঙ্কর লড়াই না করে, এক পূর্ণবয়স্ক কুমীরের সঙ্গে। এবার বোঝা গেল, জীবনযুদ্ধ তার মুখে এই কারিকুরি করেছে। কুমীর কাঁধে মানুষটি, জঙ্গলের গাছ আর পাথরের মাঝে কোনোরকম ছাউনি দিয়ে করা তার ঘরে ফিরে আসে। এ পর্যন্ত কোনও ডায়লগ নেই। চরিত্রটির নেশা ভাগ্যিস আদ্যিকালের এক রেডিও, তাই দর্শক জানতে পারে সময়কাল, পরিস্থিতি। পরে অল্প সময়ের জন্য দর্শক দেখে এবং শোনে, জঙ্গলের বাইরে তার পরিবারকে। স্ত্রীর মুখেও সেই ক্র্যাক, কিশোর সন্তানকে কোলে নিয়ে সমুদ্রের জল মাড়িয়ে সে হেঁটে যায়, ধু-ধু সমুদ্র আর আকাশ দৃশ্যটি চোখে লেগে থাকে। কুমীরের মাংস ডাল-পাতার আগুনে ঝলসে খাচ্ছে জঙ্গলবাসী মানুষ। রাত গভীর হয়ে আসার আগে তার হাতের পাতায় আশ্রয় নেয় কাঠবিড়ালি। এ ছবি দেখার সময় ইচ্ছে হয়, একদিন অন্তত এমনভাবে প্রকৃতির ভাষা শুনি।

জীবনানন্দের প্রিয় ঋতু হেমন্ত। ‘হেমন্তের ধান ওঠে ফলে/ দুই পা ছড়ায়ে বোসো এইখানে পৃথিবীর কোলে।’ শুধু কবি জীবনানন্দই নন, সিনেমাপ্রেমীরাও অধীর আগ্রহে বসে থাকে হেমন্তের পদধ্বনির জন্য আমরা ‘কান পেতে থাকি হেমন্তে’। নভেম্বরের মাঝামাঝি, এ সময়েই বরাবর শুরু হয় ‘কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব’। একমাত্র কোভিডকালে সময় একটু বদলে গিয়েছিল। এবার একত্রিশতম বছর। এখন এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেন বহু লোকজন। ফেস্টিভ্যাল এখন সর্বজনের। তারকার আলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে উৎসবের আপন আলো; মানুষ শুধু সেই আলোয় সেঁকে নেন আপন হৃদয়।

কলকাতা থেকে অনেক দূরের মানুষও এসে উপস্থিত হন এই মহা-উৎসবে। তাঁরা উচ্ছ্বসিত হয়ে দেখেন, সিনেমা এবং সিরিয়ালের প্রিয় অভিনেতারা হেঁটে বেড়াচ্ছেন ফেস্টিভ্যাল চত্বরে। কবীর সুমন এবং বহু বিখ্যাত গায়ক এসে গান গাইছেন খোলা একতারা মঞ্চে। এই সব দেখা এবং শোনার জন্য প্রয়োজন নেই কোনও ডেলিগেট বা গেস্ট কার্ডের। এবার ঋত্বিক ঘটকের জন্মশতবর্ষ। পরিচালকদের পরিচালক ঋত্বিক ঘটক, শিশির মঞ্চের পাশে গগনেন্দ্র প্রদর্শশালা সেজে উঠেছে তাঁর বিভিন্ন মুহূর্তের ছবি নিয়ে। একই সঙ্গে চলছে ঋত্বিকের ছবির ক্লিপিংস। উৎসব কমিটি শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়েছে মহাসমারোহে। এরই সঙ্গে স্মৃতিচারণ গুরু দত্ত, সলিল চৌধুরী, প্রদীপ কুমার, রিচার্ড বার্টন, রাজ খোসলাকে নিয়ে। সিনেমাপ্রেমী মানুষের জন্য এই ফেস্টিভ্যাল অন্যতম প্রিয় গর্বের উৎসব। এত বৈচিত্র্য, সারাদিন ধরে দেখেও শেষ করা যায় না। শুধু সিনেমা নয়, সাংবাদিক বৈঠক, ওপেন ফোরামে মাস্টার ক্লাস, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে বক্তব্য, সন্ধ্যায় মাঠের ওপর একতারা মঞ্চে গানের ইন্দ্রধনু। কবীর সুমন, বাবুল সুপ্রিয়, অরিন্দম গাঙ্গুলি, ইন্দ্রনীল সেন, রূপঙ্কর বাগচি, ইমন চক্রবর্তী বহু বিশিষ্ট শিল্পীর গানের সুরে মশগুল হয় ফেস্টিভ্যাল চত্বর।

নন্দন, রবীন্দ্রসদন, শিশিরমঞ্চ এবং কলকাতার বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে চলছে একের পর এক দেশি বিদেশি সিনেমা। সাতদিনের উৎসবে দু’শো পনেরোটা ছবি। বিদেশি সিনেমার সঙ্গে বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ছবি এসেছে উৎসবে। একটা দেখতে গেলে আর একটা মিস হয়ে যায়। চলচ্চিত্র উৎসবের প্রথমদিন, ধনধান্য অডিটোরিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধন করলেন এই অনুষ্ঠানের। উদ্বোধনী ছবি দর্শকের চিরকালের প্রিয় ‘সপ্তপদী’, পরিচালক অজয় কর। মুখ্যমন্ত্রী সেদিন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ‘বঙ্গবিভূষণ’ পুরস্কারে সম্মানিত করলেন।

এবার ‘থিম কান্ট্রি’ পোল্যান্ড। পোল্যান্ডের ‘ফ্রাঞ্জ’, পরিচালক আগ্নিইয়ঙ্কা হল্যান্ড। নন্দনে সেদিন দর্শকদের ভিড় চোখে

পড়ার মত। কাফকার জীবনছায়ায় বানানো এক অপূর্ব ছবি। তাঁর যে জীবন আমরা জানি, স্ক্রিন জুড়ে তারই বিস্তারিত রূপ। আজ থেকে একশো পঁচিশ বছর আগের প্রাগ। কিশোর ফ্রাঞ্জ, পরবর্তীকালে বিমা কোম্পানিতে কর্মরত তরুণ। ভালো লাগে না সেই কাজ তাঁর। হৃদয়ে অন্য আবেগ, লেখার আকাঙ্ক্ষা। সন্ন্যাসীর তপস্যা সেখানে। কিন্তু বাবা হারম্যান কাফকা তাঁর লেখার আকুলতাকে বুঝতেই চাননি, সমানে বাধা দিয়ে গিয়েছেন। ফ্রাঞ্জ নিজের জীবনের বেদনাকে, বলা যায় নিজেকেই মুক্ত করেছেন নিজের লেখায়। নিয়তি এমন, সেই সব অসামান্য লেখা, জীবিত থাকতে তাঁকে কোনও খ্যাতির স্বাদ পেতে দেয়নি। পরিচালক হল্যান্ড তুলে ধরেছেন নিঃসঙ্গ, অস্থির, গভীর এবং জটিল এক মনস্তত্ত্বের রূপ। কাফকার লেখার মতই একটার পর একটা হেঁয়ালির ঘূর্ণি, স্বস্তি দেয় না, অথচ প্রবলভাবে আঁকড়ে রাখে মন। চরিত্র ঘটনা পরিবেশ নিদারুণ জীবন্ত, আর, এক মুহূর্তও ছেড়ে যায় না দর্শকের হাত।

সারা বিশ্ব জুড়ে যুদ্ধ, হিংসা, হানাহানি, শরণার্থী মানুষের ঢল। ৩১তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের প্রথম সেমিনার এই নিয়েই ‘বিয়ন্ড বর্ডারস’। মাইগ্রেশন, ডিসপ্লেসমেন্ট অ্যান্ড ইমপ্যাক্ট। এবার উৎসবে একাধিক ছবির বিষয়বস্তু যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, শরণার্থী। জ্বলন্ত আগুনের মত কখনো ধিকিধিকি, কখনো তীব্র হয়ে দাপিয়ে বেড়িয়েছে পর্দায়।

সেই রকমই এক অপূর্ব জ্যান্ত ছবি, ‘আফ্রিকা ব্লাঙ্কা’ (মরক্কো), পরিচালক অ্যাজলারবে আলাওউব, নিদারুণ অসম লড়াই। উদ্বাস্তুর জীবন, প্রাচীন শহর। মরুভূমির রাশি রাশি বালি, সমুদ্র, জঙ্গল পেরিয়ে বাঁচার এক চূড়ান্ত উন্মাদনা। এক বয়স্কা মা হঠাৎ চোখের আড়াল হওয়া সন্তানকে আপ্রাণ খুঁজে বেড়ায় পরিত্যক্ত শরণার্থী শিবিরে। বেঁচে থাকার লড়াই, মায়ের যুবক সন্তানও কিছুর অনুসন্ধানেই গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে, মা আর বেঁচে নেই। সম্ভবত, পৃথিবীতে বাস করার একখণ্ড ভূমির সন্ধানে পালিয়ে যেতে যেতে ক্লান্ত এর মধ্যে ছেলেকে খুঁজে না পাওয়া, সমস্ত মিলিয়ে ভয়াবহ উদ্বেগ আর নিতে পারেনি। মায়ের মৃতদেহের সামনে ভেঙে পড়ে ছেলে। পরিস্থিতি তাকে বাধ্য করে নৌকায় উঠতে, তাদের জন্য নিরাপদ পৃথিবীর সন্ধানে। না হলে সহযাত্রীরাও বিপদে পড়বে। কী মর্মান্তিক! পারল না সে যেতে, কাঁদতে কাঁদতে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরে যায় পরিত্যক্ত নির্জন ভূখণ্ডটির দিকে, যেখানে নেই কোনও নিরাপত্তা। সেখানে রয়েছে শুধু তার মায়ের মৃতদেহ। এই জার্নিতেই সামান্য পরিচয় থেকে গাঢ় বন্ধুত্ব হয় যে মেয়েটির সঙ্গে, সেও সাঁতরে ফিরে আসে ছেলেটির সঙ্গে। স্নেহ মায়া প্রেমের এমন দৃশ্যের কাছে, চোখের জল আটকানো যায় না। দেখতে দেখতে কখনও কখনও শ্বাস আটকে যায় বুকের ভেতর। মন বলে, এমনও জীবন আসে!

সার্বিয়ার ছবি ‘হাউ কামস ইটস অল গ্রিন আউট হিয়ার’, পরিচালক নিকোলা লেজাইক। ছবিটি দেখতে গিয়ে অনেকেই নিজের সঙ্গে রিলেট করে ফেলবে। দেশভাগ জানে সারা ভারত, জানে বাংলার মানুষ। লক্ষ লক্ষ শরণার্থী এসেছেন এই পশ্চিমবঙ্গে, দিল্লিতে। ছড়িয়ে গিয়েছেন তাঁরা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। ত্রিপুরা, আসাম, আন্দামান ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায়। দেশ ছেড়ে আসার তীব্র বেদনা এই সিনেমায়। দেখা যায় এক যুবককে, শৈশবের ছেড়ে যাওয়া জন্মভূমি দেখতে এসেছে সে। তাদের বাড়ি, বাগানের আমন্ড গাছ, ঘরের মেঝেতে ধুলোর মধ্যে পড়ে থাকা গ্রুপ ফোটো, যাবতীয় ফেলে যাওয়া স্মৃতির কোলাজদর্শকের চোখে জল এনে দেয়। লেবাননের ছবি ‘টেলস অফ দ্য উন্ডেড ল্যান্ড’, পরিচালক আব্বাস ফাহ্‌দেল। সে এক বিস্তীর্ণ বিধ্বংসী রূপ। যে সব বাড়ি, স্থাপত্য বানাতে বছরের পর বছরের শ্রম এবং অর্থ ব্যয় হয়েছে, নিমেষে তা ধ্বংস। মনে হল বড় পর্দায় যুদ্ধের লাইভ টেলিকাস্ট দেখছি! তারই মাঝে ফুটন্ত রঙিন ফুলে ভর্তি গাছের পাশে ছোট্ট ক্যামেলিয়া। অনবরত বোমার শব্দে তার ভয়ে কান্না পায়; ধ্বংসের মাঝে ছোট্ট শিশুটির জীবনের প্রাণচঞ্চলতা। বাদামি রঙের একটি সুস্থ সতেজ ঘোড়া ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে মন্থর গতিতে ছুটছে আর চারদিকে দেখছে। হয়তো সে তার মালিককে খুঁজছে, খাবার খুঁজছে। হঠাৎ এক ইঙ্গিত বয়ে আনে তা; যেন অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষে ছেড়ে দেওয়া কোনও ঘোড়া! এত অপূর্ব সে প্রাণীটি, চোখ ফেরানো যায় না তার দিক থেকে। নিষ্পাপ প্রাণটি জানেও না, তার পায়ের ক্ষুরের তলায় বাজছে যুদ্ধ-দামামার ইঙ্গিত!

আলবেয়ার কামুর জীবনছায়ায় ফ্রান্সের ছবি, ‘দ্য স্ট্রেঞ্জার’। পরিচালক ফ্রানকয়েস ওজন। ছবিটি দেখে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকতে হয়; মনে হয়, এমন মানুষ কেন মৃত্যুর কাছে দাঁড়াতে বাধ্য হয়? জীবন কেন তাঁকে পিষে মারতে চায়! দৃশ্যগুলো বহুদিন মনে লেপটে থাকবে। সব থেকে বেশি ঘা দিল জেলখানার ভেতর বন্দী স্ট্রেঞ্জার আর তার সামনে উপস্থিত ধর্মযাজক। হয়তো কয়েক ঘণ্টা আছে তার জীবন, অথবা তা নাও হতে পারে; পুরোটাই অনিশ্চিত কোনও নীতিকথা কি এ সময়ে মনে দাগ কাটে? পরিচালক ফ্রানকয়েস এমনভাবে দৃশ্যটি তুলে ধরেছেন, যে দর্শক বেদনায় বিমূঢ় হয়ে পড়ে, আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে থাকে!

সিনেমা শেষে যখন এসে দাঁড়াই নন্দনের দোতলার ল্যান্ডিঙে, কাচের দেওয়ালের ওপারে তখন আলোর বন্যায় মানুষের ঢেউ, হাসি, আনন্দ। সুখ-দুঃখের ভেতরকার দোদুল্যমান সাঁকোটি কি সুখ এবং দুঃখের অন্তর-হৃদয়কে বোঝে! এবার আসি ফ্রান্সের ছবি ‘ড্রাকুলা এ লাভ টেল’-এ, পরিচালক লুক বেসান। আধুনিক ড্রাকুলার কর্মযোগে নিয়ে এসেছেন পনেরো শতকের নস্টালজিয়া; মুগ্ধ হয়ে দেখার মত ঐশ্বর্য্যের ঝলকানি, প্রাচীন মিথ। কবেকার এক অতৃপ্ত আত্মা, একুশ শতকে এসে খুঁজে পায় তার প্রেমিকাকে। অবিকল এক মুখ ও চেহারা। ড্রাকুলার বাসভবনে সোনার পাহাড়, ঐশ্বর্য্যের সমুদ্র। অপূর্ব এক প্রাসাদ। তার বাইরে অসামান্য একটুকরো পৃথিবী। ড্রাকুলা শুনে দেখব না ভেবেছিলাম, মিডিয়া সামলানো বান্ধবী ঠেলে পাঠালো ভাগ্যিস। তাই চোখ ভরে দেখলাম সম্পদ আর প্রকৃতির অকল্পনীয় ঐশ্বর্য। রক্তচোষা ড্রাকুলা কি একুশ শতকেও নেই? ড্রাকুলা ঘাড় কামড়ে ধরলেই সে ব্যক্তি আর এক ড্রাকুলাতে পরিণত হয়। এইভাবেই আধুনিক পৃথিবীতে ড্রাকুলারা রয়ে গিয়েছে, হয়তো তাদের বাসভবনও ঐশ্বর্যের ঘাঁটি।

জার্মানির সিনেমা ‘দ্য লাইট’, পরিচালক টমি টাইকার, ১৬২ মিনিটের দীর্ঘ একটি ছবি। সেখানের রাস্তাঘাট, বাড়ির অন্দর মহল, আশ্চর্য আকর্ষণীয় মুখের একটি কিশোর, তার মা; সব মিলিয়ে গল্প কিন্তু জমে উঠেছিল। বাড়ি ফিরতে পারবে না বলে লাস্ট শোয়ের এই দীর্ঘ সিনেমা, শেষ অব্দি দেখার ইচ্ছে থাকলেও অনেক দর্শক দেখতে পারেননি।

ইউএসএ-র সিনেমা ‘লেট ফেম’, পরিচালক কেন্ট জোন্স। স্ক্রিনের ওপর একগুচ্ছ অল্পবয়সী ফুটফুটে ছেলেমেয়ের সঙ্গে এক বয়স্ক মানুষ কাহিনী ছুটে চলেছে টগবগ করে। দৃশ্যের পর দৃশ্য, বসিয়েই রাখে দর্শককে।

ফেস্টিভ্যালের আর এক আকর্ষণ প্রেস মিট। সেখানে দেশ-বিদেশের পরিচালক এবং কলাকুশলীদের ভিড়। বছর দুয়েক আগে, ফেস্টিভ্যাল বুলেটিনে অনুরাগ কাশ্যপ আর মনোজ বাজপেয়ীর প্রেস মিটের অনুষ্ঠান কভার করার দায়িত্ব ছিল। দু’জনেই অত্যন্ত প্রিয়, ভিড় ভেঙে পড়া প্রেসকর্নারে কোনোরকমে বসে, মুগ্ধ হয়ে শুনেছিলাম তাঁদের কথা। সেখানেই একবার পরিচয় হয়েছিল ইরানের এক অত্যন্ত সুপুরুষ পরিচালকের সঙ্গে। তিনি আমাকে লাঞ্চ না খাইয়ে ছাড়বেনই না। কোনোরকমে এক কাপ কফি খেয়ে ছুটেছিলাম পরবর্তী মাস্টার ক্লাসে। আর ঠিক সেভাবেই এক মাস্টার ক্লাসে দেখা হল, সোনির এক বিখ্যাত কর্তাব্যক্তির সঙ্গে। তাঁর ষাট মিনিটের সেই স্পিচ বুঁদ হয়ে শুনেছিলাম। মনে হচ্ছিল, মাস্টার ক্লাস নয়, এ যেন আইআইএম-এর ম্যানেজমেন্টের ক্লাস। কঠিন বিষয়ও এত সহজ ও রসসিক্ত করে বলা যে যায়, সে অভিজ্ঞতা আমাকে অবাক করেছিল! একবার মনে আছে, বিখ্যাত একটি ছবি দেখতে গিয়ে দর্শকরা রবীন্দ্রসদনকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত করেছিল। আমি তো ব্যাকডোর দিয়ে ঢুকে মাটিতে বসে পড়ি, কারণ আমার অ্যাসাইনমেন্ট ছিল।

৩১তম উৎসবে চমৎকার সব শর্ট ফিল্ম ছিল। সেরা স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবির পুরস্কার জিতল, ‘নাইমা; থ্রু হার আইজ’। সেরা তথ্যচিত্র, ‘বিজয়ী যাপনের পটকথা।’ দ্য বেস্ট ফিল্ম বিভাগে সেরার পুরস্কার, গোল্ডেন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার (৫১ লক্ষ টাকা) পেল কিউবার ছবি, ডেভিড বিমের ‘টু দ্য ওয়েস্ট ইন জাপাটা।’ এটি হচ্ছে সেই সিনেমা, যার কথা দিয়ে শুরু করেছি এই প্রতিবেদনটি। ফিল্ম ক্রিটিকস অ্যাওয়ার্ডও জিতে নিল এই সিনেমা। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ইনোভেশন ইন মুভিং ইমেজেস বিভাগে, সেরা পরিচালকের হাতে গোল্ডেন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার পুরস্কার তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। শ্রীলঙ্কার পরিচালক ললিত রত্নায়কে ২১ লক্ষ টাকা অর্থমূল্যের এই পুরস্কার পেলেন, তাঁর ‘রিভারস্টোন’ ছবিটির জন্য। আঞ্চলিক ভাষার ছবিকে এবার প্রাধান্য দেওয়া হয়। হীরালাল সেন মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড পেলেন তরুণ পরিচালক, সিকিমের মেয়ে ত্রিবেণী রাই। ছবির নাম, ‘ছোরা জাস্তাই’। খাসি ভাষার ছবি, ‘দ্য এলিসিয়ান ফিল্ড’-এর জন্য সেরা পরিচালকের পুরস্কার গেল প্রদীপ কুরবার কাছে।

বেঙ্গলি প্যানোরামা বিভাগে সেরা পুরস্কার নিলেন চন্দ্রাশিস রায়, ছবির নাম ‘পড়শি’। জীবনকৃতি সম্মাননা দেওয়া হল কিফের চেয়ারম্যান গৌতম ঘোষকে।

সিনেমার কথা বলতে বলতে মনে হল, উৎসবের ভাইব্রেশন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বললাম না। আমরা যারা বছরের পর বছর ফেস্টিভ্যালের সঙ্গে জড়িয়ে আছি, পরস্পর পরস্পরকে বেশ চিনে ফেলেছি। উৎসব চলাকালীন দৌড়োদৌড়ির মধ্যে চলছে আমাদের টুকরো টুকরো আড্ডা। দু’জন ঢুকে চারজনের সিট রেখে দিচ্ছে। আমাদের সব গল্পই তখন সিনেমা নিয়ে। এ সব আড্ডা বেশি জমে ওঠে চা পানের সঙ্গে। দিনের শেষে নন্দন চত্বরের রাস্তায় রাস্তায় চেনা চা-ওলা, তাদের চারপাশে বড় বড় শূন্য কেটলি, কৌতূহলবশে এক জায়গায় গুনে দেখলাম, মোট এগারোটা! চা বিক্রেতাটি কেটলির মাঝে দাঁড়িয়ে, চারদিক ঘিরে তার ক্রেতারা। যেন চক্রব্যূহে দাঁড়িয়ে অভিমন্যু! দৃশ্যটি অদ্ভুত আকর্ষণীয়। মন বলে, আহা, যদি রঙ তুলিতে এ ছবি আঁকতে পারতাম!

প্রেস কর্নারের পাশ দিয়ে বেরিয়ে আসেন বিদেশি অতিথিরা। তাঁদের সব কিছুতেই আগ্রহ। দেশটাকে জানার কৌতূহল। এক বিদেশিনীকে দেখি ধবধবে সাদা চুলে টকটকে লাল গোলাপ গুঁজে মহা আনন্দে হেঁটে যাচ্ছেন। বড় এলোমেলো করে পরা তাঁর শাড়ির কুঁচি, উৎসবের বাতাসে মহানন্দে দুলছে। অন্যদিকে দেখি আমার এক মাস্টার ট্যালেন্ট বন্ধু, ‘আমন্ত্রণ’-এর স্পেশাল ফিসফ্রাই হাতে দৌড়চ্ছে শিশিরমঞ্চের দিকে। গতকাল একটি গেস্ট কার্ডকে কুমীরছানার গল্পের মতো বারবার দেখিয়ে, পাঁচজন বন্ধুকে সিনেমা দেখিয়েছে নন্দন ওয়ানে। প্রত্যেকবার ঢোকা এবং বেরনোর রুট অবশ্য সে বদলে নিয়েছে। হাসব না ভ্রূকুটি করব, বুঝতে পারি না। এই সব লুকোচুরির দুষ্টুমি চলতেই থাকে। আর একজন আবার তার ছবিসাঁটা ডেলিগেট কার্ডকে বয়ফ্রেন্ডের গলায় ঝুলিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছিল রবীন্দ্রসদনে। বোঝ কাণ্ড, ধরা পড়লে কী হতো, জানি না। তবে তার সেই ছেলেবন্ধু এত নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল যে, হলে ঢুকে সে হাঁটতে হাঁটতে একদম ফার্স্ট রোয়ে এসে থেমেছিল। সেটা ছিল কয়েক বছর আগের এক ফিল্ম ফেস্ট; একটি বিখ্যাত সিনেমা দেখানো হচ্ছে নন্দন ওয়ানের লাস্ট শোয়ে। রাত বাড়ছে তখন। ভিড়ের মধ্যে হাতাহাতি লেগে গেছে। কাজ থেকে সময় করে সেই সিনেমা দেখব বলে আমিও রেডি। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে দাঁড়িয়ে যাই আমি। প্রেস কর্নারের বাইরে সাঁকোয় দাঁড়িয়ে দু’কাপ চা কিনি। একটি আমার, আর একটি অনেক দিনের চেনা বাঁশিওয়ালার। কার্তিকের হালকা হিমধরা সন্ধ্যায় তার বাঁশি মোহময় হয়ে উঠছিল। সিনেমা দেখতে না পাওয়ার দুঃখ ভুলিয়ে দিচ্ছিল সেই সুর। হন্তদন্ত হয়ে আর এক সাংবাদিক বন্ধু দেখি প্রেসের দিকেই আসছে। আমায় দেখে সে বলে, চল, এখানে দাঁড়িয়ে কেন? আমি বলি, ভিড়ে ঢুকতে পারব না। আমার কথাকে গ্রাহ্যই করে না সে; ভিড় ঠেলে টেনে নিয়ে গিয়ে ফাঁকা থাকা একটি ভিআইপি সিটে বসিয়ে দেয়। নিজে বসে মেঝেতে। পরে বুঝতে পারি, আমি অপর্ণা সেনের পাশে বসেছি। সত্তর আশির দশকের হার্ট থ্রব, এখনকার জেনারেশনেরও হার্ট থ্রব অপর্ণা সেন; একটি বালিকার মত উচ্ছ্বসিত হয়ে আমার সঙ্গেও সিনেমা নিয়ে তাঁর আবেগ শেয়ার করছেন। এদিকে মাটিতে বসা বন্ধুর পাশে চাপা গলায় ঝগড়া লেগে গিয়েছে। সাইড সিটের কে নাকি ঘুমিয়ে পড়ে নাক ডাকছে, আর সেই নাক নাকি মেঝেতে বসা একটি ছেলের কানে ঢুকে গেছে। ছেলেটি বলছে, আপনার নাক এবং নাক ডাকা নিজের কাছে রাখুন না, আঙ্কল?

সবশেষে আসি নন্দনের পর্দা জুড়ে কালজয়ী ফিল্ম, সত্যজিৎ রায়ের ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’তে। আপামর দর্শকের হৃদয় তোলপাড় করে ওঠে; মন বলে, অপরূপ, অসাধারণ! প্রত্যেক বারের মত, এবারেও সাত দিনের এই সিনেমা উৎসব পরিক্রমা, আমাকে বিশ্বভ্রমণ করিয়ে ছাড়ে!

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

15-12-25.pmd 1 15-12-2025, 23:55

সোমবার এনএসএসের মহিলা কলেজের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মন্ত্রী টিংকু রায়।

ঐতিহাসিক যাত্রা, রেলপথে ১১৯টি গাড়ি সাইরাংয়ে পৌঁছাল

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর ।।এই প্রথম গুয়াহাটির কাছে চ্যাংগসারি থেকে সরাসরি ১১৯টি মারুতি গাড়ি বহনকারী ইনওয়ার্ড অটোমোবাইল রেক এসে থামলো মিজোরামের সাইরাং রেলওয়ে স্টেশনে। ঐতিহাসিক এই পদক্ষেপের ফলে আইজলে গাড়ির সহজলভ্যতা বাড়াবে, দীর্ঘ সড়ক পরিবহনের উপর নির্ভরতা কমাবে এবং মিজোরামের স্বয়ংচালিত ক্ষেত্রকে উপকৃত করবে, যার মধ্যে রয়েছেন ডিলার, পরিষেবা প্রদানকারী এবং গ্রাহকরা। এটি মিজোরাম রাজ্যের পরিকাঠামোগত ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হবে। সংযোগ সম্প্রসারণ, আঞ্চলিক উন্নয়নকে সমর্থন এবং দেশজুড়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে ভারতীয় রেলওয়ের প্রতিশ্রুতির একটি প্রতিফলন এটি।

বাইরাবি-সাইরাং রেললাইনটি মিজোরামের জন্য একটি প্রধান পরিকাঠামোগত মাইলফলক। দুর্গম ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে নির্মিত এই লাইনটি ৫১.৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ৪৫টি সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে গেছে। দেশের বাকি অংশের সাথে এই অঞ্চলের কৌশলগত সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে এই রেললাইনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই লাইনটির উদ্বোধন করেছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি আইজল (সাইরাং) এবং দিল্লি (আনন্দ বিহার টার্মিনাল)-এর মধ্যে একটি রাজধানী এক্সপ্রেস, আইজল (সাইরাং) এবং গুয়াহাটির মধ্যে মিজোরাম এক্সপ্রেস এবং আইজল (সাইরাং) ও কলকাতার মধ্যে একটি এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রার সূচনা করেছিলেন। এর মাধ্যমে মিজোরাম ভারতের জাতীয় রেল নেটওয়ার্কের সাথে সম্পূর্ণরূপে সংযুক্ত হয়েছে।

নতুন ট্রেন পরিষেবার পর মিজোরামের যাত্রীদের কাছ থেকেও অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। তিনটি ট্রেনই অধিক সংখ্যক যাত্রী নিয়ে চলাচল করছে, যেমন সাইরাং-আনন্দ বিহার টার্মিনাল রাজধানী এক্সপ্রেসের যাত্রী সংখ্যা ১৪৭ শতাংশ, সাইরাং-গুয়াহাটি মিজোরাম এক্সপ্রেসের যাত্রীসংখ্যা ১১৫ শতাংশ, তেমনি সাইরাং-কলকাতা এক্সপ্রেস ১৩৯ শতাংশ যাত্রী নিয়ে চলাচল করছে। যাত্রীরা ট্রেনগুলোকে সুবিধাজনক, সাশ্রয়ী এবং সময় সাশ্রয়ী বলে মনে করছেন।

রেল সংযোগ প্রধান শহর এবং অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলিতে ভ্রমণের সুবিধাকে উন্নত করেছে। এটি পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে শিক্ষা এবং চিকিৎসা সুবিধাগুলিতে প্রবেশাধিকারও বাড়িয়েছে।

উদ্বোধনের পরপরই বাইরাবি-সাইরাং লাইনে পণ্য পরিবহন কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ প্রথম পণ্য পরিবহনে আসাম থেকে আইজলে ২১টি সিমেন্টের ওয়াগন বহন করা হয়েছিল। তখন থেকে এই রুটে সিমেন্ট, নির্মাণ সামগ্রী, অটোমোবাইল, বালি এবং পাথরের চিপসের মতো প্রয়োজনীয় পণ্য পরিবহন করা হচ্ছে।

সাইরাং থেকে প্রথম পার্সেল চালানটিও ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে বুক করা হয়েছিল, যখন পার্সেল ভ্যানের মাধ্যমে (সাইরাং—আনন্দ বিহার টার্মিনাল রাজধানী এক্সপ্রেস) অ্যাম্থুরিয়াম ফুল আনন্দ বিহার টার্মিনালে পরিবহন করা হয়। ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে মোট ১৭টি রেক পরিচালনা করা হয়েছে। এই অগ্রগতিগুলো প্রমাণ করে যে এই লাইনটি একটি নির্ভরযোগ্য লজিস্টিক করিডোর হয়ে উঠছে, যা পরিবহনের খরচ কমাচ্ছে এবং মিজোরামের অর্থনৈতিক ও পরিকাঠামোগত বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।

রামমন্দির আন্দোলনের অন্যতম মুখ প্রাক্তন সাংসদ ডা. রাম বিলাস দাস বেদান্তির প্রয়াণ, অযোধ্যায় শোকের ছায়া

রেওয়া, ১৫ ডিসেম্বর: রামমন্দির আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুখ, প্রাক্তন সাংসদ ডা. রাম বিলাস দাস বেদান্তি প্রয়াত হয়েছেন। মধ্যপ্রদেশের রেওয়া জেলার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি রেওয়ারই বাসিন্দা ছিলেন।

ডা. বেদান্তির প্রয়াণের খবরে অযোধ্যায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। রাম জন্মভূমি আন্দোলনের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত থাকার কারণে অযোধ্যায় তিনি অত্যন্ত পরিচিত ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর মরদেহ অযোধ্যায় নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেখানেই শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।এদিকে তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত এক শোকবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, ডা. রামবিলাস বেদান্তির প্রয়াণ আধ্যাত্মিক জগৎ ও সনাতন সংস্কৃতির জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। তিনি প্রয়াত আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

বাংলাদেশ ইস্যুতে অন্তর্বর্তী সরকারের অভিযোগ নাকচ ভারতের

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের তরফে প্রকাশিত এক প্রেস নোটে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারতে থেকে তাঁর সমর্থকদের উদ্দেশে উসকানিমূলক বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছেএমন অভিযোগকে স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে ভারত। শনিবার এক বিবৃতিতে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক (এমইএ) জানায়, বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অবাধ, সুষ্ঠু, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে ভারত তার অবস্থান ধারাবাহিকভাবে পুনর্ব্যক্ত করে এসেছে।

P'NIET No. 223-233/ EE/ DWS/BLG/2025-26 dated 8/12/2025

The Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh Sepahijala District, Tripura on behalf of the "Governor of Tripura" invites online percentage rate e-tender in single bid system from eligible bidders up to 15.00 hrs. 17/12/2025 for (1).Repairing & mtc. of existing CI, DI & UPVC pipe line leakages, block washing, sluice valve chamber etc. in/ c some other allied works under Bishalgarh & Charilam RD Block and BMC area (2). Repairing & rewinding of different capacity damaged/burnt submersible motor of different DTW schemes under Charilam Block For details please visit https://tripuratenders .gov.in or contact with at the O/O the Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh for clarifications. if any.
ICA/C-3462/25

Executive Engineer DWS Division, Bishalgarh

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO- e-PT-28/EE/RDUD/G/2025-26 DATED-11/12/2025 On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, R.D Udaipur Division, Udaipur,Gomati District invites percentage rate e-tender from the eligible Bidders up to 15.00 Hrs on 22/12/2025 for the following work-
1. Repair / restoration of AWC at locations like Gitanjali AWC under UMC ward no- 21, Agiya Chala AWC under UMC ward no- 23, Vivekanda AWC under UMC ward no- 21 ,Daspara AWC under UMC ward no- 10, Rajarbag Taran Para AWC under UMC ward no- 14, Rajarbag North Para AWC under UMC ward no- 18, Rajarbag North Para AWC under UMC ward no- 15,,Raharan Smiriti AWC under UMC ward no- 20, Udaipur, Gomati Tripura.
2. Repair / Restoration of 07 nos AWC at different Locations (Das para AWC, Sonamura No2 AWC, Nabajagaran AWC, Surja Sen Smriti AWC, Town Sonamura AWC, Harish Ch AWC, Rabindrapally AWC) under Udaipur Municipal Council (UMC) area Udaipur, Gomati District...
3. Maintenance of ADM PP Quarter, Gomati District, Udaipur.
For details visit website https://tripuratenders.gov.in corrigendum will be available in the website only.
ICA/C- 3457/25

Executive Engineer R.D Udaipur Division Gomati District,Tripura.

TENDER NOTICE

The undersigned on behalf of the Governor of Tripura invites tenders in sealed covers from the contractors for Construction of attached toilet of O/C's chamber at Sundar Tilla OP and Maintenance of 3(three) nos lavatory block of East Women PS by providing tiles works, European type W.C pan, pipe lines and painting of inner portion etc. under SP (West).
The tenders/quotations will be received in the office of the undersigned on 29-12-2025 from 1100 hrs to 1600 hrs. The tenders/quotation will be opened on the same day at 1700 hrs in presence of the representative of quotationers willing to be present at that time, if possible. Details of the NIT of the work and terms and conditions regarding tender are available in the office of the undersigned for inspection on any working day during the office hours.
ICA/C/ 3451/25

Superintendent of Police (west) Tripura, Agartala

PNIeT-08/E.E/Div.-IV/AMC/25-26 DATE: 05/12/2025

Online single bid percentage rate e tender are invited for the following works :-

SL NO	NAME OF THE WORK ID	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T No: 13/DIV-IV/AMC/25-26 TenderID-2025_SAMC_68038_1	Rs.25,34,010/-	Rs.50,601/-	90 (ninety) Days	18/12/2025 15.00 Hour	18/12/2025 16.00 Hours (If possible)	https://tripuratenders.gov.in	Enlisted Contractor/Appropriated Class

Other necessary details information can be seen in the Division Office of the Executive Engineer, P.W.Div-IV, AMC at city Centre 4th floor in the office hour.
NB: This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-procurement website, by the eligible bidders.

Sd/- Illegible
Executive Engineer
P. W. Division No-IV.
Agartala Municipal Corporation

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION,
AGARTALA : TRIPURA
Notice Inviting e-Tender

PNIe-T- No: 14/EE/DIV-I/AMC/2025-26 **Dated:- 09/12/2025**

The Executive Engineer, Division No-I, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:-

Sl No.	DNIET No	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	D.N.I.E.T No. 35/EE/DIV-I/AMC/2025-26	Rs. 10,64,586/-	Rs. 21,292/-	60 (Sixty) days
2	D.N.I.E.T No. 36/EE/DIV-I/AMC/2025-26	Rs. 49,15,692/-	Rs. 98,314/-	90 (Ninety) days
3	D.N.I.E.T No. 37/EE/DIV-I/AMC/2025-26	Rs. 23,32,510/-	Rs. 46,650/-	90 (Ninety) days

1. Last date and time for document downloading/bidding: **18-12-2025 at 14.00 Hrs / 15.00 Hrs**
2. Time and date of opening of bid: **18-12-2025 at 16.00 Hrs (if possible)**
3. Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov**

Sd/- (Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer,
PW Division- I,
Agartala Municipal Corporation.

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION,
AGARTALA

PNIe-T-No: 12/Div-II/AMC/2025-26 **Dated: 12-12-25**

Sl. No.	D.N.I.e-T No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	DNIeT No. 69/Div-II/AMC/2025-26	Rs.48,03,302.00	Rs.96,066.00	180 days
2	DNIeT No. 70/Div-II/AMC/2025-26	Rs.22,69,617.00	Rs.45,392.00	120 days

Last date and time for document downloading/bidding: **23-12-2025 at 14.00 Hrs /15.00 Hrs.**
Other necessary details information can be seen in the office hours of the undersigned.
Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Sd/- Illegible
Executive Engineer,
Division No-II,
Agartala Municipal Corporation

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION,
AGARTALA : TRIPURA
Notice Inviting e-Tender

PNIe-T- No: 30/EE/DIV-III/ AMC/2025-26, **Dated: 11-12-2025.**

The Executive Engineer, PW DIV-III, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC, invites online Percentage rate bids, on open bidding format for following work (s): -

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	Last time and date of submission	TIME AND DATE OF OPENING OF BID, IF POSSIBLE
1	Construction of RCC retaining wall starting from the H.O Bapan Saha to H.O Mithun Saha near Bharat Mata Club under ward No 44 AMC. DNIeT:81/EE/Div-III/AMC/2025-26	Rs.8,95,240.00	Rs.17,905.00	90 days	24-12-2025 at 15.00hrs	26-12-2025 at 15.00hrs
2	Construction of pucca drain with slab and paver block road near H.O Rabindra Chakraborty ,under ward No.33,AMC. DNIeT:82/EE/Div-III/AMC/2025-26	Rs.3,85,430.00	Rs.7,709.00	90 days		26-12-2025 at 15.00hrs
3	Construction of C.C road from the H.O Nihar Debnath to H.O Kajal Das at Majumder para under ward NO 42 AMC. DNIeT:83/EE/Div-III/AMC/2025-26	Rs.8,65,917.00	Rs.17,318.00	90 days		26-12-2025 at 15.00hrs
4	Construction of C.C road from theH.O Manik Dey to Aloy Dey of Subhash Nagar Kalitilla,under ward No.42,AMC. DNIeT:84/EE/Div-III/AMC/2025-26	Rs.12,54,127.00	Rs.25,083.00	90 days		26-12-2025 at 15.00hrs
5	Construction of C.C road from the H.O Basudeb Sadhutilla,under ward No.42,AMC DNIeT:85/EE/Div-III/AMC/2025-26	Rs.6,05,604.00	Rs.12,112.00	90 days		26-12-2025 at 15.00hrs
6	Construction of drainage system from the H.O Makhan Das to Nani Debnath at Subhashnagar,under ward No.42,AMC. DNIeT:86/EE/Div-III/AMC/2025-26	Rs.8,95,161.00	Rs.17,903.00	90 days		26-12-2025 at 15.00hrs
7	Construction of C.C road from the H.O Bhulan Basak to H.O Manik Debnath at Chandra Mohan Colony,under ward No.42,AMC DNIeT:87/EE/Div-III/AMC/2025-26	Rs.11,68,128.00	Rs.23,363.00	90 days		26-12-2025 at 15.00hrs
8	Construction of boundary fencing of ward office 39 by hard drawn fencing frain gate etc under ward NO 39 AMC.(2nd call) DNIeT:62/EE/Div-III/AMC/2025-26	Rs.19,02,624.00	Rs.38,052.00	90 days	16-12-2025 at 15.00hrs	17-12-2025 at 15.00hrs
9	Construction of paver block road at data palli Malaynagar under ward No 51 AMc.(2nd call) DNIeT:58/EE/Div-III/AMC/2025-26	Rs.27,54,337.00	Rs.55,087.00	90 days	26-12-2025 at 15.00hrs	17-12-2025 at 15.00hrs
10	Construction of public toilet at Roy colony baishnab tilla under ward No 49 AMc. (2nd Call) DNIeT:80/EE/Div-III/AMC/2025-26	4,02,540.00	28,051.00	90 days	16-12-2025 at 15.00hrs	17-12-2025 at 15.00hrs

সোমবার আগরতলায় উমাকান্ত একাডেমীর ১৬৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে এক র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে প্রতীকী প্রতিবাদ, রাজাকারদের বিরুদ্ধে ঘৃণার প্রকাশ

ঢাকা, ১৫ ডিসেম্বর : শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে ১৪ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) একাধিক প্রতীকী প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছেন শিক্ষার্থীরা। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগীদের ভূমিকার নিন্দা জানাতেই এই কর্মসূচি নেওয়া হয়।

দুপুর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ক্যাফেটেরিয়ার সামনে অবস্থিত 'রাজাকার হাট পিলার'-এ জুতা নিক্ষেপ করেন শিক্ষার্থীরা। একই স্থানে 'সাইলেন্ট হেট্রেড' শীর্ষক একটি স্বাক্ষর বোর্ড স্থাপন করা হয়, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা শহীদ বুদ্ধিজীবী হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও ঘৃণার বার্তা লেখেন। পাশাপাশি ১৯৭১ সালের গণহত্যায় দোষী সাব্যস্ত যুদ্ধাপরাধী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ছবি প্রদর্শন করা হয়।

কর্মসূচির অন্যতম আয়োজক, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী আরাফাত চৌধুরী বলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন যুদ্ধের শেষ দিনগুলোর বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের নির্মম ইতিহাস ভুলে না যায়, সেটাই এই প্রতিবাদের মূল উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, ''যাঁরা আমাদের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে, তাঁদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ এবং জাতিকে সেই অন্ধকার অধ্যায়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেই এই কর্মসূচি।''

এ ছাড়াও পৃথক কর্মসূচিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের প্রবেশপথে প্রতীকী পাকিস্তানি পতাকা পায়ে মাড়িয়ে প্রতিবাদ জানান শিক্ষার্থীরা। পতাকাগুলোর ওপর লেখা ছিল''রাজাকারদের সঙ্গে কোনো আপস নয়।'' আন্দোলনকারীরা জানান, এই কর্মসূচির মাধ্যমে তাঁরা শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো এবং সহযোগীদের আদর্শ প্রত্যাখ্যানের বার্তা দিতে চান।

এদিকে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে সারা দেশে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়। রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ও প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনুসসহ রাষ্ট্রের শীর্ষ নেতারা মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

শীতেও তুলতুলে হবে পায়ের চামড়া

বয়স এবং নির্দিষ্ট কিছু চিকিৎসার কারণেও ত্বক শুষ্ক হতে পারে। আপনার শুষ্ক, ফাটা পায়ের কারণ হতে পারে একজিমা, যা সাধারণত বংশগত। যদিও হাত ও পা একজিমার সবচেয়ে সাধারণ স্থান নয়, তবে এখানেও এটি হতে পারে। শুষ্ক গোড়ালির অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে রয়েছে ডায়াবেটিস, সোরিয়াসিস, হাইপোথাইরয়েডিজম, জোগ্রেন'স সিনড্রোম এবং অ্যাথলেটস ফুট-এর মতো সংক্রমণ।

ফাটা গোড়ালি, যা হিল ফিশার নামেও পরিচিত, একটি সাধারণ এবং অস্বস্তিকর পায়ের সমস্যা যা যে কারোরই হতে পারে। শুষ্ক হয়ে যাওয়া চামড়ার কারণে গোড়ালিতে ফাটল সৃষ্টি হয় এবং গোড়ালির কিনারায় কড়াও তৈরি হতে পারে। এটি কেবল দেখতেই খারাপ লাগে না, বরং এর থেকে সংক্রমণও হতে পারে।

যদি ফাটা গোড়ালি আপনাকে সমস্যায় ফেলে থাকে, তবে ব্যানার — ইউনিভার্সিটি মেডিসিনের ত্বক বিশেষজ্ঞ ড. রেবেকা থাইড আপনার পা নিরাময় ও এই সমস্যা যাতে পুনরায় না হওয়ায় থেকে রক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দিয়েছেন।

শুষ্ক ও ফাটা গোড়ালির কারণ কী? শীতকালে এবং শুষ্ক জলবায়ুতে ফাটা গোড়ালির সমস্যা সাধারণত বাড়ে, তবে এর বেশ কয়েকটি ভিন্ন কারণ রয়েছে — যার মধ্যে কিছু জেনেটিক এবং লাইফস্টাইল যদি ঠিক না হয়, সেক্ষেত্রেও সমস্যা বাড়তে পারে। ড. থাইড বলেন, "আমরা সাধারণত 'কেরাটোডার্মা ব্লাইম্যাকটেরিকাম' (হ্যাক্সথাউসেন'স রোগ) নামক একটি অবস্থায় ফাটা গোড়ালি দেখতে পাই। এক্ষেত্রে যাঁরা প্রায়শই পিছন খোলা জুতো (যেমন স্যান্ডেল ও ফ্লিপ-ফ্লপ) পরেন, তাঁদের গোড়ালির চাপযুক্ত অংশে চামড়া পুরু হয়ে যায় এবং ফাটল দেখা দেয়।" বয়স এবং নির্দিষ্ট কিছু চিকিৎসার কারণেও ত্বক শুষ্ক হতে পারে। আপনার শুষ্ক, ফাটা পায়ের কারণ হতে পারে একজিমা, যা সাধারণত বংশগত। যদিও হাত ও

পা একজিমার সবচেয়ে সাধারণ স্থান নয়, তবে এখানেও এটি হতে পারে। শুষ্ক গোড়ালির অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে রয়েছে ডায়াবেটিস, সোরিয়াসিস, হাইপোথাইরয়েডিজম, জোগ্রেন'স সিনড্রোম এবং অ্যাথলেট'স ফুট-এর মতো সংক্রমণ।

এছাড়াও, খালি পায়ে শক্ত মেঝেতে হাঁটাচলাও শুষ্ক, ফাটা গোড়ালির কারণ হতে পারে।

ঘরে বসে ফাটা গোড়ালির চিকিৎসা কীভাবে করবেন? ফাটা গোড়ালির বিরুদ্ধে লড়াই করতে, ড. থাইড নিম্নলিখিত পরামর্শগুলি দিয়েছেন: ১. পুরু ক্রিম বা মলম (লোশন নয়) দিয়ে ময়েশ্চারাইজ করুন শক্ত হয়ে যাওয়া গোড়ালির জন্য, দিনে কয়েকবার ময়শ্চারাইজিং করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে রাতে একটি পুরু স্তর লাগানো এবং শোষণে ও গভীরে প্রবেশে সহায়তার জন্য তারপর সুতির মোজা পরে নেওয়া অন্তর্ভুক্ত।

ল্যানোলিন, পেট্রোলিয়াম জেলি, গ্লিসারিন এবং সিরামাইডযুক্ত পণ্যগুলি ব্যবহারের জন্য ভালো। যদি আপনার কন্টাক্ট অ্যালার্জি হওয়ার প্রবণতা থাকে, তবে ল্যানোলিন এড়িয়ে চলুন। ড. থাইড বলেন, "কিছু ওভার- দ্য-কাউন্টার পণ্য রয়েছে যা চিকিৎসার জন্য আরও ভালো, কারণ সেগুলিতে এমন উপাদান থাকে যা গোড়ালিতে জমে থাকা পুরু আঁশ সরাতেও সাহায্য করতে পারে। ইউরিয়া, স্যালিসিলিক অ্যাসিড এবং আলফা-হাইড্রক্সি অ্যাসিডযুক্ত পণ্যগুলি দেখুন।" ২. পা ভেজান ও স্ক্রাব করুন সপ্তাহে একবার ১০ থেকে ১৫ মিনিটের জন্য হালকা গরম জলে পা ভিজিয়ে রাখার জন্য সময় বরাদ্দ করুন। এতে কয়েক ফোঁটা আপনার প্রিয় এসেনশিয়াল অয়েল বা ডঃ টিলস পিওর এপসম সল্ট-এর মতো রেডিমেড ফুট সোক যোগ করতে পারেন। পা ভেজালে আপনার ত্বক আর্দ হবে এবং পিউমিস স্টোনকে তার কাজ করতে সুবিধা হবে। পা ভেজানোর পরে, আপনি আলতো করে পিউমিস স্টোন দিয়ে মরা ত্বক এক্সফোলিয়েট করে বা ঘষে তুলে ফেলতে (বা সরাতে) পারেন। ড. থাইড সতর্ক করেন, "কড়া বা ক্যালাস শেভিং বা পিলিং করা এড়িয়ে চলুন, কারণ এতে সংক্রমণ এবং সেলুলাইটিস হতে পারে, বিশেষ করে ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের জন্য। অতিরিক্ত টিস্যু কেটে ফেলা এবং রক্তপাতের ঝুঁকি থাকে।" ৩. সঠিক জুতো কিনুন ফাটা গোড়ালি এবং অন্যান্য পায়ের সমস্যা প্রতিরোধ করার জন্য জুতো ও ফুটওয়্যার একটি ভালো শুরু করার জায়গা। এমন জুতো খুঁজুন যা আরামদায়ক এবং গোড়ালির জন্য অতিরিক্ত সাপোর্ট দেয়। পিছন খোলা জুতো, হাই হিল, টাইট জুতো, থং বা চটি স্যান্ডেল এড়িয়ে চলুন ৪. লিকুইড ব্যান্ডেজ ব্যবহার করুন ক্ষত সীল করতে এবং সংক্রমণ বা আরও ফাটল রোধ করতে ফাটা অংশে লিকুইড ব্যান্ডেজ ব্যবহার করা যেতে পারে। আপনি ওষুধের দোকান বা অনলাইনে এই পণ্যটি পেতে পারেন। পরিষ্কার, শুষ্ক ত্বকে এটি প্রয়োগ করুন। কিছু লোক ত্বকের ফাটল বন্ধ করতে সুপার গ্লু ব্যবহার করেন, তবে এই পদ্ধতি চেষ্টা করার আগে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে কথা বলা উচিত। কিছু বাণিজ্যিক সুপারগ্লু ব্র্যান্ড ভেদে বিষাক্ত হতে পারে। ৫. চিকিৎসার সাহায্য নিন যদি আপনি বাড়িতে চিকিৎসার মাধ্যমে স্বস্তি না পান, তবে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী, একজন ত্বক বিশেষজ্ঞ বা একজন পোডিয়াট্রিস্টের (পায়ের চিকিৎসক) সাথে কথা বলুন। আর যদি ফাটা গোড়ালি কোনো চিকিৎসার কারণে হয়, তবে নিজে নিজে চিকিৎসা করার চেষ্টা করবেন না। গুরুতর ক্ষেত্রে, আপনার পরিস্থিতির জন্য সেরা চিকিৎসা নিশ্চিত করতে একজন চিকিৎসা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত। ফাটা গোড়ালি কীভাবে প্রতিরোধ করবেন? আপনার জুতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ড. থাইড বলেন, "বন্ধ- আঙুল-বিশিষ্ট জুতো পরুন এবং খালি পায়ে হাঁটা এড়িয়ে চলুন। আপনার গোড়ালি ও পায়ের সুরক্ষার জন্য ইনসোল বা হিল প্যাড পরুন।" ফাটা গোড়ালি প্রতিরোধের অন্যান্য উপায়গুলি হলো: নিয়মিতভাবে আপনার পা ও গোড়ালি মলম এবং ক্রিম (লোশন নয়) দিয়ে ময়েশ্চারাইজ করুন। শক্ত মেঝেতে দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকা এড়িয়ে চলুন।

জলযুক্ত থাকার জন্য প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন।

প্রতিদিন আপনার পা পরীক্ষা করুন, বিশেষ করে যদি আপনার ডায়াবেটিস বা শুষ্ক ত্বকের সৃষ্টিকারী অন্য কোনো সমস্যা থাকে। ডাক্তারের এই পরামর্শগুলি অনুসরণ করে আপনি আপনার ফাটা গোড়ালির চিকিৎসা ও প্রতিরোধ করতে পারেন এবং আপনার পা সুস্থ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় রাখতে পারেন। আপনার কি এই টিপসগুলির মধ্যে কোনো একটি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে চান, নাকি চিকিৎসার কোনও নির্দিষ্ট দিক নিয়ে প্রশ্ন আছে?

সজনে পাতার গুণে দ্রুত কমবে ওজন

সজনে গাছের ফুল, ডাঁটা থেকে শুরু করে পাতাও স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। আপনি যদি ওজন কমাতে চান এবং সাপ্লিমেন্টের খোঁজে থাকেন, তাহলে এই সজনে পাতা আপনার সমস্যাকে সহজ করে দিতে পারে। এমনকি ওজনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য করে এই পাতা।

বছরের বেশিরভাগ সময়ই পাওয়া যায় সজনে ডাঁটা। কিন্তু এই শীতের মরশুমে না ভাল সজনে ডাঁটা পাবেন, না সজনে ফুল। ফুল বা ডাঁটা না পেলেও আপনাকে ইমিউনিটি বৃদ্ধির জন্য বিকল্প উপায় খুঁজে নিতে হবে। শীতকালে রোগের হাত থেকে বাঁচতে আপনি সজনে পাতার উপর ভরসা রাখতে পারেন।

সজনে গাছের ফুল, ডাঁটা থেকে শুরু করে পাতাও স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। আপনি যদি ওজন কমাতে চান এবং সাপ্লিমেন্টের খোঁজে থাকেন, তাহলে এই সজনে পাতা আপনার সমস্যাকে সহজ করে দিতে পারে। এমনকি

ওজনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য করে এই পাতা। ওজন কমানো ছাড়াও এই শীতে সজনে পাতা খেলে একাধিক উপকারিতা মিলবে।

পুষ্টির ভাণ্ডার: সজনে পাতা পুষ্টিতে ভরপুর। এতে ভিটামিন এ, সি এবং ই, ক্যালশিয়াম, পটাশিয়াম ও আয়রন রয়েছে। এছাড়া প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড রয়েছে সজনে পাতায়।

ওজন কমায়: বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছে, সজনে পাতা মেটাবলিক রেট বাড়ায়, যা ওজনকে বশে রাখার জন্য জরুরি। মেটাবলিক রেট বেশি হলে শরীর ক্যালোরি পোড়াতে সক্ষম হয়। এছাড়া সজনে পাতায় ফাইবার রয়েছে, যা দীর্ঘক্ষণ পেটকে ভর্তি রাখে এবং অতিরিক্ত খাওয়া থেকে আপনাকে দূরে রাখে। আপনার হজমের প্রক্রিয়া ভাল থাকলে ওজন কমানো সহজ হয় এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্য উন্নত হয়।

সুগারকে বশে রাখে: আজকাল ডায়াবেটিসের সমস্যা ঘরে-ঘরে। সজনে পাতা ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য দারুণ উপকারী। এই পাতা ইনসুলিন সংবেদনশীলতা উন্নত করে এবং রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। রক্তে শর্করার মাত্রা বশে থাকলে আপনার ওজনও বাড়বে না। কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়: ডায়াবেটিসের পাশাপাশি কোলেস্টেরলেও ভুগছে বাঙালির একাংশ। রান্নায় তেল ব্যবহারের পরিমাণ কমালেই কোলেস্টেরল বশে আসবে না। তার সঙ্গে সজনে পাতা খেতে হবে। সজনে পাতা রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। এতে ওজন কমে। পাশাপাশি হৃদরোগের ঝুঁকি কমে। যে উপায়ে সজনে পাতা খাবেন- অল্প তেলে সজনে পাতা ভেজে ভাত দিয়ে খেতে পারেন। এতে স্বাদের জন্য গোটা সর্ষে, কাঁচা লঙ্কা ও নারকেল কোড়া ফোড়ন দিতে পারেন। এছাড়াও সজনে পাতা শুকিয়ে গুঁড়ো করে নিন। প্রতিদিন সকালে ঈষদুষ্ণ জলে এক চামচ সজনে পাতার গুঁড়ো মিশিয়ে পান করুন।

বেশিক্ষণ ব্যায়াম করে বিপদ ডাকছেন না তো?

ব্যস্ত দিনে মাত্র ২৫ মিনিটের ফোকাসড, উচ্চমাত্রার ব্যায়ামও মানসিক চাপ কমাতে দারুণ কাজ করে। মূল কথা হলো ধারাবাহিকতা বজায় রাখাটা জরুরি। হাঁটা, সাইকেল চালানো, যোগব্যায়াম, বা স্ট্রেন্থ ট্রেনিং যে কোনও একটি রুটিন প্রতিদিন বজায় রাখলেই সুফল পাওয়া সম্ভব।

শরীর সুস্থ সবল রাখতে ব্যায়াম অপরিহার্য। ব্যয়াম করলে যেমন শরীর ভাল থাকে তেমনই, অতিরিক্ত ব্যায়াম করলে তাও ভাল নয়। শরীরে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। প্রতিদিন কতক্ষণ ব্যায়াম করা উচিত? ২৫ মিনিট, ৪৫ মিনিট, নাকি ৬০ মিনিট? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটা নির্ভর করে আপনার স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং ব্যায়ামের ধরন অনুযায়ী।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সুপারিশ করেছে, সপ্তাহে অন্তত ১৫০ মিনিট মাঝারি মাত্রার শারীরিক কার্যকলাপ অথবা প্রতিদিন প্রায় ২৫-৩০ মিনিটের উচ্চমাত্রার ব্যায়াম সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে যথেষ্ট।

বিশেষজ্ঞদের মতে একজন সুস্থ মানুষের জন্য প্রতিদিন ৩০-৪৫ মিনিটের মাঝারি ব্যায়াম যথেষ্ট। এটি হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে এবং সামগ্রিক ফিটনেস বাড়াতে সাহায্য করে। ওজন কমানো বা স্ট্যামিনা বাড়ানোর লক্ষ্য থাকলে, ব্যায়ামের সময় ৬০ মিনিট পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। ব্যস্ত দিনে মাত্র ২৫ মিনিটের ফোকাসড, উচ্চমাত্রার ব্যায়ামও মানসিক চাপ কমাতে দারুণ কাজ করে। মূল কথা হলো ধারাবাহিকতা বজায় রাখাটা জরুরি। হাঁটা, সাইকেল চালানো, যোগব্যায়াম, বা স্ট্রেন্থ ট্রেনিং যে কোনও একটি রুটিন প্রতিদিন বজায় রাখলেই সুফল পাওয়া সম্ভব। কার্ডিও ও স্ট্রেন্থ ট্রেনিং একত্রে করলে আরও ভালো ফল

পাওয়া যায়। সপ্তাহে দু'বার ৬০ মিনিটের কম্বাইন সেশন শরীরের সামগ্রিক ফিটনেস উন্নত করে।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, আলাদা দিন নির্ধারণ করে আলাদা আলাদা ব্যায়াম করা উচিত। যেমন একদিন কার্ডিও, একদিন স্ট্রেন্থ ট্রেনিং এবং মাঝে একটি বিশ্রামের দিন রাখা উচিত। বিশ্রামের মাধ্যমে শরীর আবার গঠন হয় এবং ইনজুরি কমে। যাঁদের হৃদরোগ, ডায়াবেটিসের মতো স্বাস্থ্য সমস্যা রয়েছে, তাঁদের অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ব্যায়ামের পরিকল্পনা করা উচিত। ব্যায়াম শুরুর আগে ছোট ছোট সেশন দিয়ে শুরু করা এবং দেহের ইঙ্গিত শোনা জরুরি। ২৫, ৪৫ বা ৬০ মিনিট যাই হোক না কেন, মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত নিয়মিত থাকা। যে কোনও ধরনের নড়াচড়া স্থির থাকার চেয়ে অনেক ভাল। সুস্থ জীবনের জন্য সক্রিয় থাকাই সবচেয়ে বড় চাবিকাঠি।

বড়দিনের জন্য বাড়িতেই বানিয়ে নিন হেলদি চকোলেট

বেশি চকোলেট খাওয়া একদম ঠিক নয়। সে বাচ্চা হোক বা বুড়ো। অল্প বয়সে বেশি চকোলেট খেলে, অচিরেই খারাপ হয়ে যায় দাঁত। আবার ডায়াবেটিসের রোগ থাকলে তাঁদের তো মিষ্টি খাওয়া একেবারেই উচিত নয়। সে যতই ডার্ক চকোলেট হোক না কেন।

৮ থেকে ৮০, যে হোন না কেন, চকোলেট দেখলেই মন যেন ভাল হয়ে যায়। আর সামনেই আসছে বড়দিনের উৎসব। মানেই কেক-চকোলেটের বাহার। এদিকে বেশি চকোলেট খাওয়া একদম ঠিক নয়। সে বাচ্চা হোক বা বুড়ো। অল্প বয়সে বেশি চকোলেট খেলে, অচিরেই খারাপ হয়ে যায় দাঁত। আবার ডায়াবেটিসের রোগ থাকলে তাঁদের তো মিষ্টি খাওয়া একেবারেই উচিত নয়। সে যতই ডার্ক চকোলেট হোক না কেন। তবে যদি বলি চকোলেট রোজ খেলেও কিচ্ছু হবে না? তার জন্য বাজার চকোলেট ভুলে বাড়িতেই বানিয়ে নিতে হবে 'হোমমেড স্পেশাল হেলদি চকোলেট'। রইল সেই রেসিপি।

প্রণালী --- প্রথমে একটি প্যানে কাজুবাদাম, কাঠবাদাম এবং পেস্তা সহ শুকনো ফল সব নিয়ে নিন। সেগুলি ভালভাবে ভেজে নিন। যাতে ফলের কাঁচা ভাব দূর হয়।

এবার শুকনো ফল ঠান্ডা হলে পিষে নিন। এবার পিটানো খেজুরগুলো ভাল করে পিষে নিন। তারপর একটি চকোলেট ছাঁচ নিন। তাতে শুকনো ফলের মিশ্রণটি যোগ করুন। ফ্রিজে সেট করতে দিন।

এবার ডার্ক চকলেট ভাল করে ফুটিয়ে নিন। রেফ্রিজারেটরে সেট করা চকলেট এই গলা চকলেটের মধ্যে ডুবিয়ে আবার ফ্রিজে সেট হতে দিন। ব্যস একদিন রেখে দিলেই তৈরি হোমমেড স্পেশাল হেলদি চকোলেট।

কালো না সবুজ ক্যানসার প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ায় কোন আঙুর

চিকিৎসকরা বলেন, কালো আঙুরে এই পরিমাণটা আরও বেশি। এছাড়াও, আঙুরে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, ভিটামিন কে, সি, বি ১, বি ৬, পটাশিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজ। সবুজ আঙুরের তুলনায় কালো আঙুরে পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালশিয়াম এবং ভিটামিন সি বেশি থাকে। বেশিরভাগ মানুষ কালো আঙুরের তুলনায় সবুজ আঙুর বেশি খেয়ে থাকেন, তবে অনেকেই জানেন না, সবুজ আঙুরের থেকেও কালো আঙুরের মধ্যে রয়েছে বেশিমাত্রায় পুষ্টিগুণ। তাই সবুজ আঙুর ছেড়ে, মাঝে মধ্যেই কালো আঙুর খাওয়া যেতে পারে। এমনিতেই আঙুরের মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট, খনিজ ও ভিটামিট। চিকিৎসকরা বলেন, কালো আঙুরে এই পরিমাণটা আরও বেশি। এছাড়াও, আঙুরে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, ভিটামিন কে, সি, বি ১, বি ৬, পটাশিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজ। সবুজ আঙুরের তুলনায় কালো আঙুরে পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালশিয়াম এবং ভিটামিন সি বেশি থাকে। সবুজ আঙুর বেশি প্রচলিত হলেও কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু কালো আঙুর বেশি উপকারী। বুদ্ধির বিকাশে সাহায্য করে এই ধরনের আঙুর। অ্যালঝাইমার্সের রোগীদের কালো আঙুর খাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। তাছাড়া,কালো আঙুরকে কিছু ক্ষেত্রে ডায়াবেটিক রোগীদের ডায়েট প্ল্যানেও তিনি রাখেন। কালো আঙুরে থাকা রেসভেরাট্রল ইনসুলিন রক্তে শর্করার মাত্রা কমাতে পারে। ইনসুলিনের পরিমাণ বাড়িয়ে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে ব্লাড সুগার। কালো আঙুর রক্তে নাইট্রিক অক্সাইডের মাত্রা বৃদ্ধি করে যা রক্তনালির প্রতিবন্ধকতা দূর করে। ফলে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা কমে। হৃদরোগের পাশাপাশি ক্যানসার প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ায় এই আঙুর। ফ্যাট মেটাবলিজম বাড়িয়ে শরীরে কোলেস্টেরল কমায়। হাড়ের গঠনে, হাড় শক্ত রাখতেও কালো আঙুর সাহায্য করে। এবং মূত্রনালি পরিষ্কার করে শরীরকে ডিটক্সিফাই করে কালো আঙুর। চোখের জন্যও ভাল কালো আঙুর। লাল বা সবুজ আঙুরের তুলনায় এতে বেশি পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট রয়েছে।

ত্বক ভাল রাখতেও খুব উপকারী কালো আঙুর। এতে থাকা ভিটামিন সি ত্বক উজ্জ্বল রাখে, বিশেষ করে ব্রণর হাত থেকেও ত্বককে রক্ষা করে।

শীতের পিকনিক পার্টি জমিয়ে দিন নতুন রোলে

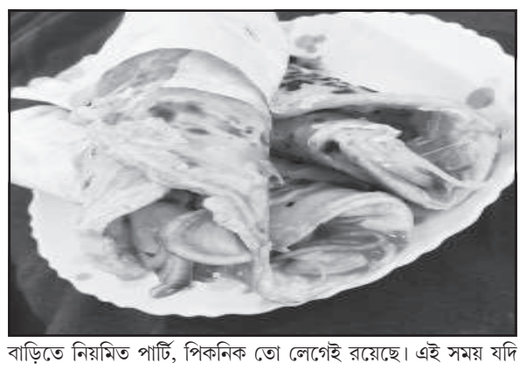

বাড়িতে নিয়মিত পার্টি, পিকনিক তো লেগেই রয়েছে। এই সময় যদি বিকেলের স্ন্যাক্সে নতুন কিছু পাতে পড়ে, তাহলে তো কথাই নেই। নাহ রেস্তোরাঁ থেকে কিনে আনা নয়, বরং বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন ভেজিটেবল রোল। চা বা কফির সঙ্গে দারুণ যাবে এই রোল। কীভাবে বানাবেন? রইল সহজ রেসিপি। শীতকাল মানেই বাজার ভর্তি সবজি। শীতকাল মানেই বিন্দাস খাওয়া-দাওয়া। বাড়িতে নিয়মিত পার্টি, পিকনিক তো লেগেই রয়েছে। এই সময় যদি বিকেলের স্ন্যাক্সে নতুন কিছু পাতে পড়ে, তাহলে তো কথাই নেই। নাহ রেস্তোরাঁ থেকে কিনে আনা নয়, বরং বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন ভেজিটেবল রোল। চা বা কফির সঙ্গে দারুণ যাবে এই রোল। কীভাবে বানাবেন? রইল সহজ রেসিপি। যা যা লাগবে ময়দা কাপ, বড়ো ডিম ১টি, জল ৩ ৩/২ কাপ, নুন পরিমাণমতো। ২ ২/২ পুরের জন্য উপকরণ: গাজরকুচি ২/২ কাপ, নুন পরিমাণমতো, বরবটি কুচি ২/২ কাপ, সাদা গোলমরিচ গুঁড়ো ১ চা চামচ, পনিরকুচি ২/২ কাপ, বাঁধাকপি কুচি ১ কাপতেল ৩ টেবিল চামচ, কাঁচালঙ্কা কুচি ১ টেবিল চামচ, পেঁপেকুচি ১ কাপ, কারি পাউডার ১ চা চামচ, পেঁয়াজকুচি কাপ। ২/২ এভাবে তৈরি করুন সমস্ত উপকরণ দিয়ে ময়দার ঘোল করে কিছুক্ষণ রাখুন। ফ্রাইং প্যান গরম করে সামান্য তেল মাখিয়ে কাপ ময়দার ঘোল দিয়ে ফ্রাইং প্যান ঘুরিয়ে গোল করল। এক পিঠ হলে উলটে দিন। এভাবে সবগুলো প্যানকেক তৈরি করুন। প্যানকেক গোল করে তৈরি করবেন। এরপর সমস্ত সবজি আধসেদ্ধ করে নিন। তেল গরম করে পেঁয়াজ ভাজুন। পেঁয়াজ নরম হয়ে এলে সমস্ত সবজি দিয়ে ভাজুন। এবার নুন, কাঁচালঙ্কা, গোলমরিচ দিয়ে ভাজুন। এরপর কারি পাউডার ও পনিরকুচি দিয়ে নামিয়ে নিন। একটি প্যানকেকের একপাশে সবজির পুর রেখে তিন সাইডে গোলানো ময়দা লাগিয়ে দু-পাশ মুড়ে ও সামনের দিকে মুড়ে রোল তৈরি করুন। এভাবে সবগুলি রোল করুন। ২টি ডিম ফেটিয়ে রোলগুলি ডিমে ডুবিয়ে টোস্টের গুঁড়োয় গড়িয়ে ডুবো তেলে মুচমুচে করে ভাজুন। টম্যাটো সস, চিলি সস, তেঁতুলের টক দিয়ে পরিবেশন করুন।

গাজরের আচার শীতের মরসুমে

এমনিতে বছরভর গাজর পাওয়া যায়। তবে শীতের মরসুমে তার মেলে টাটকা সব্জি। সেই গাজরের স্বাদ-গন্ধই আলাদা। বাজারে এখন আসতে শুরু করেছে তাজা গাজর। তা দিয়ে কী ভাবে বানাবেন আচার? জেনে নিন কৌশল। পরিষ্কার-গাজরের খোসা ভাল করে ছাড়িয়ে খুব ভাল করে সব্জিটি পরিষ্কার করতে হবে। গরম জলে নুন দিয়ে কেটে নেওয়া গাজরগুলি ধুয়ে নিতে হবে। কাটাকুটি- আচারের মূল উপকরণ গাজর। প্রথমেই বেছে নিতে টাটকা গাজর। তবে সরু নয়, একটু মোটা দেখে গাজর বেছে নেওয়া ভাল। এটি কাটতে হবে লম্বা সরু করে। সে সময় গাজরের মাঝে থাকা সাদা অংশটি ফেলে দেওয়া জরুরি। সর্ষে- আচারের জন্য ব্যবহার করতে হবে সর্ষে। তবে তার পরিমাণ বেশি হলেই স্বাদ তেতো হয়ে যেতে পারে। ১ কেজি গাজরের আচার করলে ২ থেকে ৩ চা-চামচ সর্ষেই যথেষ্ট। মশলা-গাজরের আচার তৈরির জন্য জিরে, ধনে, মেথি, সর্ষে ব্যবহার হয়। এই উপাদানগুলি গরম কড়াইতে হালকা নাড়িয়েচাড়িয়ে তার পর ব্যবহার করলে আচারের স্বাদ এবং গন্ধ দুই-ই বৃদ্ধি পাবে। রোদে শুকোনো -গাজরের আচার বেশি দিন ভাল রাখতে চাইলে গাজর ভাপিয়ে নেওয়ার পর রোদে শুকিয়ে নিতে পারেন। একদম খটখটে করে নয় অবশ্য। তবে গাজরে যেন জল না থাকে, তা দেখতে হবে। উপকরণ১ কেজি গাজর, ২ চা-চামচ হলুদ, স্বাদমতো নুন, ৩ চা-চামচ মৌরি, ১ চা-চামচ হলুদ সর্ষে, ১চা-চামচ কালো সর্ষে, ১ চা-চামচ কালো জিরে, ১ চা-চামচ লঙ্কা গুঁড়ো, আধ চা-চামচ মেথিদানা, সামান্য হিং, ১ কাপ সর্ষের তেল পদ্ধতি- গাজর হাতের আঙুলের মতো আকারে সরু করে কেটে নিন। তার পর নুন এবং হলুদ মাখিয়ে রাখুন কিছু ক্ষণ। নুন-হলুদ মাখানো গাজর ছিদ্রযুক্ত থালায় রেখে ভাপিয়ে নিতে হবে। ভাপিয়ে নেওয়ার পর রোদে রেখে তা কিছু ক্ষণ শুকিয়ে নেওয়া দরকার। গাজরে যেন কোনও জল না থাকে। জিরে, মেথি, সর্ষে-সহ সমস্ত মশলা গরম কড়াইতে নাড়াচাড়া করে গুঁড়িয়ে নিন। এ বার কড়াইতে দিয়ে দিন সর্ষের তেল। তেল গরম হলে তাতে দিতে হবে সামান্য হিং, এক চা-চামচ সর্ষে এবং কালো জিরে ফোড়ন। গরম তেলে দিন লঙ্কাগুঁড়ো। তার পর গাজর এবং গুঁড়ো করা মশলা দিয়ে ভাল করে নাড়িয়ে-চাড়িয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে আচার। পরিষ্কার কাচের পাত্রে আচার সংরক্ষণ করে রাখুন। রুটি, পরোটা, ভাত সব কিছুর সঙ্গেই আচারটি খাওয়া যাবে।

সোমবার আগরতলায় ত্রিপুরা চা নিগমের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

যুবসমাজকে সংসদীয় প্রক্রিয়ায় যুক্ত করতে নতুন উদ্যোগ, দেশজুড়ে ইউথ পার্লামেন্ট কর্মসূচি জোরদার করল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর : সংসদীয় প্রক্রিয়া সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সচেতনতা বাড়াতে এবং গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ জোরদার করতে একাধিক নতুন উদ্যোগ চালু করেছে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রক। এই উদ্যোগগুলির মূল লক্ষ্য দেশের যুবসমাজকে সংসদীয় ব্যবস্থার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করা।

রাজ্যসভায় লিখিত উত্তরে সংসদ বিষয়ক ও সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানান, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পড়ুয়াদের জন্য বিভিন্ন ইউথ পার্লামেন্ট প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। সংশ্লিষ্ট অংশীদার সংস্থাগুলির সহযোগিতায় এই প্রতিযোগিতাগুলি অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে দিল্লি সরকারের শিক্ষা দফতর ও নিউ দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের অধীন স্কুলগুলির জন্য প্রতিযোগিতা, পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, জওহর নবোদয় বিদ্যালয় এবং দেশজুড়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ স্তরের জাতীয় প্রতিযোগিতা।

মন্ত্রী আরও জানান, একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়গুলির জন্য একটি নতুন জাতীয় যুব সংসদ প্রতিযোগিতা চালু করা হয়েছে। পাশাপাশি, নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুযায়ী দাবি জমা দিলে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে যুব সংসদ প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য আর্থিক সহায়তাও প্রদান করা হয়।

দেশের প্রত্যন্ত ও বঞ্চিত অঞ্চলে অংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যে ন্যাশনাল ইউথ পার্লামেন্ট স্কিম---এর উন্নত সংস্করণ এনওয়াইপিএস ২.০ ওয়েব পোর্টাল চালু করা হয়েছে। আগের সংস্করণে কেবল স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়ারাই অংশ নিতে পারতেন। তবে নতুন সংস্করণে লিঙ্গ, জাতি, ধর্ম, অঞ্চল বা বসবাসের স্থান নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয়েছে।

এনওয়াইপিএস ২.০---এর আওতায় তিনটি পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করা যাবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে 'কিশোর সভা' এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের পড়ুয়াদের নিয়ে 'তরুণ সভা' আয়োজন করতে পারবে।

নাগরিকদের বিভিন্ন দলও নির্ধারিত নির্দেশিকা মেনে যুব সংসদের আসর বসাতে পারবে। এছাড়া, একক নাগরিকরা 'ভারতীয় গণতন্ত্র কার্যকরী রূপে' বিষয়ক অনলাইন কুইজে অংশ নিয়ে এই কর্মসূচিতে যুক্ত হতে পারবেন।

কিরেন রিজিজু জানান, যুব সংসদ কর্মসূচি মূলত একটি সচেতনতামূলক উদ্যোগ, যার উদ্দেশ্য গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে শক্তিশালী করা, শৃঙ্খলা ও সহনশীলতা বৃদ্ধি করা এবং সংসদীয় রীতি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে নাগরিকদের পরিচিত করা। এই কর্মসূচির মাধ্যমে সংবিধানগত মূল্যবোধ ও সরকারের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে বোঝাপড়া বাড়িয়ে নাগরিকদের সক্রিয়ভাবে গণতান্ত্রিক জীবনে অংশ নিতে উৎসাহিত করা হবে।

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION,
AGARTALA : TRIPURA
Notice Inviting e-Tender

PNIe-T- No: 07/EE/DWS/AMC/2025-26/ **Dated 10-12-2025**

The Executive Engineer, DWS Division, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC, invites online Percentage rate bids, on open bidding format for following work

SL NO	DNIeT No	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION
1	DNIeTNo.12/EE/DWS/AMC/2025-26	Rs. 12,47,222.00	Rs.24,944.00	60 Days
2	DNIeTNo.13/EE/DWS/AMC/2025-26	Rs.9,68,065.00	Rs.19,361.00	60 days
3	DNIeTNo.14/EE/DWS/AMC/2025-26	Rs.14,88,325.00	Rs.29,767.00	60 days

1. Last time and date of submission of bid:- **23-12-2025. 15.00 Hrs.**
2. **Time and date of opening of bid: 23-12-2025 at 16.00 Hrs (If possible).**
3. Bid forms and other details can obtain from website **https://tripuratenders.gov.in**.

Sd/- Illegible
Executive Engineer,
DWS Division
Agartala Municipal Corporation.

3RD CLAIMANT NOTICE

WHEREAS, it has been brought notice to the undersigned by Sri Tapan Saha, Forester the then In-Charge of Forest Protection Unit (FPU), Teliamura under Sub - Divisional Forest Officer, Teliamura vide his Offence Report No. F. 02/FPU-TLM/ 2025 - 26 dated 25.04.2025 & Memo. No. 08/FPU-TLM/ 2025 – 26/26-27 dated 25.04.2025 & endorsement by the Sub-Divisional Forest Officer, Teliamura vide No. F. 10-2/ OR/Seized-Veh /SDFO/TSD-2025-26 / TRO1A-4442/571-73 dated 05.05.2025 that on dated 04.04.2025 at about 03:45 PM, while performing patrolling duty along with accompanied staff over Sardu Karkari area on dated 04.04.2025 at about 02: 55 PM they have noticed 1 (one) No. Auto Truck bearing Registration No: TR01A-4442 Auto Engine & Chassis No. not available, Model: Auto (LGV) Colour: Yellow loaded with Sawn Timber was running on road, seeing that they gave signal to stop the vehicle, after stopping they have searched over the vehicle and found Teak Sawn Timber volume: 0.037 m3.There were no valid documents such as GP -TP, Carrying license or prior permission from the competent Authority, which is apparently, procures illegally. In the meantime the driver of said vehicle escaped away from the spot by leaving the vehicle.

AND WHEREAS, it has been reported by Sri Tapan Saha, Forester the then In-Charge of Forest Protection Unit (FPU), Teliamura under Sub - Divisional Forest Officer, Teliamura has seized the vehicle bearing Registration No: TR01A-4442 Auto Engine & Chassis No. not available, Model: Auto (LGV) Colour: Yellow along with forest produce from the Sardu Karkari area for illegally collection and transportation of by using the vehicle and brought to Range Office Complex, Teliamura for safe custody.

WHEREAS, in exercise of the powers conferred upon by vide notification No .F7(86)/For/FP-86/14469 date, 09/06/1987 and No.F.13 (103)/For/Esst-2014/ 50233-297 dated 12/02/2015 of the Forest Department Government of Tripura as an Authorized officer for the purpose under Sub-sec.2 of Sec.52 (A) of Indian Forest (Tripura second Amendment) Act, 1986 it is contemplated to confiscate said seized/ detained vehicle bearing Registration No TR01A- 4442 Auto Engine & Chassis No. not available, Model: Auto (LGV) Colour: Yellow for its use in illegally collection & transportation of forest produce of questionable origin in commission of Forest Offence under Indian Forest Act, 1927 and rules made there under.

NOW THEREFORE, it is hereby brought to the notice of the legal owner (s)/ authorized representative of the said vehicle to prefer his/her / their claim over the vehicle before the Authorized Office (District Forest Officer Khowai) within 30 (thirty) days from the date of issue of this Notice along with copies of all relevant documents regarding law full ownership of the said seized vehicle. If the owner (s) or his/her/their authorized failed to prefer any claim over the seized vehicle within stipulated period, the decision regarding confiscation of the vehicle along with seized forest produces should be taken ex-parte. Till such time the vehicle along with seized produce will remain under safe custody of Teliamura Range office.

Issued under my seal & signature this day on Dec, 2025
ICA/D/1532/25

(Ashok Kumar, IFS)
Authorized Officer District Forest Officer
Khowai District

'ভারত রণভূমি দর্শন'-এর আওতায় পর্যটকদের জন্য খুলে গেল চো লা ও ডোক লা, সীমান্ত পর্যটনে জোর সিকিম সরকারের

গ্যাংটক, ১৫ ডিসেম্বর : 'ভারত রণভূমি দর্শন' কর্মসূচির আওতায় সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং আজ থেকে পর্যটকদের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে খুলে দিলেন কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ দুই সীমান্ত এলাকাচো লা ও ডোক লা। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ও পর্যটন মন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগে চালু হওয়া 'ভারত রণভূমি দর্শন' প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল সীমান্ত পর্যটনের প্রসার, পাশাপাশি পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং প্রত্যন্ত সীমান্ত গ্রামগুলির বাসিন্দাদের জীবিকা উন্নত করা।

এই উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং বলেন, সিকিম সরকারের লক্ষ্য হল 'শেষ গ্রাম আগে উন্নয়ন', যা ভারত সরকারের ভাইব্র্যান্ট ভিলেজেস প্রোগ্রাম—এর সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই কর্মসূচির ফলে সীমান্ত এলাকাগুলিতে দ্রুত উন্নয়ন হচ্ছে বলে জানান তিনি।

তামাং বলেন, "আমাদের ধারণা হল শেষ গ্রামকে আগে উন্নয়ন করা। ভাইব্র্যান্ট ভিলেজেস প্রোগ্রামের কারণে সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে উন্নয়ন দেখা যাচ্ছে। ভারত সরকার, ভারতীয় সেনা ও পর্যটন দফতরের সহযোগিতায় আজ 'ভারত রণভূমি দর্শন'-এর অন্তর্ভুক্ত পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে চো লা ও ডোক লা খুলে দেওয়া হল।" এই উদ্যোগে সহযোগিতার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ভারত সরকার, পর্যটন দফতর ও ভারতীয় সেনাকে ধন্যবাদ জানান এবং আশ্বাস দেন যে আগামী দিনেও এই অঞ্চলে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলবে। এছাড়াও, সুপারকার র‍্যালি আয়োজনের জন্য তিনি ভারতীয় সেনাকে কৃতজ্ঞতা জানান। জিওসি মিস্টার রাঠোরে ও তাঁর দলের পাশাপাশি আয়োজক কমিটির ভূমিকাকেও তিনি প্রশংসা করেন। পর্যটকদের জন্য চো লা ও ডোক লা খুলে দেওয়ায় সিকিমের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে পর্যটন, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সামগ্রিক উন্নয়নে বড়সড় গতি আসবে বলে মনে করছেন প্রশাসনিক ও পর্যটন মহল।

উচ্চশিক্ষা সংস্কারে 'বিকশিত ভারত শিক্ষা অধিষ্ঠান বিল, ২০২৫' জেপিসির কাছে পাঠাল সরকার

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর :লোকসভায় পেশ করা 'বিকশিত ভারত শিক্ষা অধিষ্ঠান বিল, ২০২৫'—কে আরও বিস্তারিত পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য সংসদের যৌথ কমিটি (জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি বা জেপিসি)—র কাছে পাঠানো হয়েছে। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কার ও উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যেই এই বিল আনা হয়েছে বলে জানিয়েছে সরকার।

এই বিলের উদ্দেশ্য হল বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিক্ষাদান, শিক্ষাগ্রহণ, গবেষণা ও উদ্ভাবনে উৎকর্ষ অর্জনে ক্ষমতায়ন করা। পাশাপাশি, একটি স্বচ্ছ ও শক্তিশালী স্বীকৃতি ব্যবস্থা এবং স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে মানোন্নয়ন নিশ্চিত করাও এই বিলের অন্যতম লক্ষ্য।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান লোকসভায় বিলটি পেশ করার সময় বিরোধী সদস্যরা এর বিরোধিতা করেন। এরপর সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানান, ব্যবসা উপদেষ্টা কমিটির (বিজনেস অ্যাডভাইজরি কমিটি) বৈঠকে একাধিক সাংসদ এই বিল নিয়ে বিস্তৃত পরামর্শ ও আলোচনার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। তাঁদের অনুরোধ বিবেচনা করেই সরকার বিলটিকে জেপিসির কাছে পাঠানোর প্রস্তাব দিয়েছে বলে জানান তিনি। রিজিজু স্পিকারকে অনুরোধ করেন, দ্রুত জেপিসি গঠনের জন্য কমিটির সদস্য নিয়োগের ব্যবস্থা করতে।

সরকারের মতে, বিকশিত ভারত শিক্ষা অধিষ্ঠান উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা (আত্মনির্ভর ভারত) অর্জনের পথ সুগম করবে এবং দক্ষ ছাত্রছাত্রীদের একটি শক্তিশালী প্রতিভা ভাণ্ডার গড়ে তুলবে। একই সঙ্গে, রিস্কিলিং ও আপস্কিলিং—এর উপর জোর দিয়ে সমালোচনামূলক ও সৃজনশীল চিন্তাভাবনা বিকাশের মাধ্যমে যুবসমাজকে ক্ষমতায়িত করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

এমজিএনরেগার বদলে নতুন 'ভিবি জি র‍্যাম জি' বিল, সংসদে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্কের আশঙ্কা

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর : সংসদের চলতি শীতকালীন অধিবেশনে রাজনৈতিক সংঘাতের আবহ তৈরি করে কেন্দ্র সরকার মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট—এর পরিবর্তে একটি নতুন বিল পেশ করেছে। নতুন বিলটির নাম 'দ্য বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)', সংক্ষেপে ভিবি জি র‍্যাম জি। বিলটি পাশ করাতে বিজেপি সাংসদদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হুইপ জারি করা হয়েছে।

কেন্দ্রের দাবি, এই নতুন কাঠামো 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'—এর লক্ষ্য পূরণে সহায়ক হবে। উল্লেখ্য, ২০০৫ সালে ইউপিএ সরকারের আমলে চালু হওয়া এমজিএনরেগা গ্রামীণ ভারতে বছরে ১০০ দিনের কাজের আইনি নিশ্চয়তা দিয়ে গত দুই দশকে বড়সড় পরিবর্তন এনেছে।

নতুন বিলে কাজের নিশ্চয়তা ১০০ দিন থেকে বাড়িয়ে ১২৫ দিন করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। পাশাপাশি, কাজ শেষের ৭ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে মজুরি পরিশোধের বাধ্যবাধকতা থাকছে। নির্ধারিত সময়ে অর্থ না মিললে বেকার ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

বিল অনুযায়ী, কাজ চারটি ভাগে বিভক্ত হবে জল সুরক্ষা, গ্রামীণ পরিকাঠামো, জীবিকা-ভিত্তিক পরিকাঠামো এবং দুর্যোগ মোকাবিলা।

গ্রামের মানুষের ব্যস্ত কৃষিকাজের সময় এই প্রকল্পের কাজ করানো হবে না। স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বায়োমেট্রিক ও জিও-ট্যাগিং ব্যবহারের পাশাপাশি বিভিন্ন স্তরে অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থাও থাকছে।

তবে অর্থায়নের ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এমজিএনরেগা ছিল একটি কেন্দ্র-প্রযোজিত প্রকল্প, যেখানে অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্র বহন করত। নতুন জি র‍্যাম জি প্রকল্পে ব্যয় ভাগাভাগির প্রস্তাবসাধারণ রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে ৬০:৪০, উত্তর-পূর্ব ও হিমালয়ান রাজ্যগুলির জন্য ৯০:১০, আর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য ১০০ শতাংশ ব্যয় কেন্দ্র বহন করবে। বছরে মোট প্রস্তাবিত ব্যয় ১.৫১ লক্ষ কোটি টাকা, যার মধ্যে কেন্দ্র দেবে ৯৫,৬৯২ কোটি টাকা।

এদিকে বিলের নাম পরিবর্তন নিয়ে তীব্র আপত্তি তুলেছে বিরোধীরা। কংগ্রেসের শীর্ষ নেত্রী ও সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্রা প্রশ্ন তোলেন, "মহাত্মা গান্ধীর নাম কেন সরানো হচ্ছে? তিনি দেশের সর্ববৃহৎ নেতা। নাম বদল মানেই স্টেশনারি ও কাগজপত্রে বিপুল খরচ।" তাঁর অভিযোগ, সংসদে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা না হয়ে সময় ও জনতার অর্থ অপচয় হচ্ছে।

কংগ্রেস সাংসদ রঞ্জিত রঞ্জন বলেন, "আগে বিজেপির সমস্যা ছিল জওহরলাল নেহরু ও ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে। এখন দেখা যাচ্ছে, বাপুর নাম নিয়েও আপত্তি। এমজিএনরেগায় রাজ্যগুলিকে সময়মতো টাকা দিন, কাজের দিন ১০০ থেকে ১৫০ করুন, প্রকল্প উন্নত করুন। শুধু নাম বদলানো নিয়ে সরকারের এই আগ্রহ লজ্জাজনক।"

নতুন বিল ঘিরে সংসদে আগামী দিনে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্কের ইঙ্গিত স্পষ্ট।

প্রধানমন্ত্রীকে ঘিরে 'কবর' স্লোগান বিতর্ক: সোনিয়া গান্ধীর ক্ষমা চাওয়ার দাবিতে সরব বিজেপি

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর : রাজস্থানের জয়পুরে কংগ্রেসের একটি সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ঘিরে বিতর্কিত স্লোগান ওঠার জেরে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীর কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবি তুলেছে শাসক দল বিজেপি। রবিবার জয়পুরে অনুষ্ঠিত 'ভোট চোর গদি ছাড়ো' কর্মসূচিতে কংগ্রেসের জয়পুর মহিলা জেলা সভানেত্রী মঞ্জু লতা মীনার নেতৃত্বে একদল কর্মী প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে 'কবর' স্লোগান তোলেন। বিরোধীদের অভিযোগ, এই কর্মসূচির মাধ্যমে বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট চুরির অভিযোগ তুলে ধরা হচ্ছিল। পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মঞ্জু লতা মীনা নিজের মন্তব্যের সাফাই দিয়ে বলেন, ভোট চুরি নিয়ে মানুষের মধ্যে যে ক্ষোভ রয়েছে, তিনি সেটাই প্রকাশ করেছেন। তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী কর্মসংস্থান, যুবসমাজ, মহিলা ও কৃষকদের সমস্যার কথা না বলে মূল ইস্যু থেকে নজর ঘোরাচ্ছেন।

চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন

● প্রথম পাতার পর

জানিয়েছেন, অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপের জেরে তাঁর মস্তিষ্কে স্বতঃস্ফূর্ত রক্তক্ষরণ ঘটে। এর ফলে বাম দিকের গ্যাংলিওক্যাপসুলার অঞ্চলে হেমোরেজ, মস্তিষ্কে ফোলা ও মারাত্মক চাপ সৃষ্টি হয়। গুরুতর স্নায়বিক অবস্থায় তাঁকে প্রথমে এক হাসপাতালে জরুরি অস্ত্রোপচার করে ডিকমপ্রেসিভ ক্র্যানিওটমি করা হয়। পরবর্তীতে তাঁকে অ্যাস্টার সিএমআই হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় এবং আইসিইউতে ভেন্টিলেটর সাপোর্টে রাখা হয়।

চিকিৎসাকালীন সময়ে তাঁর মস্তিষ্কে এক্সটার্নাল ভেন্টিকুলার ড্রেন বসানো হয়। দীর্ঘদিন ভেন্টিলেটরের প্রয়োজন হওয়ায় ট্র্যাকিওস্টমি করা হয় এবং খাবার দেওয়ার জন্য পিইজি টিউব স্থাপন করা হয়। পরবর্তী সিটি স্ক্যানে হাইড্রোসেফালাস ধরা পড়ায় ডান দিকে ভেন্টিকুলো-পেরিটোনিয়াল শান্ট বসানো হয়।

নিয়মিত ফিজিওথেরাপি, নিউরো রিহ্যাবিলিটেশন, আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ও ট্রান্সক্রানিয়াল ম্যাগনেটিক স্টিমুলেশনের মাধ্যমে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

চিকিৎসকদের মতে, আগের তুলনায় তাঁর স্নায়বিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। বর্তমানে ব্যথার উদ্দীপনায় চোখ খুলছেন এবং সামান্য নড়াচড়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

বর্তমানে তিনি হাসপাতালের ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। নিবিড় নার্সিং কেয়ারের পাশাপাশি এগ্রেসিভ নিউরো রিহ্যাবিলিটেশন চলেছে। চিকিৎসকদের মত অনুযায়ী, আগামী অন্তত এক বছর নিয়মিত নিউরো রিহ্যাবিলিটেশন প্রয়োজন হবে তাঁর স্নায়বিক অবস্থার আরও উন্নতির জন্য।

শিশুর হার

● প্রথম পাতার পর

প্রথমে অস্বীকার করে ক্রিন ছিনতাইয়ের কথা। পরে স্থানীয়রা তাকে গনধোলাই দিলে পরে সে শিশুর গলা থেকে চেইন চুরির কথা স্বীকার করে বলে জানা গেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।

ধর্মনগরে ৪৪ হাজার ইয়াবা সহ

● প্রথম পাতার পর

।আফিয়া বেগম (বাসিন্দা: উদয়পুর, কাকড়াবান এলাকা), অংকুরি বিবি (বাসিন্দা: উদয়পুর, কাকড়াবান এলাকা) এবং মাফিয়া বেগম (বাসিন্দা: সুনামুড়া এলাকা)।

পুলিশ জানায়, অভিযুক্তরা অত্যন্ত কৌশলে রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে মাদক পাচার করত। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ একটি সুনির্দিষ্ট এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে এবং এই চক্রের সঙ্গে আর কারা যুক্ত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এ বিষয়ে উত্তর জেলা পুলিশ সুপার অবিনাশ রাই জানান, মাদক পাচারের বিরুদ্ধে জেলা পুলিশ কঠোর অবস্থানে রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান আরও জোরদার করা হবে।

জিরানিয়া বোধজংনগর নতুন রেল

● প্রথম পাতার পর

জেলাগুলিতেও শিল্পোন্নয়নের নতুন সম্ভাবনা তৈরি হবে, যা স্থানীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে সহায়ক হবে। পাশাপাশি, রেল যোগাযোগের উন্নতি ঘটবে, ট্রেন চলাচল আরও সুগম হবে এবং স্থানীয় সরবরাহ ব্যবস্থা আরও মজবুত হবে।

ফাইনাল লোকেশন সার্ভের অংশ হিসেবে ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, সম্ভাব্য সেতু নির্মাণ, মাটির গুণমানসহ বিভিন্ন কারিগরি দিক খতিয়ে দেখা হবে। সমীক্ষা শেষে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে রেল মন্ত্রকের কাছে জমা দেওয়া হবে। নতুন রেললাইন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এই সমীক্ষা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক ধাপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

দেড় মাস ধরে বিদ্যুৎহীন

● প্রথম পাতার পর

দূর দূরান্ত থেকে জল সংগ্রহ করতে হচ্ছে। পাশাপাশি বিদ্যুৎহীনতার কারণে শিশুদের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, বিদ্যালয় ও রাইস মিল বন্ধ হয়ে পড়ায় শিক্ষা ও জীবিকার ক্ষেত্রেও মারাত্মক প্রভাব পড়েছে।

স্থানীয়দের দাবি, একাধিকবার শান্তিরবাজার বিদ্যুৎ দপ্তরে অভিযোগ জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে গ্রাহক ভোগান্তি চরমে পৌঁছেছে এবং সরকারের প্রতি সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ক্রমেই বাড়ছে।

এলাকাবাসীরা অবিলম্বে বিকল ট্রান্সফরমার মেরামত বা নতুন ট্রান্সফরমার বসিয়ে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার জোরালো দাবি জানিয়েছেন। দ্রুত সমস্যা সমাধান না হলে আন্দোলনের পথে যাওয়ারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা।

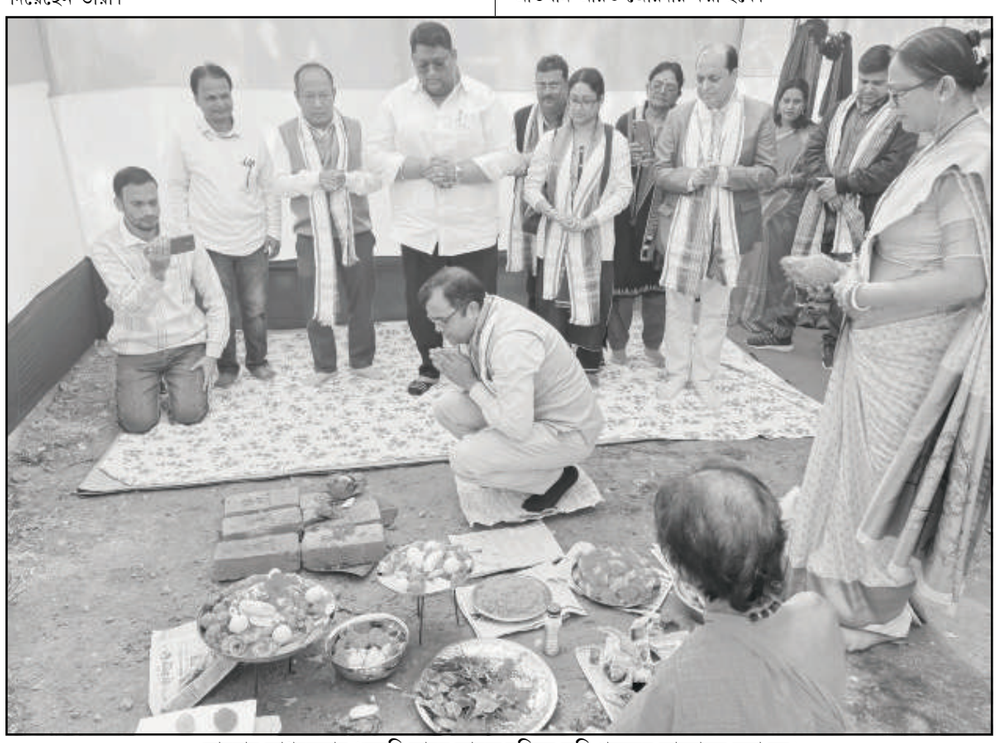

সোমবার আগরতলায় ধনতরি আয়ুষ আরঙ্ক মন্দিরে ভূমি পূজনের আয়োজন করা হয়।

উদ্যম পোর্টালে ৭ কোটির বেশি এমএসএমই নথিভুক্ত, ৩১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান: রাজ্যসভায় জানালেন জিতন রাম মাঝি

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর : মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প মন্ত্রী জিতন রাম মাঝি জানিয়েছেন, এখন পর্যন্ত উদ্যম পোর্টালে ৭ কোটিরও বেশি এমএসএমই নথিভুক্ত হয়েছে। এর ফলে সারা দেশে প্রায় ৩১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। বুধবার রাজ্যসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান, ২০২০ সালে চালু হওয়া উদ্যম পোর্টাল ব্যক্তি উদ্যোগে মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে শুরু করা হয়। এই পোর্টালের মাধ্যমে সহজে নথিভুক্ত হয়ে শিল্প স্থাপনের সুযোগ পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

মন্ত্রী সংসদকে আরও জানান, এখনও পর্যন্ত মন্ত্রক ১০ লক্ষের বেশি মানুষকে অনুদান দিয়ে

ভয়াবহ দূষণ ও ঘন কুয়াশায় দিল্লি বিপর্যস্ত: বায়ু মান সূচক ‘চরম’, বিমান চলাচল ব্যাহত, দেরিতে পৌঁছলেন লিওনেল মেসি

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর : ভয়াবহ দূষণে ঢেকে গিয়েছে জাতীয় রাজধানী। সোমবার সকাল ৭টা ৫ মিনিটে দিল্লির বায়ু মান সূচক দাঁড়ায় ৪৫৪, যা ‘চরম’ পর্যায়ে রয়েছে বলে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ‘সমীর’ অ্যাপের তথ্য জানাচ্ছে। রবিবার এই সূচক ছিল ৪৬১, যা চলতি ডিসেম্বরে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন বায়ুগুণমান হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছে।

ঘন কুয়াশা ও ধোঁয়াশার জেরে দিল্লিগামী অন্তত পাঁচটি বিমান অন্যত্র ঘুরিয়ে দিতে হয়েছে। এই পরিস্থিতির প্রভাব পড়েছে আর্জেন্টিনার ফুটবল মহাতারকা লিওনেল মেসি—র দিল্লি সফরেও। মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, মুম্বই থেকে দিল্লির উদ্দেশে তাঁর বিমান ঘন কুয়াশার কারণে কয়েক ঘণ্টা দেরিতে উড়ে আসে। সকাল ১১টার আগেই দিল্লিতে পৌঁছনোর কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তিনি দুপুর ২টার অনেক পরে রাজধানীতে পৌঁছন। এর আগে সোমবার সকালেই দিল্লি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের জন্য একটি ট্রাভেল অ্যাডভাইসারি জারি করে। সেখানে জানানো হয়, “ঘন কুয়াশার কারণে বিমান চলাচলে বিঘ্ন ঘটতে পারে। যাত্রীদের অসুবিধা কমাতে আমরা সব পক্ষের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করছি। সর্বশেষ আপডেটের জন্য যাত্রীদের নিজ নিজ এয়ারলাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হচ্ছে।”

একাধিক এয়ারলাইনও সোশ্যাল মিডিয়ায় সতর্কবার্তা জারি করেছে। এক সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, কম দৃশ্যমানতা ও কুয়াশার কারণে দিল্লিতে বিমান চলাচলের সময়সূচিতে প্রভাব পড়তে পারে। যাত্রীদের যাত্রার আগে ওয়েবসাইট বা অ্যাপের মাধ্যমে ফ্লাইটের অবস্থা যাচাই করার অনুরোধ করা হয়েছে। পাশাপাশি, রাস্তার দৃশ্যমানতা কম থাকায় বিমানবন্দরে পৌঁছতে অতিরিক্ত সময় হাতে রেখে বেরোতে বলা হয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়াও যাত্রীদের উদ্দেশে এক্স-এ পোস্ট করে জানিয়েছে, দিল্লি ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন অংশে ঘন কুয়াশার কারণে বিমান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। বিমানবন্দরে যাওয়ার আগে ফ্লাইটের অবস্থা যাচাই করার পরামর্শ দিয়েছে সংস্থাটি।

এদিকে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ঘন ধোঁয়াশার ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। সিপিসিবি-র তথ্য অনুযায়ী, অক্ষরধামে বায়ু মান সূচক ছিল ৪৯৩, বারাপুল্লা ফ্লাইওভারে ৪৩৩ এবং বারাখাম্বা রোডে ৪৭৪। সর্বত্রই দৃশ্যমানতা ছিল অত্যন্ত কম।

উল্লেখ্য, বায়ু মান সূচক শূন্য থেকে ৫০ হলে তা ‘ভাল’, ৫১—১০০ ‘সন্তোষজনক’, ১০১---২০০ ‘মাঝারি’, ২০১---৩০০ ‘খারাপ’, ৩০১—৪০০ ‘অত্যন্ত খারাপ’ এবং ৪০১—৫০০ ‘চরম’ হিসেবে ধরা হয়।

দূষণের মারাত্মক পরিস্থিতির কারণে শনিবারই বায়ু গুণমান ব্যবস্থাপনা কমিশন গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যানের চতুর্থ স্তর কার্যকর করেছে, যা সর্বাধিক কঠোর ব্যবস্থা। এর আওতায় দিল্লি-এনসিআর জুড়ে সব ধরনের নির্মাণ ও ভাঙচুরের কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে।

এছাড়া দিল্লি সরকার সরকারি ও বেসরকারি দফতরের ৫০ শতাংশ কর্মীকে বাড়ি থেকে কাজের নির্দেশ দিয়েছে। স্কুলগুলিতেও (দশম শ্রেণি ছাড়া একাদশ পর্যন্ত) হাইব্রিড মোডেঅনলাইন ও অফলাইন মিলিয়েপাঠদান চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হবে, তা নিয়ে এখনও অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আগরতলা পুর নিগমের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে গড়ে উঠছে আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির, সম্পন্ন ভূমিপূজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর: এলাকার স্বাস্থ্যপরিসেবা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে আগরতলা পুর নিগমের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে গড়ে উঠতে চলেছে আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির। সোমবার এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভূমিপূজন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক, পিডব্লিউডি (ডি.ডব্লিউ.এস/ইঞ্জিনিয়ারিং) দপ্তরের আধিকারিক, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলরসহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও আধিকারিকরা।

জানা গেছে, প্রথম পর্যায়ে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের ভবন নির্মাণ করা হবে। ভবনটি সম্পূর্ণ হলে এলাকাবাসী প্রাথমিক ও প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যপরিসেবাসহ নানা চিকিৎসা পরিষেবা সহজেই পেতে পারবেন, যা স্থানীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এদিন এলাকার কাউন্সিলরসহ অন্যান্য বক্তারা আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির নির্মাণে জেলাশাসক ও স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মকর্তাদের সক্রিয় ভূমিকার প্রশংসা করেন। পাশাপাশি, এই প্রকল্পকে সফল করে তুলতে সরকার ও প্রশাসনের প্রতি সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন এলাকাবাসী।

লায়ন্স ক্লাব গ্রীন বিলোনীয়ার উদ্যোগে ১৬ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে মেগা চক্ষু চিকিৎসা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,১৫ ডিসেম্বর: বিলোনীয়ায় অনুষ্ঠিত হবে মেগা চক্ষু চিকিৎসা শিবির। সুযোগ গ্রহন করতে লায়ন্স ক্লাব গ্রীন বিলোনীয়ার পক্ষ থেকে সকলের কাছে আহ্বান করা হয়েছে।

আগামী ১৬ ডিসেম্বর মঙ্গলবার লায়ন্স ক্লাব গ্রীন বিলোনীয়ার উদ্যোগে বিলোনীয়া যোগমায়া কালি বাড়ী প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হবে মেঘা চক্ষু চিকিৎসা শিবির। শিবিরে চোখের বিভিন্ন পরীক্ষা নীরিক্ষা করা হবে চিহ্নিতদের পরবর্তী সময় বিনা মূল্যে চোখের ছাউনি অপারেশন করা হবে।

শিবিরের সুযোগ গ্রহন করার জন্য আহ্বান করেন লায়ন্স ক্লাব গ্রীন বিলোনিয়া শাখার সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডা: জগদীশ চন্দ্র নমঃ সাংবাদিকদের এই কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত ভাবে জানান, এবং তিনি জানান চক্ষু শিবির পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন রাজ্যের বিশিষ্ঠ চক্ষু চিকিৎসক ডা: ফনি সরকার সহ বিশিষ্ঠ চক্ষু চিকিৎসকগন।

সিপাহীজলায় জেলা স্তরের ভাইরাল পোলিও ডিজিস (ভিপিডি) সার্ভেইলেন্স ও টিকাদান বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর: সিপাহীজলা জেলায় টিকায় প্রতিরোধযোগ্য রোগ (ভিপিডি) সম্পর্কে নজরদারি এবং রুটিন টিকাদান কর্মসূচি আরও শক্তিশালী করার জন্য আজ সিপাহীজলা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কনফারেন্স হলে জেলা স্তরের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালায় প্রশিক্ষণ দেন ডাঃ রানাদীপ সাহা, স্টেট সার্ভেইলেন্স মেডিকেল অফিসার, (ডব্লিউ এইচ ও)।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ দেবাশীষ দাস, জেলা টিকাকরণ আধিকারিক ডাঃ বিথিকা দাস সহ জেলার বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ইনচার্জ, মেডিক্যাল অফিসার, কমিউনিটি হেলথ অফিসার এবং জেলার বিভিন্ন অফিসিয়াল কর্মকর্তাগণ।

এই কর্মশালার মাধ্যমে টিকায় প্রতিরোধযোগ্য রোগ দ্রুত শনাক্ত করা, সঠিকভাবে রিপোর্ট করা এবং নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচি আরও ভালোভাবে বাস্তবায়নের ইত্যাদি বিষয়ে প্রজেক্টারের মাধ্যমে টিকাকরণের বিভিন্ন দিক নিয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই কর্মশালাটি জাতীয় পোলিও নজরদারি নেটওয়ার্ক, (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা) ইউনিট, আগরতলার সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়।

কংগ্রেসের ‘ভোট চুরি’ প্রচার থেকে দূরত্ব ইন্ডিয়া জোটের, ‘লাইফ সাপোর্ট’ মন্তব্যে ফের বিতর্ক উসকে দিলেন ওমর আবদুল্লাহ

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর : কংগ্রেসের ‘ভোট চুরি’ প্রচারের সঙ্গে ইন্ডিয়া বিরোধী জোটের কোনও সম্পর্ক নেই বলে স্পষ্ট জানালেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ও ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আবদুল্লাহ। সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, “কংগ্রেসের ‘ভোট চুরি’ কর্মসূচির সঙ্গে ইন্ডিয়া জোটের কোনও যোগ নেই। প্রতিটি দলের নিজস্ব কর্মসূচি বেছে নেওয়ার অধিকার রয়েছে। কংগ্রেস এসআইআর ও ভোট চুরিকে তাদের মূল ইস্যু করেছে। আমরা কে তাদের বলার যে কী করবে? ওরা ওদের ইস্যু বেছে নিক, আমরাও আমাদেরটা বেছে নেব।”

উল্লেখ্য, কংগ্রেস সম্প্রতি জাতীয় রাজধানীতে একটি বৃহৎ সমাবেশ করে ‘ভোট চুরি’ প্রচার জোরদার করেছে। প্রধান বিরোধী দলটির অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন বিজেপির সঙ্গে যোগসাজশ করে ভোট প্রক্রিয়ায় কারচুপি করছে। যদিও নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপি এই অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে খারিজ করেছে।

ওমর আবদুল্লাহর এই মন্তব্য এমন এক সময়ে এল, যখন এক সপ্তাহ আগেই তিনি বলেছিলেন যে ইন্ডিয়া জোট এখন “লাইফ সাপোর্টে” রয়েছে। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে জোটের শরিকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়কেউ তাঁর বক্তব্য সমর্থন করেন, আবার কেউ তীব্র আপত্তি তোলেন।

দিল্লিতে হিন্দুস্তান টাইমস লিডারশিপ সামিটে এক আলোচনায় ওমর বলেন, “আমরা একরকম লাইফ সাপোর্টে আছি। মাঝে মাঝে কেউ এসে প্যাডল দিয়ে আমাদের একটু শক দেয়, আমরা উঠে দাঁড়াই। কিন্তু তারপর বিহারের মতো ফলাফল এলে আবার আমরা ঢলে পড়ি, তখন আবার কাউকে আমাদের আইসিইউতে নিয়ে যেতে হয়।”

তিনি আরও বলেন, ইন্ডিয়া জোটের কিছু সিদ্ধান্তই নীতীশ কুমারকে ফের এনডিএ-র দিকে ঠেলে দিয়েছে। পাশাপাশি বিহারে আসন সমঝোতার ক্ষেত্রে হেমন্ত সোরেনের নেতৃত্বাধীন ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চাকে যথাযথভাবে জায়গা দিতে না পারাকেও জোটের ব্যর্থতা হিসেবে তুলে ধরেন।

এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় আরজেডি নেতা মনোজ ঝা বলেন, ওমর আবদুল্লাহর বক্তব্য ছিল “তাড়াহুড়ো করে দেওয়া।” তিনি বলেন, “যদি জোট লাইফ সাপোর্টে থাকে, ওমর নিজেও তো এই জোটের অংশ। জোটকে পুনরুজ্জীবিত করতে তিনি কী করছেন? দায়িত্ব শুধু কটাক্ষ করে শেষ হয়ে যায় না।”

সিপিআই সাধারণ সম্পাদক ডি রাজা জোটের সব দলকে আত্মসমালোচনার আহ্বান জানান। তাঁর প্রশ্ন, “ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দলগুলি বিজেপিকে হারাতে ও দেশকে বাঁচাতে ইন্ডিয়া জোট গড়েছিল। তাহলে এখন কী হচ্ছে? প্রত্যাশিত সমন্বয়ে জোট কেন কাজ করতে পারছে না?”

সমাজবাদী পার্টির সাংসদ রাজীব রাই ওমরের বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন বলে জানান। তিনি বলেন, “পরাজয় মানুষকে কিছুটা বিচলিত করতে পারে, কিন্তু সেটাই বিজেপি চায়। যারা বিজেপি ও ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়ছে, তাদের এই ফাঁদে পা দেওয়া উচিত নয়। জয়-পরাজয় রাজনীতির অঙ্গ।”

অন্যদিকে, বিরোধী জোটের অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। দলের প্রবীণ নেতা শাহনওয়াজ হুসেন বলেন, “ওমর আবদুল্লাহ ভুল বলছেন। ইন্ডিয়া জোট লাইফ সাপোর্টে নয়, সেটি আগেই মারা গেছে। লোকসভা নির্বাচনের পরই এই জোটের অবসান হয়েছে। এর জন্য শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া উচিত। এই জোটের না আছে কোনও নেতা, না আছে কোনও নীতি।”

সাব্রুম—আগরতলা জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, লরি ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত চাল বোঝাই ট্রাক

আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর: সাব্রুম—আগরতলা জাতীয় সড়কের জলেফা এলাকায় একটি ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি চাল বোঝাই লরিকে তীব্র গতিতে এসে ধাক্কা মারে আরেকটি লরি। সংঘর্ষের ফলে দুটি গাড়িই ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় এলাকাবাসীর সূত্রে জানা যায়, ট্রিপার গাড়ীটি অতিরিক্ত দ্রুত গতিতে সাব্রুমের দিকে যাচ্ছিল। সাব্রুম জলেফা শংকর মঠ আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় আসতেই চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা চালবোঝাই গাড়িটির পেছনে সজোরে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের তীব্রতায় ট্রিপার গাড়ীর সামনের অংশ সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে যায়।

দুর্ঘটনার পরপরই গাড়ীর চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে এলাকাবাসী জানায়। তবে দুর্ঘটনায় কোনো হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। যদিও গাড়ি দুটির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং পলাতক চালককে শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে।

উমাকান্ত একাডেমীর ১৬৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর: উমাকান্ত এলামনির উদ্যোগে উমাকান্ত একাডেমীর ১৬৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে শনিবার এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। শোভাযাত্রাটি উমাকান্ত একাডেমী প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে পুনরায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এসে সমাপ্ত হয়। এতে এলামনির বিপুল সংখ্যক প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে প্রাক্তন সভাপতি তথা আইনজীবী সন্দীপ দত্ত চৌধুরী বলেন, উমাকান্ত একাডেমীর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী তাঁদের কাছে শুধুমাত্র একটি দিন নয়, বরং এক গভীর আবেগ। জীবনের পঞ্চাশের অধিক বয়স অতিক্রম করেও প্রতিবছর এই দিনটির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন বলে জানান তিনি। তাঁর কথায়, “আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ।” আগামী বছরেও একইভাবে প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তিনি। পাশাপাশি, এবছরও প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন উমাকান্ত এলামনির সভাপতি শুভব্রত দেব, প্রাক্তন সভাপতি ও আইনজীবী সন্দীপ দত্ত চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক শুভাশীষ মজুমদারসহ এলামনির অন্যান্য সদস্যরা। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে দিনভর বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়ের গৌরবময় ঐতিহ্য ও স্মৃতিচারনের মধ্য দিয়ে এবারের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়েছে।

অটো উল্টে গুরুতর জখম মহিলা যাত্রী, আহত আরও একজন

আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর: মেলাঘর—সোনামুড়া মূল সড়কের বটতলী সুইচগেট এলাকায় দ্রুতগতিতে অটো গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যাওয়ার ঘটনায় চারজন যাত্রী আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে এক মহিলা যাত্রীর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দ্রুতগতিতে অটোটি একটি রাস্তার মোড় নিতে গিয়ে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এর ফলেই অটোটি উল্টে যায় এবং যাত্রীরা রাস্তায় ছিটকে পড়েন। দুর্ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।

ঘটনার সঙ্গেসঙ্গে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। তবে আহতদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। এদিকে, দুর্ঘটনার পর অটোচালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। ঘটনার বিষয়ে পুলিশকে জানানো হয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে এবং পলাতক চালকের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে খবর।

২০২৪ সালে টেট উত্তীর্ণরা টিআরপি স্বীকৃতির দাবিতে টিআরবিটি কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর: ২০২৪ সালে টিআরবিটি পরিচালিত টেট ওয়ান ও টেট টু ডিএলএড কোর্সে উত্তীর্ণদের টিআরপি স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে সোমবার টিআরবিটি কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হয়েছেন সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীরা।

২০২৪ সালে টিআরবিটি পরিচালিত টেট ওয়ান ও টেট টু ডিএলএড কোর্সে ৬০ জনের মত যুবক যুবতীরা উত্তীর্ণ হওয়ার পরও তাদেরকে টিআরপি স্বীকৃতি দিচ্ছেন না। তারই পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার যুবক যুবতীরা টিআরবিটি চেয়ারম্যানের সাথে সাক্ষাৎ করতে এসে দেখা না পেয়ে কন্টোলারের সাথে দেখা করেন। সংবাদ মাধ্যমের সামনে বিষয়গুলো তুলে ধরেন তারা। তারা অভিযোগ করেন সারাদেশে এবং বিগতদিনে রাজ্যেও এই কোর্সে পরীক্ষার্থীদের উত্তীর্ণ হওয়ার পর টিআরপি স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এধরনের উত্তীর্ণরা রাজ্যেও বিগত দিনে চাকরি পেয়েছেন। অথচ ২০২৪ সালে যারা উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদেরকে টিআরপি স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করছে টিআরবিটি কর্তৃপক্ষ। এ ধরনের উত্তীর্ণদের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সুপ্রিম কোর্টেরও রায় রয়েছে বলে তারা দাবি করেন। টিআরবিটি কর্তৃপক্ষের এধরনের কার্যকলাপের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন তারা। অবিলম্বে তাদেরকে স্বীকৃতি না দেওয়া হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুশিয়ারি দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তারা রাজ্য সরকার এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

ধলাই জেলার গণ্ডাতুইসাতে টিবি মুক্ত ভারত অভিযান কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর: যক্ষা (টিবি) নির্মূলের লক্ষ্যে ভারত সরকারের অন্যতম প্রধান উদ্যোগ ”টিবি মুক্ত ভারত অভিযান”-এর অধীনে আজ ধলাই জেলার গণ্ডাতুইসা মহকুমা স্বাস্থ্য দপ্তর (এসডিএইচ)-এর তত্ত্বাবধানে ধলাঝারি, সরমা এবং পঞ্চরতন-এ এক বিশেষ সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তৃণমূল স্তরে যক্ষ্মা রোগ সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং যক্ষা রোগীদের পুষ্টিগত সহায়তা প্রদান করে তাঁদের চিকিৎসা প্রক্রিয়াকে সুনিশ্চিত করা।

অনুষ্ঠানে যক্ষা রোগীদের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী/পুষ্টির ঝুড়ি বিতরণ করা হয়। এই পুষ্টি সহায়তা ”নি-ক্ষয় মিত্র” উদ্যোগের মাধ্যমে রোগীদের দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্য একটি অপরিহার্য পদক্ষেপ। উপস্থিত স্বাস্থ্য কর্মীরা টিবি রোগ কী, এর লক্ষণ ও উপসর্গ, এবং সময়মতো রোগ নির্ণয় ও নিয়মিত চিকিৎসার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা জনসাধারণকে বোঝান যে টিবি একটি সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য রোগ এবং সঠিক চিকিৎসা ও পুষ্টির মাধ্যমে এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। বিশেষ করে, যক্ষা রোগীদের প্রতি সামাজিক কুসংস্কার দূর করা এবং তাঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সহযোগী মনোভাব বজায় রাখার উপর জোর দেওয়া হয়।

ত্রিপুরা চা শিল্পের প্রসারে ‘রান ফর টি ২০২৫’১৭ ডিসেম্বর দৌড় প্রতিযোগিতা ও ওপেন র‍্যালি

আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর: ত্রিপুরা চা শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন এবং ‘ত্রিপুরার চা’-কে সর্বস্তরে গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে, প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের উদ্যোগে ও ভারতীয় চা পর্ষদের সহায়তায় ‘রান ফর টি ২০২৫’ শীর্ষক এক দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫, সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে আগরতলার বীরচন্দ্র স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরি প্রাঙ্গণ থেকে এই দৌড় প্রতিযোগিতার সূচনা হবে।

এই উপলক্ষে ছেলেদের ও মেয়েদের জন্য পৃথকভাবে ৩ কিলোমিটার দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। আয়োজকদের আশা, এই প্রতিযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় দুই শতাধিক ছেলে-মেয়ে অংশগ্রহণ করবেন। প্রতিযোগিতায় উভয় ক্যাটাগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের যথাক্রমে ৫,০০০ টাকা, ৩,০০০ টাকা ও ২,০০০ টাকা নগদ অর্থসহ সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। এছাড়াও আরও ১০ জন প্রতিযোগীকে ১,০০০ টাকা করে পুরস্কৃত করা হবে।

পাশাপাশি, ‘রান ফর টি ২০২৫’ উপলক্ষে একটি ওপেন র‍্যালিরও আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রায় ২,০০০ নাগরিক অংশগ্রহণ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা। এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন যুব ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা ড. দীপক কুমার, পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসক ড. বিশাল কুমারসহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ।

এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবেন ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান, আইনজীবী সমীর রঞ্জন ঘোষ।

উক্ত অনুষ্ঠানগুলিকে সর্বোচ্চভাবে সফল করে তোলার লক্ষ্যে রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে দিতে এবং অনুষ্ঠান কভারেজের জন্য সকল মিডিয়া প্রতিনিধিদের বিশেষভাবে আহ্বান জানানো হয়েছে।

এনএনএস- র উদ্যোগে আগরতলার মহিলা মহাবিদ্যালয়ে সচেতনতামুলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর:এনএনএস- র উদ্যোগে আগরতলার মহিলা মহাবিদ্যালয়ে সচেতনতা মূলক কর্মসূচি পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা সরবরী নাথ, কর্পোরেটর হিমানী দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।সোমবার মহিলা মহাবিদ্যালয় এক সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালিত হয়।

এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা শর্বরী নাত বলেন মহিলা মহাবিদ্যালয়ে প্রতিনিয়তই এনএসএস ইউনিট সেবামূলক কাজকর্ম করে থাকে। রক্তদান শিবির বৃক্ষরোপণ সহ সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষজনকে নানা বিষয়ে সচেতন করার দায়িত্ব পালন করে থাকে এনএসএস ইউনিট।

শুধু মহাবিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণয় এনএসএস ইউনিটের স্বেচ্ছাসেবীরা শহরের বিভিন্ন স্থানে সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে শামিল হন। বিশেষ করে যুব সমাজকে নেশা মুক্ত রাখার জন্য ব্যাপক প্রচার অভিযানে শামিল হচ্ছে মহিলা মহাবিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিটের স্বেচ্ছাসেবীরা। এ ধরনের প্রয়াস আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে বলে মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা আশা ব্যক্ত করেন।

আগরতলা পুর নিগমের রামনগর বিধানসভা এলাকার চারটি ওয়ার্ড এলাকার রাস্তা ও কভার ড্রেন নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে বৈঠকে মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর:আগরতলা পুর নিগমের রামনগর বিধানসভা এলাকার চারটি ওয়ার্ড এলাকার রাস্তা ও কভার ড্রেন নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে স্থানীয় লোকজনদের উপস্থিতিতে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক কুমার মজুমদার এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন।

রাজ্য সরকার এবং পুর নিগম জনগণের প্রত্যাশা পূরণে এবং মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণের জন্য কাজ করে চলেছে। বিশেষ করে রামনগর বিধানসভা এলাকার রাস্তাঘাট ও কভার ড্রেন নির্মাণের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিধানসভা এলাকার ১৫ ,১৬ এবং ৩৫ ও ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের কর্পোরেটর সহ এলাকার জনগণদের নিয়ে মেয়র আজ এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হন।

বিশেষ করে কালিকাপুর এলাকার রাস্তা প্রশস্ত ও কভার ড্রেনের জন্য যে জায়গার প্রয়োজন হবে সেই জায়গা এলাকার জনগণ সহ ইচ্ছায় প্রদান করবেন কিনা তা নিয়েই বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তদারকি করার জন্য আজ একটি কমিটি গঠন করা হয়।

মূল উদ্দেশ্য হলো রাস্তাটি আরো বড় করা এবং কভার ড্রেন নির্মাণ করা। মেয়র জানান এলাকার জনগণের দীর্ঘদিনের তাবিজ ছিল রাস্তাটি আরো প্রশস্ত করা এবং কভার ড্রেন নির্মাণ করার জন্য। সেই দাবি পূরণের লক্ষ্যেই রাস্তা প্রশস্ত ও কভার ড্রেন নির্মাণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ কাজে এলাকার সমস্ত জনগণের সহযোগিতা আহবান করেছেন মেয়র।

সংস্কৃতিকে পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে দুইদিনব্যাপী রাজ্যভিত্তিক ধামাইল উৎসবের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৫ ডিসেম্বর: সোমবার বিশালগড় নতুন টাউন হলে ধামাইল উৎসবের শুভ সুচনা করা হয়। রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর ও রাজ্য ধামাইল উৎসব মেলা কমিটির উদ্যোগে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শুভ সূচনা করেন রাজ্যের যুব বিধায়ক ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উচ্চশিক্ষা এবং পঞ্চায়েত দপ্ততরের মন্ত্রী কিশোর বর্মন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ধামাইল উৎসব কমিটির চেয়ারম্যান তথা বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেব, সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, কমলা সাগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিদায়ীকা অন্তরা সরকার দেব রাজ্য উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান তথা সুব্রত চক্রবর্তী, সিপাহীজলা জেলা শাসক ডক্টর সিদ্ধার্থ শিব জসুয়াল।

তাছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের আটটি জেলা থেকে ধামাইল উৎসবে ২৭ টি দলের ৫০০ শতাধিক শিল্পীরা। রাজ্যভিত্তিক ধামাইল উৎসবের উদ্বোধক তথা রাজ্য ক্রীড়া ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন গত বছর থেকে ধামাইল উৎসবের সূচনা হয়েছিল তেলিয়ামুড়াতে। সেই ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে পাওয়ার লক্ষ্যে ধামাইল উৎসবের সূচনা করা হয়েছিল। মহিলাদের আত্মনির্ভর করার জন্য। মহিলাদের দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন প্রকল্প।

তাছাড়াও এও বলেন খেলাধুলায় রাজ্যের ও দেশের সর্বোচ্চ সম্মান পেয়েছে পদ্মশ্রী খেল রত্ন এওয়ার্ড দীপা কর্মকার। আলোচনা করতে গিয়ে বলেন ধামাইল উৎসব কমিটির চেয়ারম্যান তথা বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেব আমরা চাইছি সঠিকভাবে ধামাইল উৎসব সম্পন্ন করতে পারি। রাজ্য সরকার চাইছে ধামাইল উৎসবের পুনরুদ্ধার হোক।

অনূর্ধ ১৯ মহিলা ক্রিকেট : প্লেট গ্রুপে মিজোরামে হেরে ব্যাক ফুটে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দ্বিতীয় ম্যাচেই আটকে গেল ত্রিপুরা। তাও মিজোরামের কাছে ৩ উইকেটে হেরে। প্রথম ম্যাচে মেঘালয়কে ২২ রানের ব্যবধানে পরাজিত করার রেশ কাটতে না কাটতেই মিজোরামে হেরে ত্রিপুরা দলকে এক কদম পিছিয়ে পড়তে হয়েছে। খেলা প্লেট গ্রুপের। বিসিসিআই আয়োজিত মহিলাদের অনূর্ধ ১৯ এক দিবসীয় টুর্নামেন্ট ২০২৫-২৬ এর। সিকিমসহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের ছ-টি রাজ্যের মধ্যে এই প্লেট গ্রুপের লিগ পর্যায়ের খেলা হচ্ছে নাগপুরে। দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলায় মিজোরাম এক প্রকার রোমাঞ্চকর ভাবে ঠিক দুই ওভার বাকি থাকতে তিন উইকেট এর ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। প্রথম ম্যাচেও মিজোরাম দুর্দান্ত জয় পেয়েছিল আট উইকেটের ব্যবধানে সিকিমকে পরাজিত করে। নাগপুরের জামাথায় বিদর্ভ ক্রিকেট এসোসিয়েশন স্টেডিয়ামে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ত্রিপুরার দলনেত্রী পারমিতা চক্রবর্তী প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৫৩ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অস্মিতা দাসের অপরাজিত ৬৪ রান এবং ওপেনার অ্যাঞ্জেল পালের ৩৩ রান উল্লেখ করার মতো। সুস্মিতা তেলি পেয়েছে ১২ রান। অতিরিক্ত খাতে ২৬ রান যোগ হওয়ায় দলের স্কোর কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হয়েছে। তবে পাল্টা ব্যাট করতে নেমে মিজোরাম ৪৮ ওভার খেলে অর্থাৎ দুই ওভার বাকি থাকতে সাত উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে সেন-এর ৩৯ রান, নুন মায়াই-এর ২৭ রান উল্লেখযোগ্য। তবে অতিরিক্ত হিসেবে তেত্রিশ রান ত্রিপুরা দলের ক্ষতি করে দিয়েছে। বোলিংয়ে পারমিতা চক্রবর্তী দুইটি এবং পূজা দাস, সুস্মিতা তেলি ও গিয়া মণ্ডল প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছে। গ্রুপের অপর খেলায় মনিপুর ৮ উইকেটের ব্যবধানে মেঘালয়কে পরাজিত করে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে। অপর ম্যাচে সিকিম প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে ৬ উইকেট এর ব্যবধানে অরুণাচল প্রদেশকে পরাজিত করে।

‘রানে নেই, ফর্মে আছি!’ বিশ্বকাপের আগে নিজের খারাপ ফর্ম নিয়ে একটুও চিন্তিত নন ভারত অধিনায়ক সূর্য

শেষ ২২ ইনিংসে ২৫১ রান করেছেন তিনি। ব্যাট রান না থাকলেও তাঁর ফর্ম খারাপ, এমনটা মনে করছেন না সূর্যকুমার যাদব। ধর্মশালায় ম্যাচ জিতে সাফাই দিলেন ভারতের অধিনায়ক। জানিয়ে দিলেন, নিজের ব্যাটিং নিয়ে খুব একটা চিন্তা করছেন না তিনি। ধর্মশালায় ১১৮ রান তাড়া করতে গিয়ে শেষ দিকে নেমেছিলেন সূর্য। ম্যাচ জিতিয়ে ছাড়া উচিত ছিল তাঁর। কিন্তু সেখানেও রান পাননি তিনি। ১১ বলে ১২ রান করে আউট হন। দু’টি চার মারেন। তার পরে নিজের পছন্দের শট মারতে গিয়ে আউট হন। যে শটে আগে তিনি চোখ বন্ধ করে ছক্কা মারতেন সেই শটই ডোবাচ্ছে অধিনায়ককে।

সূর্য অবশ্য ততটা ভাবছেন না। ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, “নেটে খুব ভাল ব্যাট করছি। রান আসবেই। হ্যাঁ, এখন রান পাচ্ছি না। রানে নেই, ফর্মে আছি। আশা করছি, শীঘ্রই ফর্মে ফিরব।” ২০২৫ সালে পেসারদের বিরুদ্ধে ১৮ ইনিংসে মাত্র ১২২ রান করেছেন সূর্য। ১৪ বার আউট হয়েছেন। এই বছর তাঁর ব্যাটিং গড় ১৪.২। এত খারাপ ফর্মে থাকার পরেও সূর্য সাফাই গাইছেন। দল জিতছে বলে বেঁচে যাচ্ছেন। পরের ম্যাচে রান করলে হয়তো আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারবেন তিনি। নইলে কত দিন নিজেকে লুকিয়ে রাখবেন অধিনায়ক? সামনেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তার আগে ফর্মে ফিরতে পারবেন তো তিনি? গত ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৫১ রানে হারতে হয়েছিল। সেই ধাক্কা ভুল এই ম্যাচে কী ভাবে ফিরলেন? সূর্য জানিয়েছেন, আগের ম্যাচের শিক্ষা কাজে লাগিয়েছেন। তিনি বলেন, “হার থেকে শিক্ষা নেওয়া দরকার। সেটাই করেছি। খুব বেশি পরীক্ষার চেষ্টা করিনি। নিজেদের উপর ভরসা রেখেছি। তাতেই খেলা ঘুরেছে।”

ভারতকে জিতিয়েছে দলের বোলিং। অর্শদীপ সিংহ, বরুণ চক্রবর্তীরা জয়ের ভিত গড়ে দিয়েছেন। অথচ তিন দিন আগে এই বোলারেরাই ২১৩ রান দিয়েছিলেন। তাতেই বা কী ভাবে বদল হল? সূর্য বলেন, “চণ্ডীগড়ে হারের পর বোলারেরা একসঙ্গে বসেছিল। আলোচনা হয়েছিল। কী ভুল করেছিলাম, তা খুঁজেছে ওরা। কটকে ওরা যে ভাবে বল করেছিল, এই ম্যাচেও সেটাই করার চেষ্টা করেছে। তাতেই সাফল্য এসেছে।”

তিন দিন পর লখনউয়ে চতুর্থ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। সেখানে জিতলে সিরিজ জেতা হয়ে যাবে। সোমবার লখনউ যাবে ভারতীয় দল। সেখানে গিয়ে পরের ম্যাচের পরিকল্পনা শুরু করবেন সূর্যেরা।

ধর্মশালায় তৃতীয় টি২০-র আগে হঠাৎ দল ছেড়ে মুম্বইয়ে ফিরলেন বুমরাহ! পরের দুই ম্যাচে পেসারের খেলা নিয়ে ধোঁয়াশা

টসের পরেই খবরটা দেন সূর্যকুমার যাদব। ধর্মশালায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে খেলছেন না জসপ্রীত বুমরাহ। মুম্বইয়ে ফিরে গিয়েছেন তিনি। সিরিজের বাকি দুই ম্যাচে বুমরাহের খেলা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।বুমরাহের মুম্বইয়ে ফেরার কথা জানিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্ট করে বিসিসিআই লিখেছে, “ব্যক্তিগত কারণে মুম্বইয়ে নিজের বাড়িতে ফিরে গিয়েছেন জসপ্রীত বুমরাহ। ধর্মশালায় খেলবেন না তিনি। বুমরাহ কবে আবার দলের সঙ্গে যোগ দেবেন তা জানতে পারলেই জানিয়ে দেওয়া হবে।”বোর্ডের এই কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে, বুমরাহ আবার কবে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন তার নিশ্চয়তা নেই। তিনি কেন বাড়ি ফিরেছেন সেই কারণও জানানো হয়নি। তার পরেই বাকি দুই ম্যাচে বুমরাহের খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। বুমরাহ না খেলায় ধর্মশালায় প্রথম একাদশে সুযোগ পেয়েছেন হর্ষিত রানা।চলতি সিরিজে প্রথম ম্যাচে ভাল বল করেছিলেন বুমরাহ। চার ওভারে ১৭ রান দিয়ে ২ উইকেট নিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচে চার ওভারে ৪৫ রান দেন তিনি। একটিও উইকেট পাননি। চোট সারিয়ে ফেরার পর থেকে সাদা বলের ক্রিকেটে সেই পুরনো বুমরাহকে এখনও দেখা যায়নি। ধারাবাহিক ভাবে ভাল বল করতে পারছেন না।টি-টোয়েন্টিতে ভারতীয় দলে অর্শদীপ সিংহ ও হার্দিক পাণ্ড্য রয়েছেন। ফলে আর এক জন বিশেষজ্ঞ পেসারই খেলাচ্ছেন গৌতম গম্ভীর। বুমরাহ না থাকলে সেই কাজটা করবেন হর্ষিত। পাশাপাশি তিনি ব্যাটটাও ভাল করেন। তিনি খেললে এক অতিরিক্ত ব্যাটার পাবে ভারত। সেই কারণে, বুমরাহের অভাব হয়তো খুব একটা বোঝা যাবে না। ১৭ ডিসেম্বর লখনউ ও ১৯ ডিসেম্বর অহমদাবাদে পরের দু’টি ম্যাচ। এখন দেখার তার আগে বুমরাহ আবার দলে যোগ দেন কি না।

খেলার দুনিয়ায় সোনার দৌড় অব্যাহত এবার স্কোয়াশেও বিশ্বজয়ী ভারতীয় দল

খেলার দুনিয়ায় ভারতের সোনার দৌড় অব্যাহত। বছরের শুরুর দিকে ভারতীয় দল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছিল। তারপর প্রথমবার বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পেয়েছে ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল। এবার ভারতীয় স্কোয়াশ দল প্রথমবারের জন্য বিশ্বকাপ জিতল। শীর্ষবাছাই হংকংকে হারিয়ে ইতিহাস গড়লেন তিন ভারতীয়- জ্যোৎস্না চিনাপ্পা, অভয় সিং, অনাহত সিং। চেন্নাইয়ের এক্সপ্রেস অ্যাভেনিউ মলের কোর্টে রবিবার হংকংয়ের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল ভারতের মিক্সড টিম। গত বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল থেকেই বিদায় নিয়েছিল ভারত। তবে এবার ১২ দলের টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই দুরন্ত ছন্দে ছিলেন জ্যোৎস্নারা। ফাইনালে তাঁদের প্রতিপক্ষ ছিল ধারেভারে এগিয়ে থাকা হংকং। কিন্তু শীর্ষবাছাই হংকংকে ৩-০ পরাস্ত করে প্রথমবার স্কোয়াশ বিশ্বকাপে সোনা জিতল ভারত। ফাইনালের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামেন ৩৯ বছর বয়সি জ্যোৎস্না। বিশ্বর্যাঙ্কিংয়ে ৫২ ধাপ এগিয়ে থাকা কা য়ি লির বিরুদ্ধে শুরু থেকেই ভারতীয় তারকার দাপট ছিল। দ্বিতীয় সেটে হারলেও শেষ পর্যন্ত ৭-৩, ২-৭, ৭-৫, ৭-১ ফলে প্রথম ম্যাচ জিতে যান জ্যোৎস্না। পরের ম্যাচে খেলতে নামেন অভয় সিং। মাত্র ১৯ মিনিটে তিনি গুঁড়িয়ে দেন প্রতিপক্ষ অ্যালেক্স লাউকে। ম্যাচের ফল ৭-১, ৭-৪, ৭-৪। তৃতীয় ম্যাচে ভারতে স্বর্ণপদক নিশ্চিত করেন ১৭ বছর বয়সি অনাহত সিং। ১৬ মিনিটে তিনি ৭-২, ৭-২, ৭-৫ উড়িয়ে দেন তোমাতো হো’কে। এক ম্যাচ বাকি থাকতেই জিতে যায় ভারত।

স্কোয়াশে বিশ্বমানের খেতাব জেতার তালিকায় ষষ্ঠ দেশ হিসাবে নাম তুলে ফেলল এই ভারতীয় দল। প্রথমবার বিশ্বকাপ জিতে স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত ভারতীয় দল। স্কোয়াশে দীর্ঘ কেরিয়ারের পর অবশেষে সোনা জিততে পেরে তৃপ্ত জ্যোৎস্না। সোনাজয়ের আরেক কাণ্ডারী অভয় বলছেন, এই সাফল্য আগামী দিনে আরও অনেককে স্কোয়াশ খেলতে অনুপ্রেরণা দেবে। চাপের মুখে, এগিয়ে থাকা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যেভাবে ভারতীয় দল খেলেছে, সেই দেখে খুশি কোচ হরিন্দর সিং।

ব্যাটে ব্যর্থ হলেও প্রথম উইকেট নিলেন বৈভব, ছোটদের এশিয়া কাপে পাকিস্তানকে ৯০ রানে হারিয়ে দিল ভারত

ছোটদের এশিয়া কাপে পাকিস্তানকে হারিয়ে দিল ভারত। কণিষ্ক চৌহান এবং দীপেশ দেবেন্দ্রনের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ম্যাচ জিতল ভারতের ছোটরা। ৯০ রানে জিতেছে ভারত। ব্যাট হাতে ব্যর্থ হলেও বল হাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট নিল বৈভব সূর্যবংশী।

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ভারত ৪৬.১ ওভারে ২৪০ রানে অলআউট হয়ে যায়। ৮৫ রান করেন অ্যারন জর্জ। আয়ুষ মাত্রে ৩৮ এবং কণিষ্ক ৪৬ রান করেন। পাকিস্তান ৪১.২ ওভারে ১৫০ রানে শেষ হয়ে যায়।

ব্যাট হাতে ভারত শুরুতেই হারায় বৈভবকে (৫)। তবে ২৫ বলের ইনিংসে আয়ুষ চারটি চার এবং তিনটি ছয় মারেন। প্রথম ১০ ওভারেই দুই ওপেনারকে তুলে দেয় পাকিস্তানের মহম্মদ সায়াম। এর পর জর্জ ভারতের ইনিংসকে দাঁড় করান। পাকিস্তানের ফিল্ডিংয়ের ফাঁক খুঁজে নিয়ে নিয়মিত রান করেছেন। মিডল অর্ডারে দায়িত্ব নিয়ে খেলেছেন তিনি। শেষের দিকে নেমে চালিয়ে খেলেন কণিষ্ক। তিনটি ছয় মারেন। ভারত ২৩০-এর গন্ডি পেরিয়ে যায়। পাকিস্তানের হয়ে উল্লেখযোগ্য বোলিং সায়াম (৩/৬৭) এবং আব্দুল সুভানের (৩/৪২)।

রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই খেই হারিয়ে ফেলে পাকিস্তান। এক দিকে উসমান খান ধরে থাকলেও উল্টো দিক থেকে একের পর এক উইকেট হারাতে থাকে তারা। সমীর মিনহাস (৯), আলি হাসান বালোচ (০), আহমেদ হুসেন (৪) সফল হননি। উসমানকে (১৬) হারানোর পর ৩০ রানে ৪ উইকেট পড়ে যায় পাকিস্তানের। সেখান থেকে অধিনায়ক ফারহান ইউসুফ (২৩) এবং হুজাইফা আহসান (৭০) দলকে টানতে থাকেন। ৭৭ রানের মাথায় ফিরে যান ফারহান। তাঁকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙে বৈভবই।

সেখান থেকে আবার ব্যাটিং ধস দেখা যায় পাকিস্তানের। আহসান বাদে আর কোনও ব্যাটারই দাঁড়াতে পারেননি। আহসান কিছুটা চালিয়ে না খেললে পাকিস্তানের স্কোর আরও কম হয়। দীপেশ এবং কণিষ্ক তিনটি করে উইকেট নিয়েছেন। দু’টি উইকেট কিষাণ কুমার সিংহের।

সন্তোষ ট্রফি উদ্বোধনী ম্যাচে মিজোরামকে হারিয়ে নাগাল্যান্ড জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে দারুণ সূচনা নাগাল্যান্ডের। হারিয়েছে মিজোরাম কে ন্যূনতম গোলের ব্যবধানে। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন এবং ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত ৬৯ তম সন্তোষ ট্রফি গ্রুপ ডি এর চার দলীয় লীগ পর্যায়ের ম্যাচ আজ থেকে শুরু হয়েছে। আগরতলার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ম্যাচে মিজোরাম ও নাগাল্যান্ড পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল। ৯ মিনিটের মাথায় নাগাল্যান্ডের হোতো লোহে একটি গোল করে দলকে ১-০ তে এগিয়ে দেয়। পরবর্তী সময়ে দুজনের খেলোয়াড়রা পরস্পরের বিরুদ্ধে আক্রমণ রচনা করলেও দ্বিতীয় গোলের সন্ধান কেউ দিতে পারেনি অতঃপর ন্যূনতম গোলে হেরে মিজোরামকে চলে যেতে হচ্ছে।

দু-দিনব্যাপী প্যারা গেমস শুরু ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা আজ সমাপ্তি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেমস শুরু হয়েছে। দুদিন ব্যাপী আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেমস আজ, সোমবার থেকে শুরু হয়েছে। আগরতলার বাধারঘাট দশরথ দেব স্পোর্ট কমপ্লেক্সে সোমবার বিকেল ৪ঃ০০ টায় প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা। উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা তথা যুব বিষয় মন্ত্রী টিংকু রায়, ক্রীড়া সচিব প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা তাপস রায়, পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিধায়িকা মিনারানী সরকার। আন্তর্জাতিক দিব্যাঙ্গোজন দিবস উদযাপন উপলক্ষে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে রাজ্য সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর এবং যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের যৌথ উদ্যোগেয় এই প্রতিযোগিতায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অ্যাথলেটিক্স, টাগ অফ ওয়ার, সুইমিং সহ ১২ টি ইভেন্টে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছছ।

একাই ৫ গোল ফাজিলার, বাংলাদেশের ক্লাবকে গোলের মালা পরিয়ে সাফ ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল

মশাল গার্লসদের স্বপ্নের দৌড় অব্যাহত। সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে পাকিস্তানের দলকে হারানোর পর এবার বাংলাদেশের টিমকে দুরমুশ করল ইস্টবেঙ্গল। নাসরিন স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে গুনে গুনে ৭ গোল দিয়ে ফাইনালে উঠলেন সুলঞ্জনা রাউল, ফাজিলা ইকওয়াপুটরা। ইস্টবেঙ্গলের জয়ের হ্যাটট্রিকের দিনে বলা চোখে বিভীষিকা দেখল পদ্মাপাড়ের ক্লাব।

এই প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচে ভুটানের ক্লাব ট্রান্সপোর্ট ইউনাইটেড লেডিস এফসিকে ৪-০ হারিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। এরপর পাকিস্তানের করাচি সিটির বিরুদ্ধে ২-০ গোলে জেতে লাল-হলুদের মহিলা দল। আর রবিবার ম্যাচের শুরু থেকেই লাল-হলুদের দাপটে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় নাসরিন স্পোর্টস অ্যাকাডেমির। ঘোরতর ঝড়ের মুখে দিকভ্রান্ত নাবিকের মতোই অবস্থা হয় বাংলাদেশের ক্লাবটির। কোনওভাবেই ঝড় সামলাতে পারেনি তারা।বাংলাদেশের মহিলা ফুটবল লিগের চ্যাম্পিয়ন দল নাসরিন স্পোর্টস। তবে সাফে তাদের অবস্থা তথৈবচ। তিন ম্যাচে একটি মাত্র ড্র করে পয়েন্ট টেবিলের সবার নিচে রয়েছে

টি-টোয়েন্টিতে ছক্কার রেকর্ড অভিষেকের, ধর্মশালায় প্রথম ভারতীয় হিসাবে গড়লেন জোড়া নজির

ছক্কা মারা জলভাতে পরিণত করেছেন অভিষেক শর্মা। শুরু থেকেই আক্রমণ করে বোলারের ছন্দ ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেন তিনি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সফলও হন। সেই কারণেই বিশ্বের এক নম্বর টি-টোয়েন্টি ব্যাটার তিনি। কেন তিনি শীর্ষে রয়েছেন তার প্রমাণ প্রতি ম্যাচে দিচ্ছেন ভারতের বাঁহাতি ওপেনার। ধর্মশালায় জোড়া নজির গড়েছেন তিনি।

টি-টোয়েন্টিতে ৩০০ ছক্কা মেরেছেন অভিষেক। ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে দ্রুততম ৩০০ ছক্কা মারার রেকর্ড গড়েছেন তিনি। মাত্র ১৬৩ ইনিংসে এসেছে এই ৩০০ ছক্কা। ধর্মশালায় নামার আগে তাঁর ব্যাট থেকে এসেছিল ২৯৭ ছক্কা। ধর্মশালায় তিনটি ছক্কা মেরে ৩০০-র ক্লাবে ঢুকে পড়েছেন ভারতীয় ওপেনার।

এর আগে এই রেকর্ড ছিল লোকেশ রাহুলের দখলে। টি-টোয়েন্টিতে ২০৫ ইনিংসে ৩০০ ছক্কা মেরেছিলেন তিনি। তিন নম্বরে রয়েছেন সূর্যকুমার যাদব। ২৫১ ইনিংসে ৩০০ ছক্কা মেরেছিলেন ভারতের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক।

ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি ছক্কা মেরেছেন রোহিত শর্মা। ৪৬৩ ইনিংসে ৫৪৭ ছক্কা মেরেছেন তিনি। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন বিরাট কোহলি।

তাঁর ৪৩৫ ছক্কা এসেছে ৪১৪ ইনিংসে। সূর্য ৩৪৫ ইনিংসে ৩৯৫ ছক্কা মেরেছেন। এই তিন ক্রিকেটার ছাড়া ৩০০-র বেশি ছক্কা যে ভারতীয় ক্রিকেটারেরা মেরেছেন তাঁরা হলেন, সঞ্জু স্যামসন (৩১৯ ইনিংসে ৩৬৮), মহেন্দ্র সিংহ ধোনি (৪০৫ ইনিংসে ৩৫০), লোকেশ রাহুল (২৩৯ ইনিংসে ৩৩২), সুরেশ রায়না (৩৩৬ ইনিংসে ৩২৫) ও হার্দিক পাণ্ড্য (৩১৩ ইনিংসে ৩০৮)। সেই ক্লাবে এ বার ঢুকেছেন অভিষেক।

ধর্মশালায় আরও একটি নজির গড়েছেন অভিষেক। তিনিই প্রথম ভারতীয় ক্রিকেটার যিনি টি-টোয়েন্টিতে তিনটি ম্যাচে প্রথম বলে ছক্কা মেরেছেন। ধর্মশালায় রান তাড়া করতে নেমে লুঙ্গি এনগিডির প্রথম বলে ছক্কা মারেন তিনি। এর আগে এশিয়া কাপে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রান তাড়া করতে নেমে প্রথম বলে ছক্কা মেরেছিলেন তিনি।

ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে প্রথম বার প্রথম বলে ছক্কা মেরেছিলেন রোহিত। ২০২১ সালের অহমদাবাদে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এই কীর্তি করেছিলেন তিনি। ২০২৪ সালে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে যশস্বী জয়সওয়াল ও ২০২৫ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সঞ্জু স্যামসনও প্রথম বলে ছক্কা মেরেছিলেন। তবে তিন বার এই কীর্তি অভিষেক ছাড়া আর কোনও ভারতীয়ের নেই।

বিশ্বকাপের আগে হঠাৎ ঠকঠকানি ভারতীয় দলে, নিজের কাঁধে দায় নিয়ে অধিনায়ক সূর্য্য হাসতে হাসতে বললেন, ‘ওকে ফাইন’!

বিশ্বকাপ শুরু হতে আর দু’মাসও বাকি নেই। হঠাৎই ঠকঠকানি ভারতীয় দলে। দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৫১ রানে হার। তবু সূর্য্যকুমার যাদব বলছেন, ‘ওকে’, ‘ফাইন’! তবে হারার দায় নিজের কাঁধে নিয়েছেন অধিনায়ক।

মুল্লানপুরে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে হারার পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এসে হাসতে হাসতে সূর্য্য বলেছেন, “ওকে। একেবারে ফাইন”! এই হার নিয়ে বিচলিত নন ভারত অধিনায়ক।

অর্শদীপ সিংহ- জসপ্রীত বুমরাহেরা খারাপ বল করলেও সূর্য্য বেশি চিন্তিত ব্যাটিং নিয়ে। এবং আরও বেশি চিন্তিত নিজের ব্যাটিং নিয়ে। বললেন, “আমার এবং শুভমনের শুরুটা ভাল করা উচিত ছিল। অভিষেক সব সময় কাজটা করে দেবে, এটা হয় না।” এর পর আলাদা করে নিজের ব্যাটিংযের কথা তুলে ধরে সূর্য্য বলেন, “দায় আমার। আরও বেশিক্ষণ ব্যাট করা উচিত ছিল।”

ভারতীয় ব্যাটিং অর্ডারের তীব্র সমালোচনা করলেন ডেল স্টেন এবং রবীন উথাপ্পা। কেন অক্ষর পটেলকে তিন নম্বরে নামানো হল তা নিয়ে গৌতম গম্ভীরের ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে তুলোধনা করলেন দু’জন। সূর্য্য অবশ্য এই সমালোচনা পাত্তা দিলেন না। তিনি বললেন, “আমারা ওকে আগেও তিন নম্বরে ব্যাট করতে দেখেছি। চাইব, ভবিষ্যতেও তাই করুক। ও তো ভাল ব্যাট করেছে।”

ভারতের বোলিং যে একেবারেই ভাল হয়নি, সেটা নিয়েও উদ্বিগ্ন নন সূর্য্য। বললেন, “প্রথম পরিকল্পনাটা যখন কাজে লাগল না তখন আমাদের দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যাওয়া উচিত ছিল। শিশির একটু সমস্যা করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা বরং প্রথম ইনিংসটা দেখে বুঝল কোন লেংথে বল করতে হবে। আমাদের ওদের দেখে শিখতে হবে।”

বিশ্বকাপে খেলার ব্যাপারে এখনও সিদ্ধান্ত নেননি মেসি, গ্রুপ দেখে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন আর্জেন্টিনার কোচ

আর ছ’মাস পরে শুরু হবে ফুটবল বিশ্বকাপ। তবে লিয়োনেল মেসি এখনও সিদ্ধান্ত নেননি সেই প্রতিযোগিতায় খেলবেন কি না। গ্রুপবিন্যাসে এসে এ কথা জানিয়েছেন কোচ লিয়োনেল স্কালোনি। সহজ গ্রুপ দেখে একটু হলেও নিশ্চিন্ত তিনি।

গ্রুপবিন্যাসের পর হওয়া সাংবাদিক বৈঠকে শুরুতেই মেসিকে নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। স্কালোনি বলেন, “এই মুহূর্তে সব কিছুই ঠিকঠাক চলছে। তবে ছ’মাস মানে অনেক সময় বাকি। হাতে এখনও সময় আছে। মেসিই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে। যা-ই সিদ্ধান্ত নিক আমরা ওর পাশে থাকব। আশা করি ও সুস্থ থাকবে। নিজের জন্য এবং দেশের জন্য সবচেয়ে ভাল সিদ্ধান্তটাই নেবে।”

গ্রুপবিন্যাসের আগে স্কালোনিই বিশ্বকাপ এনে মঞ্চে রাখেন। ট্রফির হাতে আলতো করে হাত বুলিয়ে দিতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। দিনের শেষে নিশ্চিত সহজ গ্রুপ পেয়েও। গ্রুপে আলজেরিয়া, অস্ট্রিয়া এবং জর্ডানের বিরুদ্ধে খেলবে আর্জেন্টিনা।

স্কালোনি বলেছেন, “আরও এক বার বিশ্বকাপের গ্রুপবিন্যাসে থাকতে পেরে ভাল লাগছে। আগের বারের তুলনায় এ বার বেশ কিছুটা নিশ্চিন্ত। সূচির পর আমরা হিসাবনিকাশ শুরু করে দেব। এখন আমরা ভাল খেলছি ঠিকই। তবে কোনও ট্রফি জিতেছি এটা মাথায় রেখে নামব না। আগের বারের মতোই একটা লড়াকু দল চাই। সকলে যাতে সুস্থ ভাবে বিশ্বকাপে নামে সেটাই আমার চিন্তা।”

গ্রুপ শীর্ষে থাকলে ফাইনালের আগে স্পেনের বিরুদ্ধে খেলতে হবে না আর্জেন্টিনাকে। এড়ানো যাবে শক্তিশালী দলগুলিকেও। তবে স্কালোনির কথায়, “বিশ্বকাপ জিততে গেলে সেরা দলগুলোর বিরুদ্ধে খেলতে হবে। র্যাঙ্কিংয়ে শুধু প্রথম চারে থাকা দল নিয়ে ভাবলে চলবে না।”

বিশ্বকাপের আগে আর্জেন্টিনাকে ‘ফাইনালিসিমা’ খেলতে হবে, যেখানে তারা মুখোমুখি হবে ইউরোজয়ী স্পেনের। এই ম্যাচ নিয়ে একটু বিরক্ত স্কালোনি। বলেছেন, “অনেক আগে এই ম্যাচ খেলা যেত। আমি স্পেনের কোচের সঙ্গে গিয়ে একটু আগেই কথা বললাম। ও আমার বন্ধু। ও জানাল, কবে ম্যাচ হবে সেটা ও-ও জানে না।”

সিরিজ জিতে নিয়ম ভাঙলেন কোহলি! দেখেও সংযম বজায় রাখলেন বদলে যাওয়া রোহিত

নিয়ম ভাঙলেন বিরাট কোহলি! তা দেখেও নিজেকে বদলে ফেলা রোহিত শর্মা সংযত থাকলেন। শনিবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজ জিতে ভারতীয় দল হোটেলে ফেরার পর ঘটল মজার ঘটনা। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে সেই ঘটনার ভিডিয়ো।

সিরিজজয়ী ভারতীয় দলকে স্বাগত জানাতে বিশাখাপত্তনমের হোটেল কর্তৃপক্ষ দু’টি কেক সাজিয়ে রেখেছিলেন। হোটেলের এক কর্মী সিরিজের সেরা ক্রিকেটার কোহলিকে কেক কাটার অনুরোধ করেন। কোহলি এগিয়ে দেন শনিবার শতরান করা যশস্বী জয়সওয়ালকে। যশস্বী কেক কেটে কোহলিকে খাওয়ান। খাওয়া-দাওয়া নিয়ে কঠোর শৃঙ্খলা মেনে চলা কোহলি কেকের টুকরোয় বড় কামড় বসান। বাকি অংশটুকু নিয়ে কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা রোহিতের কাছে যান যশস্বী। কিন্তু কেক দেখে দূরে সরে যান রোহিত। হাসতে হাসতে তিনি বলেন, “না না, আবার মোটা হয়ে যাব।” তাঁর কথা শুনে সকলে হেসে ফেলেন। যশস্বীও আর তাঁকে কেক খাওয়ার জন্য জোর করেননি।

গত জানুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট সিরিজ খেলে ফেরার পর রোহিতের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটজীবন নিয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। তাঁর ফিটনেস নিয়ে খুশি ছিলেন না ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর, প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকর। দল থেকে ছেঁটে ফেলার জন্য ফিটনেসকে হাতিয়ার করা হতে পারে আঁচ করেন রোহিত। তার পরই নিজেকে বদলে ফেলেছেন। ভারতীয় দলের প্রাক্তন সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারের কাছে কঠোর ট্রেনিং করেন। ব্যাটিংয়ের ভুল-ত্রুটি শুধরে নেওয়ার পাশাপাশি ১১ কিলোগ্রাম ওজন কমিয়েছেন। বদলে ফেলেছেন খাদ্যাভাস। ৩৮ বছরের রোহিত আগের চেয়ে অনেক ঝরঝরে। ২০২৭ সালের এক দিনের বিশ্বকাপ খেলতে চান রোহিত। তাই ফিটনেস নিয়ে এখন অনেক বেশি সচেতন তিনি। নিয়ম মেনে চলার চেষ্টা করেন। তাই যশস্বীর এগিয়ে দেওয়া কেক খেতে রাজি হননি। অথচ দীর্ঘদিন ধরে ‘ফিটনেস ফ্রিক’ হিসাবে পরিচিত কোহলি। পছন্দ করেন নিয়ম মেনে চলতে। প্রিয় বহু কিছুও বাদ দিয়েছেন নিজের খাদ্যতালিকা থেকে। অথচ শনিবার তরুণ সতীর্থের এক অনুরোধেই কেক খেয়েছেন।

খেলাধুলার অঙ্গনে রাজনীতির কোন স্থান নেই : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর:দিব্যাঙ্গজন ক্রীড়াবিদরা সমাজের কাছে সাহস, আত্মবিশ্বাস ও অদম্য মানসিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শারীরিক সীমাবদ্ধতা কখনো প্রতিভা বা সাফল্যের অন্তরায় হতে পারে না। প্যারা ক্রীড়াবিদদের সাফল্যই জীবন্ত প্রমাণ। আজ বাধারঘাট দশরথ দেব স্পোর্টস কমপ্লেক্সে দিব্যাঙ্গদের নিয়ে খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেমস-২০২৫ উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দিব্যাঙ্গ হওয়া কোন বাধা নয়। শুধু চাই দৃঢ়চেতা মানসিকতা, অবিচল লক্ষ্য এবং একাগ্রতা। নিয়মিত অনুশীলন একজন ক্রীড়াবিদকে তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছতে সহায়তা করে। ক্রীড়ার কোন জাত নেই, ধর্ম নেই, বর্ণ নেই। ক্রীড়া আমাদের ঐক্যবদ্ধ করে তোলার অন্যতম মাধ্যম। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, খেলাধুলা কেবল শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে না, এটি মানসিক শক্তি, শৃঙ্খলা ও আত্মসম্মানবোধ গড়ে তুলে। প্যারা ক্রীড়াবিদদের এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ সমাজে অন্তর্ভুক্তিমূলক মানসিকতা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঘোষিত "খেলো ইন্ডিয়া" উদ্যোগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে "খেলো ত্রিপুরা" কর্মসূচির মাধ্যমে ক্রীড়াক্ষেত্রকে সার্বজনীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তুলতে বদ্ধপরিকর। প্যারা ক্রীড়াবিদদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, উপযুক্ত ক্রীড়া পরিকাঠামো, আধুনিক সরঞ্জাম এবং আর্থিক সহায়তা প্রদানে রাজ্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

তিনি আরও বলেন, ২০২৩ সালে শুরু হওয়া এই প্যারা গেমস প্রতিবছর এর সফলতার সিড়ি অতিক্রম করছে। রাজ্যের মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারছেন। বর্তমান ত্রিপুরার ক্রীড়া জগৎ-এ রাজনীতির কোন স্থান নেই। মেধাই সর্বোত্তম প্রাধান্য। বিগত দিনে যা লক্ষ্য করা যায়নি। বর্তমান সরকার ক্রীড়ার মূল্য দিতে জানে। ক্রীড়াবিদদের সম্মান করতে জানে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সবার জীবনেই সঙ্কটময় পরিস্থিতি আসে। সেই পরিস্থিতিকে কাটিয়ে উঠে সামনের দিকে এগিয়ে চলাই মূল বিষয়। তাই শারিরীক সীমাবদ্ধতা কোন সমস্যা নয়। মানসিক সক্ষমতাই আসল বিষয়।

ত্রিপুরা এখন অনেক অগ্রণী। বিগত দিনে ত্রিপুরার পরিচয় ছিল খুবই ক্ষীণ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হীরা মডেল, অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি, অষ্টলক্ষ্মী দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চল তথা ত্রিপুরার উন্নয়ন আজ দৃশ্যমান। মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত ক্রীড়াবিদ এবং অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান রাখেন "আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার জন্য"। তিনি বলেন, আত্মবিশ্বাস এবং খেলার প্রতি একাগ্রতা সফলতা নিয়ে আসে। তিনি বলেন, খেলা শুধু ক্রীড়াবিদদের শারীরিক বা মানসিক সক্ষমতা দেয়না, বরং নেশার কবল থেকেও দূরে রাখতে সহায়তা করে। তিনি এই প্যারা গেমসের সার্বিক সফলতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, ২০২৩ সালে এই খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেমস-এর সূচনা হয়। বর্তমানে দিব্যাঙ্গজনদের মধ্যে সামাজিক পেনশন দেওয়ার জন্য ইউডি আইডি কার্ড প্রদান করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ৪৩ হাজারের উপর ইউডি আইডি কার্ড প্রদান করা হয়েছে। শতাংশের নিরীখে প্রায় ৯৫ শতাংশ। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার দিব্যাঙ্গজনদের সার্বিক উন্নয়নে খুবই আন্তরিক। অনুষ্ঠানে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. পি. কে. চক্রবর্তী বলেন, বর্তমানে প্যারা গেমসে ত্রিপুরার ছেলেমেয়েরা সুনাম অর্জন করছেন। রাজ্যের ক্রীড়া ভবিষ্যৎ অনেক উজ্জ্বল। রাজ্য সরকার ক্রীড়া ক্ষেত্রের উন্নয়নে খুবই আন্তরিক ভূমিকা পালন করছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়, চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার প্যারা অলম্পিক কমিটি অফ ইন্ডিয়া কর্ণেল অমৃক সিং। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মীনা রানী সরকার, ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এল, ডার্লং, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস, জিমনাস্ট এবং ওলিম্পিয়ান পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে প্রতিকীরূপে মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিকে দিব্যাঙ্গ মেধাবী ছাত্রছাত্রী এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে দিব্যাঙ্গদের সম্মান জানানো হয়। এছাড়াও প্রতিকীস্বরূপ ম্যারেজ গ্র্যান্ট, নির্মলা হেলথ ইন্সুরেন্স কার্ড, সিকিউরিটি পেনশন ও চলন সামগ্রী দিব্যাঙ্গদের হাতে মুখ্যমন্ত্রী সহ উপস্থিত অতিথিগণ তুলে দেন।

বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতি জে পি নডডা নবনিযুক্ত রাষ্ট্রীয় কার্য্যনির্বাহী সভাপতি নীতিন নবীনকে আজ নয়াদিল্লিতে অবস্থিত দলের প্রধান কার্য্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

চুরি যাওয়া ৫টি বাইক ও বাইসাইকেল উদ্ধার, আটক ৪

আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর : পুলিশি অভিযানে চুরি যাওয়া ৫ টি বাইক ও একটি বাইসাইকেল উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ। সাথে চার যুবককে আটক করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গত ১২ ডিসেম্বর লেইক চৌমুহনী থেকে বাইক চুরি যাওয়া অভিযোগ থানায় দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ওই ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

তাছাড়াও গত কয়োকমাস ধরে লঙ্কামুড়া, রামনগর, জয়নগর সহ বিভিন্ন জায়গায় থেকে বাইক চুরি যাওয়ার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। পুলিশে অভিযানে নেমে একজনকে আটক করে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে চোর চক্রের সাথে জড়িত আরও চারজনকে আটক করা হয়েছে। তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন জায়গা থেকে চুরি যাওয়া ৫টি বাইক ও একটও বাই সাইকেল উদ্ধার করে। ধৃতদের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে আজ আদালতে পাঠানো হবে বলে জানান পুলিশ আধিকারিক। ধৃতরা হলো রাজু শুক্ল দাস, প্রদীপ নমঃ,বিষ্ণু দেবনাথ এবং সুরজিৎ দেবনাথ।

বিএসএফ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে দ্বিতীয়বারের মতো বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৫ ডিসেম্বর: সোমবার বিশালগড়ের গোকুলনগরে অবস্থিত বিএসএফ সদর কার্য্যালয়ের বিএসএফ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে দ্বিতীয়বারের মতো বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সূচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশনায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, বিদ্যালয়টি ২০২২ সালে যাত্রা শুরু করে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফের ডিআইজি শ্রীযুক্ত ভি. কে. কাশানা। প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেন, "আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ এবং রাষ্ট্র নির্মাণের কারিগর। তাই শিশুদের সার্বিক বিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।" তিনি আরও বলেন, এই দায়িত্ব শুধু অভিভাবকদের নয়, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও সমানভাবে নিতে হবে। কেবল পুঁথিগত বিদ্যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়; পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা, নাচ, গান ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেও শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলতে হবে।

এছাড়াও তিনি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে মধুর ও শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রী কে. জি. মিনা, ৪৩ নম্বর ব্যাটালিয়নের সেকেন্ড ইন কমান্ড অমর বীর সিং, ৬৯ নম্বর ব্যাটালিয়নের সেকেন্ড আইসি এম. এস., বিএসএফের ডেপুটি কমান্ডেন্ট সহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজিত এই বার্ষিক ক্রীড়া উৎসবকে কেন্দ্র করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে ১০০ মিটার দৌড়, কবাডি, বুক ব্যালেন্সসহ বিভিন্ন ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিযোগিতা শেষে সব কটি বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের হাতে মেডেল ও সার্টিফিকেট তুলে দেন প্রধান অতিথি শ্রী ভি. কে. কাশানা এবং বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রী কে. জি. মিনা।

খোয়াইয়ে ভারত কো জানো বিষয়ক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর: ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের নর্থ ইস্ট জোন কালচার‍্যাল সেন্টারের উদ্যোগে এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় আজ সীমান্ত গ্রাম বেলছড়াস্থিত দেবেন্দ্র চৌধুরী পাড়া কমিউনিটি হলে বর্ডার এরিয়া এবং ভারত কো জানো বিষয়ক এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। প্রদীপ জ্বেলে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা।

উদ্বোধক হিসেবে বিধায়ক শ্রী দেববর্মা সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানোর পাশাপাশি একে অপরের মধ্যে ঐক্য, সংহতি সুদৃঢ় করতে এবং নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশে সহযোগিতা করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের সভাপতি পদ্মবিল বিএসি"র চেয়ারম্যান প্রশান্ত দেববর্মা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর চিরাচরিত সংস্কৃতির আরও বিকাশ ঘটাতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এডিসির প্রাক্তন সিইও রঞ্জিত দেববর্মা, অতিরিক্ত জেলাশাসক অভেদানন্দ বৈদ্য, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্য্যালয়ের যুগ্ম অধিকর্তা দিলীপ কুমার দেববর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নর্থ ইষ্ট কালচার‍্যাল সেন্টারের একাউন্টস অফিসার অসীম দেবনাথ। অনুষ্ঠানে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের শিল্পীরা বাঁধাই নৃত্য, বিহুনৃত্য, আরটো, চেরল জাগই এবং থাংটা এবং রাজ্যের লোকনৃত্য শিল্পীগণ মামিতা ও লেবাংবুমানী নৃত্য পরিবেশন করেন।

বড়দোয়াল গ্রাম পঞ্চায়েতে সারা ভারত কৃষক সভার জনসংযোগ ও সদস্য সংগ্রহ অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর: বামপন্থী দল সিপিআই(এম)-এর কৃষক সংগঠন সারা ভারত কৃষক সভার উদ্যোগে সোমবার বড়দোয়াল গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে ব্যাপক জনসংযোগ কর্মসূচি ও সদস্য সংগ্রহ অভিযান পরিচালিত হয়। সারা ভারত কৃষক সভার দুর্লভ নারায়ন অঞ্চল কমিটির নেতৃত্বে দিনের অধিকাংশ সময় ধরে সংগঠনের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং নতুন সদস্য সংগ্রহ করেন। এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর, রাজ্য কমিটির সদস্য সুরেশ দাস, প্রাক্তন বিধায়ক তপন দাস, সোনামুড়া মহকুমা কমিটির সহ-সম্পাদক মিজান মিয়া, অঞ্চল সম্পাদক ও সভাপতি সুবল দেবনাথ এবং আবুল কালাম। এছাড়াও প্রবীণ কৃষক নেতা আব্দুর রাজ্জাকসহ অন্যান্য নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। সংগঠন সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই সোনামুড়া মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় সারা ভারত কৃষক সভার জনসংযোগ ও সদস্য সংগ্রহ অভিযান চলছে। গোটা বিভাগে মোট ১৮ হাজার সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ইতিমধ্যেই প্রায় ১৪ হাজার সদস্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। বাকি লক্ষ্যমাত্রা চলতি সপ্তাহের মধ্যেই পূরণ করা হবে বলে সংগঠন সূত্রে জানানো হয়েছে। অভিযান চলাকালীন বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক ইস্যু উঠে আসে কৃষকদের কাছ থেকে। বিশেষ করে বড়দোয়াল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রুদ্রসাগরের জল উপচে পড়ে বারবার বন্যার সৃষ্টি হওয়ায় কৃষিজমি ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতির বিষয়টি সামনে আসে। কৃষকরা রাজ্য সম্পাদক পবিত্র করকে জানান, সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা আজ পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে কোনও আর্থিক সহায়তা পাননি।এছাড়াও এলাকার মানুষ বিজেপি পরিচালিত জোট সরকারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে ধরে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বলে দাবি করেন বামপন্থী নেতৃত্বরা। সংগঠন সূত্রে আরও জানানো হয়েছে, এইসব ইস্যুকে সামনে রেখে আগামী দিনে লড়াই-সংগ্রামের পথে নামার জন্য প্রতিবাদ মিছিল, সভা ও বৃহত্তর কৃষক সমাবেশের পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

রাজ্য সরকার আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তোলার প্রয়াস নিয়েছে: শিল্পমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর:সমাজের সবচেয়ে গরীব ও পিছিয়েপড়া মানুষদের কিভাবে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুযোগ দিয়ে সামনের সারিতে নিয়ে আসা যায়, তাদের আত্মনির্ভর করে তোলা যায় সেই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে বর্তমান কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার। আজ উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের মিশনটিলায় জেলা শিল্পকেন্দ্র নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে একথা বলেন রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সান্তনা চাকমা। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের উদ্যোগে মিশনটিলার আই.টি.আই. সংলগ্ন স্থানে আয়োজিত হয় এই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিল্পমন্ত্রী সান্তনা চাকমা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তুলতে চাইছেন। রাজ্য সরকার আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তোলার প্রয়াস নিয়েছে। এরজন্য আমাদের দেশীয় পণ্য ব্যবহার করতে হবে। দেশীয় পণ্য উৎপাদনেও গুরুত্ব দিতে হবে। রাজ্য সরকার শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মাধ্যমে উদ্যোগীদের সাবসিডিতে ঋণ দিচ্ছে। বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। স্বসহায়ক দলগুলিকে সহযোগিতা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, আগে স্বসহায়ক দলের সংখ্যাও অনেক কম ছিল। কিন্তু বর্তমানে স্বসহায়ক দলের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। প্রায় ৫ লক্ষ মহিলা বর্তমানে স্বসহায়ক দলের সাথে যুক্ত রয়েছেন। লক্ষাধিক লাখপতি দিদি রয়েছেন। প্রতিটি স্বসহায়ক দলকে আরও উদ্যোগ নিতে হবে দেশীয় পণ্য উৎপাদনে। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের বিভিন্ন স্কিমগুলির সহায়তায় ব্যক্তিগত উদ্যোগীরা ঋণ নিতে পারে। সেই সুযোগ রয়েছে দপ্তরের ঋণ নিয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার। শিল্পমন্ত্রী শ্রীমতি চাকমা আরও বলেন, আগে রাজ্যের ৮টি জেলার মধ্যে ৪টি জেলাতেই জেলা শিল্পকেন্দ্র ছিল। কিন্তু বর্তমান সরকার চাইছে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় এই জেলা শিল্পকেন্দ্র গড়ে তুলতে। এই শিল্পকেন্দ্রটি গড়ে উঠলে জেলার বেকার ছেলেমেয়েরা উপকৃত হবে। পাশাপাশি এলাকারও উন্নয়ন হবে। এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ বলেন, বর্তমান সরকারের সময়ে রাজ্যের ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক যাদবলাল দেবনাথ, যুবরাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান অপর্ণা সিনহা দেবনাথ, কালাছড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান টিংকু শর্মা, ধর্মনগরের মহকুমা শাসক দেবযানী চৌধুরী, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা সব্যসাচী দেববর্মা প্রমুখ। জেলা শিল্পকেন্দ্রটি নির্মাণ করতে ব্যয় ধরা হয়েছে ১ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা।

আগরতলা পুরাতন জেল রোডের রাস্তা বেহাল অবস্থা, ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী

আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর : বিগত প্রায় এক বছর ধরে আগরতলার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই গুরুত্বপূর্ণ শহর রাস্তা চরম বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বর্তমানে ওই রাস্তাটি মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে রয়েছে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন আগরতলা পুরাতন জেল রোড এলাকার বাসিন্দারা।

এলাকাবাসীদের দাবি, রাস্তার সর্বত্র বড় বড় গর্ত, ভাঙা পিচ ও জল জমে থাকায় স্বাভাবিক চলাচল কার্য্যত অসম্ভব হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয়, এই রাস্তা দিয়ে কোনও রকম জরুরি পরিষেবা অ্যাম্বুলেন্স, দমকল কিংবা পুলিশ গাড়ি যাতায়াত করতে পারছে না। ফলে অসুস্থ রোগীদের কাঁধে করে কিংবা হাতে করে নিয়ে যাওয়ার মতো মর্মান্তিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বহুবার প্রশাসন ও পুর নিগমকে বিষয়টি জানানো হলেও কোনও স্থায়ী সমাধান হয়নি। সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তার গর্তগুলো জলভর্তি হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়, ফলে প্রায় প্রতিদিনই দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকছে। স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী, বয়স্ক মানুষ ও মহিলা যাত্রীদের চলাচল সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে পড়ছে। এলাকাবাসীদের আরও অভিযোগ, আগরতলার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও পুরাতন জেল রোড দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনের অবহেলার শিকার।

মৃৎশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে সরকারি সাহায্যের আর্জি মৃৎ শিল্পী সন্তোষ পালের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৫ ডিসেম্বর: এই সময়ের মধ্যে ত্রিপুরাতে যে কয়েকটা স্থানীয় শিল্প রীতিমতো বিলুপ্তির পথে তার মধ্যে একটা অন্যতম হচ্ছে মৃৎশিল্প। অস্বীকার করার উপায় নেই রাজ্যের ইতিহাস দাবি করছে একটা সময় এই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ভালো সংখ্যক পরিবার মৃৎশিল্পের সাথে জড়িত ছিল। তবে কালের বিবর্তনে বর্তমানে এই শিল্প এমন অবস্থায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে যেখানে যথেষ্ট চাহিদা থাকলেও নতুন করে শিল্পের প্রতি তেমন আগ্রহ আর বাড়ছে না। একই রকমভাবে যারা কোন না কোনভাবে এই শিল্পটাকে আঁকড়ে ধরে আছেন, তাদের রীতিমতো করুন অবস্থা অনেকেরই।

এই রকমের একজন মৃৎ শিল্পী কল্যাণপুর আর ডি ব্লকের অন্তর্গত পাল পাড়া গ্রামের মৃত বনমালী পালের ছেলে সন্তোষ পাল (৫৮)। পারিবারিকভাবে একেবারে ছোট থেকেই এই শিল্পের সাথে জড়িত সন্তোষ পাল। দেখতে দেখতে প্রায় চার থেকে পাঁচ দশক এই শিল্পটাকে নিয়েই বেঁচে আছেন সন্তোষ পাল। তবে যারা বিভিন্ন মাটির জিনিস তৈরি করছেন তাদেরকে যতই শিল্পী হিসেবে আখ্যায়িত করি না কেন, প্রকৃত অর্থে তাদের অবস্থাটা অনেকের ক্ষেত্রেই করুন দশায় রয়েছে বলে অভিযোগ। সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখা গেছে রীতিমত কষ্টের মধ্য দিয়ে তিনজনের পরিবার প্রতিপালন করছেন সন্তোষ পাল এই শিল্পের মধ্য দিয়েই। যদিও ইতিমধ্যে গরজের খাতিরে নিজের স্ত্রী এবং পুত্র এই কাজের সাথেই যুক্ত হয়ে পড়েছেন যেহেতু পরিবারের বিকল্প কোন অর্থনৈতিক কাজকর্ম নেই। পরিকাঠামোর যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এখনো সেই পুরোনো আমলের অল্প কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করেই পাতিল থেকে শুরু করে বিভিন্ন মাটির সামগ্রী তৈরি এবং বিক্রি করে চলেছেন সন্তোষ পাল এবং তার পরিবার।

এই সময়ের মধ্যে পরিবহন খরচ থেকে শুরু করে মাটি, সবকিছুতেই দামের বৃদ্ধি হয়েছে এবং শারীরিকভাবে কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়ায় সংসারের ঘানি যেন টানতে পারছেন না সন্তোষ পাল। সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধির সাথে কথা বলার সময় দাবি করেছেন বিগত কংগ্রেস জোট সরকারের আমলে প্রয়াত বিধায়ক কাজল চন্দ্র দাস এই পরিবারের প্রতি কিছুটা সাহায্য করেছিলেন এরপর বহুবার অনেক দাবী জানানো হয়েছে, কিন্তু এখনো শিল্প সহায়ক সাহায্য সহযোগিতা ভাগ্যে জুটেনি, এমনটাই দাবি সন্তোষ পালের। তবে সরকারের থেকে পাকা শৌচালয়, ঘর ইত্যাদি হয়েছে। আশাবাদী আগামী দিনে এই শিল্পটাকেই আঁকড়ে ধরে চলতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে সরকার মুখ তুলে তাকান, এই করুণ দাবি সন্তোষ পাল এবং তার পরিবারের। এখানে আরো উল্লেখ্য এই পালপাড়া গ্রামে একসময় বহু পরিবার এই মৃৎ শিল্পের সাথে জড়িত থাকলেও কালের বিবর্তনে এখন শুধুমাত্র সন্তুষ পাল পালপাড়ার মৃৎ শিল্পটাকে অল্প অল্প করে অক্সিজেন দিয়ে চলেছেন।

সিআইটিইউ সর্বভারতীয় সম্মেলন উপলক্ষে পতাকা দিবস অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,১৫ ডিসেম্বর:সিআইটিইউ সর্বভারতীয় সম্মেলন উপলক্ষে পতাকা দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে বিলোনিয়ায়। ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র বিলোনীয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে আঠার তম সর্বভারতীয় সম্মেলন উপলক্ষে পতাকা উত্তোলন কর্মসূচি সংগঠিত করে। সোমবার বেলা বারটায় বিলোনীয়া প্রদীপ চক্রবর্তী শহীদ বেদী প্রাঙ্গণে পতাকা দিবস পালন করা হয়।

কর্মসূচির শুরুতে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করে সিআইটিইউ নেতৃত্ব ত্রিলোকেশ সিনহা। পতাকা উত্তোলনের পর ভারতের ট্রেড ইউনিয়নের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন উপস্থিত নেতৃত্বরা। সি আই টি ইউ বিলোনীয়া মহকুমা কমিটির আয়োজিত কর্মসূচি তে ছিলেন সি আই টি ইউ রাজ্য নেতৃত্ব তাপস দত্ত, সি আই টি ইউ বিলোনীয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক আশীষ দত্ত সহ বামপন্থী বিভিন্ন গনসংগঠনের কর্মি সমর্থকরা।

প্রত্যন্ত এলাকার শিশুকন্যার সফল অস্ত্রোপচার, নতুন জীবন পেল জম্পুইজলার একরত্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর: প্রত্যন্ত জম্পুইজলা এলাকার এক শিশুকন্যার সফল অস্ত্রোপচারে খুশির হাওয়া পরিবার ও চিকিৎসক মহলে। জম্পুইজলা সঙ্কুমাবাড়ি এলাকার দুর্গাসিকা কাইপেন ও পুইর কাইপেন দম্পতির ঘরে গত ১৯ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে এক শিশুকন্যার জন্ম হয় জম্পুইজলা সরকারি হাসপাতালে। শিশুটির বাবা স্থানীয় একটি রাবার ফ্যাক্টরিতে কর্মরত। জন্মের তিন মাসের মাথায় শিশুটির পেটে অস্বাভাবিকভাবে বড় আকারের ফোলা লক্ষ্য করেন পরিবারের সদস্যরা। এরপর তাঁরা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে শিশুটিকে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসকদের পরামর্শ নিলেও দীর্ঘদিন ধরে সঠিক রোগ নির্ণয় সম্ভব হয়নি বলে অভিযোগ পরিবারের। শিশুটির বয়স ছয় মাস হলেও সমস্যার কোনও সমাধান না হওয়ায় দুশ্চিন্তা আরও বাড়ে। অবশেষে শিশুটির বয়স যখন দশ মাস, তখন বাবা-মা শিশুশল্য বিশেষজ্ঞ ডা. অনিরুদ্ধ বসাকের শরণাপন্ন হন। চিকিৎসকের পরামর্শে শিশুটিকে আগরতলার টিএমসি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা যায়, শিশুটির বাঁদিকের কিডনিতে জন্মগত বাধা রয়েছে। এর ফলে বাঁ কিডনিটি বেলুনের মতো ফুলে গিয়ে সম্পূর্ণভাবে কাজ করা বন্ধ করে দেয়। চিকিৎসা পরিভাষায় এই জটিল রোগকে হাইড্রোনেফ্রোসিস গ্রেড—৫ বলা হয়। চিকিৎসকরা জানান, দ্রুত অস্ত্রোপচার না করলে কিডনিটি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে গত ৫ ডিসেম্বর প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে জটিল অস্ত্রোপচার করা হয়। ডা. অনিরুদ্ধ বসাক ও তাঁর বিশেষজ্ঞ দল সফলভাবে বাঁদিকের কিডনির বাধা দূর করে মূত্রনালী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনেন। বর্তমানে শিশুটির শারীরিক অবস্থা সন্তোষজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। উল্লেখ্য, এর আগে এই মায়ের দুটি সন্তান গর্ভাবস্থাতেই মারা যায়। ফলে এই সফল অস্ত্রোপচার শিশুটির পরিবারে নতুন আশার আলো এনে দিয়েছে। সন্তানের জীবন ফিরে পাওয়ায় চিকিৎসক ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন শিশুটির বাবা-মা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas